

RL ১৭৮২

সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী—সং. ৬০

সারদা-মঞ্জল

বা

অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী

মুক্তারাম সেন-বিরচিত

—:0:—

মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
কর্তৃক সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ ব্যয়ে

কলিকাতা, ২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

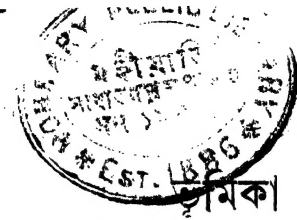
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

মূল্য— $\left\{ \begin{array}{l} \text{সাধারণের পক্ষে—৮০} \\ \text{শাখা-সভার সদস্যপক্ষে— ১৬/০} \\ \text{সদস্য পক্ষে— ১০} \end{array} \right.$

প্রিন্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্রিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বহুল কাব্যকেই বহুল কবির যুগান্তব্যাপী সাধনার কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে মানিয়া লইবার উদ্যোগ নাই। একই বিষয় বা কাব্যের রচনায় কবির পর কবি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,—এক জনের অঙ্কিত চিত্রের উপর আর একজনে রঙ ফলাইয়াছেন;—বহু যুগের চেষ্টার পর তবেই সেই ছবিখানি সমুজ্জল শ্রীমঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের এই বিশেষ লক্ষণের সহিত আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা নিবিড় যোগ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডী-কাব্যের আদি লেখক কে, অত্യാপি বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। “চৈতন্যমাহাত্ম্য” নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত চণ্ডী-কাব্য আমার হস্তগত হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

“মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।”

ইহা হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের পূর্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

মাননীয় দীনেশ বাবু দ্বিজ জনার্দন নামক জনৈক কবির রচিত অতি প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে, চণ্ডীর উপাখ্যান বহু দিন পূর্ব হইতেই ক্ষুদ্র ছড়া বা ব্রতকথারূপে প্রচলিত ছিল এবং সেই ছড়া বা ব্রতকথাই পরে বৃহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এরূপ কোন মূল ছড়া বা ব্রতকথা অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্ভবে যাহা কিছু ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর হস্তে পড়িয়া তাহা কেবল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন নহে, কাব্যংশে তাহা চরম উৎকর্ষও লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের বন্দনা-পত্রে লিখিয়াছেন, “গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।” ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরামের চণ্ডী অবলম্বন করিয়াই

তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাপ্তরু ছিলেন। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫০১ শকে বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

কাবিকঙ্কণের পর লাল। জয়নারায়ণ ব্যতীত আরও একজন কবি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই কবি আমাদের সমালোচ্য “সারদামঙ্গল”র রচয়িতা কবি মুক্তারাম সেন।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি দৃষ্টে এই কাব্যের প্রকৃত নাম “অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঞ্চালী” বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কবির বংশধরগণ কাব্যের নাম। বলেন, ইহার আর. এক নাম “সারদা-মঙ্গল” ছিল বলিয়া তাঁহার। শুনরা আসিতেছেন। “শুন শুন সর্বলোক সারদা-মঙ্গল। একচিন্তে হইয়া শুন না হইয় চঞ্চল॥” পুথির এই পদেও ইহার ঐরূপ নাম থাকার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এই কাব্যের দুইখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ২য় পুথিখানির প্রতিলিপি ১১৭৪ মধী সন, ১০ই ভাদ্র। তন্মতে এই পুথির বয়স (১২৭৮—১১৭৪ =) ১০৪ বৎসর।

কবির জ্ঞাতিবংশীয় ডাক্তার কানাইলাল সেন মহাশয়ের নিকট পুথিখানির একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক চেষ্টার পরও পুথিখানি তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

এই পুথির রচয়িতার নাম মুক্তারাম সেন। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কবির নাম ও বংশ- আনোয়ারা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সেন-বংশে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি আত্ম-পরিচয় স্থলে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, —

“চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোন্ম পশ্চিমে সাগর।

বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর॥”

তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু নিজ হয় ।

চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥

মহাসিংহ* নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী ।

সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকরী ॥

ধার্মিক শরীর দানে অকাতর নাম ।

তেন মত প্রীতি জৈঙ্গ (?) লালা নন্দরাম † ॥

চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম ।

বন্দহ জনমভূমি দেবগ্রাম ‡ নাম ॥

* মহাসিংহ সাধারণতঃ “দেওয়ান মহাসিংহ” নামে আখ্যাত । তিনি মোগলআমেলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন । তাঁহার শাসনকাল ১১৬০—১১৬৫ বাঙ্গালা বা ১৭৫৪—১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ । কথিত আছে, তিনি হাজারীদিগের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়াছিলেন । হাজারীগণ তখন চট্টগ্রামে সর্বপ্রধান ক্ষমতাশালী ছিলেন । দশহাজারীর মধ্যে আট জনকে তিনি নানাবিধ স্তোভ বাক্যে ভুলাইয়া সীতাকুণ্ডে লইয়া যান । (সীতাকুণ্ড তখন তাঁহার রাজধানী ছিল ।) তৎপর তিনি তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে চালান দেন । অবশিষ্ট দুই হাজারীর বংশধরগণ এখনও “দোহাজারী” নামক স্থানে বসতি করিতেছেন । ইহার পর মহাসিংহ অনেক জমি লাগেরাজ (নিজর) দান করেন । চট্টগ্রামের অধিকাংশ লগেরাজ জমি তাঁহারই প্রদত্ত । কটকছড়ি খানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে তিনি বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । বড় বেদী দিন হয় নাই, তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । (Cotton's Revenue History of Chittagang) ।

সুপ্রসিদ্ধ হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুরের রচিত “তওয়ারিখী হামিদী” নামক চট্টগ্রামের পারস্ত ইতিহাসে দেখা যায়, দেওয়ান মহাসিংহ চট্টগ্রামের তদানীন্তন নুরের নবাব মীর আফবালের (১৭৪১-৪৩ খ্রীঃ অব্দ) ও নবাব হাছন কুলী খাঁর (১৭৪৩-৫১ খ্রীঃ অব্দ) আমলে তাঁহাদের দেওয়ান ছিলেন । পরে তিনি স্বয়ংই নামেবী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭৫৩-৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম শাসন করেন । তিনি নবাব মহব্বতজঙ্গ আলিবর্দি খাঁর আমলে এক বৎসর, নবাব শিরাজউদ্দৌলার আমলে এক বৎসর এবং নবাব জাফর খাঁর (মীর জাকেরের) আমলে এক বৎসর দশ মাস নামেবী করেন ।

† তিনি সম্ভবতঃ দেওয়ান মহাসিংহের কোন উচ্চপদস্থ কর্ণচাকরী ছিলেন ।

‡ দেবগ্রাম—একটা চাকলার নাম । ঐ নামের কোন গ্রাম এখন নাই । দেবগ্রাম বলিতে পূর্বে ‘আনোয়ারা’ গ্রামকেও বুঝাইত । নবাবী আমল হইতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিন পূর্বে পর্য্যন্ত রাজসরকারে ঐ নাম প্রচলিত ছিল । তৎপরিবর্ত্তে এখন ‘আনোয়ারা’ নাম ব্যবহৃত হইতেছে । রাজদপ্তর হইতে উঠিয়া গেলেও লোকমুখে আজও “ক্ষেআজ্” (“দেবগ্রামের” অপভ্রংশ) নাম প্রচলিত রহিয়াছে । আনোয়ারা খাঁ নামধের জনৈক মুসলমানের নামানুসারে ‘আনোয়ারা’ নামের উৎপত্তি । ‘আনোয়ারা’ বলিতে এখন গ্রাম ও চাকলা

আশ্রয় গোল্ড আশ্রয় সেন ভেষজ্যে বিশ্রাম ।
 বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম ॥
 স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাঙ্গের ।
 বেদের উদ্ভব বৈষ্ণব পঞ্চম প্রবর ॥
 আশ্রয় অত্রি অর্জুন গার্গব * বর্হস্পত্য ।
 স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত ॥
 তথা হইতে আইলা কেহ রাজসলী হইয়া ।
 বাড়বাখা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া ॥
 সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব ।
 তান পুত্র নিধিরাম স্তাগত পারগ ॥
 পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি ।
 তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি ॥
 সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম ।
 সদাএ ভবানী-পদে মনস বিশ্রাম ॥
 দয়ারাম দাস ভরষাজ-কুলমণি ।
 তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থতা আমার জননী ॥
 পতি সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস ।
 তদবধি চিন্তে মোর সদাএ উল্লাস ॥
 রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিল আশা ।
 অতএব মাগে মোরে না হইঅ নৈরাশ ॥

কবির বংশ চট্টগ্রামের স্রবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈষ্ণববংশের মধ্যে
 একতম । অনেক কীর্তিমান পুরুষ আবির্ভূত হইয়া এই বংশের গৌরব বর্দ্ধিত
 করিয়া গিয়াছেন । এখনও এই বংশ কতকটা সম্পন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ।

উক্তই বৃদ্ধাইতে পারে । আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানের স্থাপিত হইলেও আনোয়ারা গ্রামে
 এখন এক ঘর মুসলমানেরও বসতি নাই । পূর্বে এখানে একটা মসজিদ ছিল । তাহা অধুনা
 পট্টয়ার স্থানান্তরিত হইয়াছে ।

* কবির জাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, এ স্থলে 'গার্গব' না হইয়া
 'আদ্রিয়স' হইলেই ঠিক হইত । তাহাদের মধ্যে শেবোক্ত নামই প্রচলিত আছে ।

কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানসে এ স্থলে তাঁহার বংশপত্রিকা প্রদান করিয়া কবির জ্ঞাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়-প্রদত্ত বিবরণী হইতে আমরা তৎসম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

এই বংশ সম্বন্ধে যে সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই, —

“শাকে চৈব বিষদেদবাণচন্দ্রমিতে পুরা।

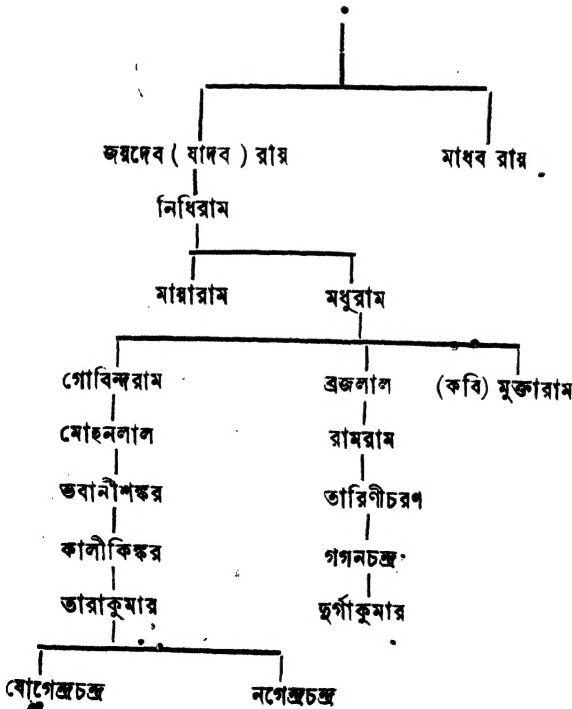
আন্তগোত্রোদ্ভবো পঞ্চপ্রবরো বৈদ্যসত্তমঃ ॥

শ্রীযুক্ত যাদবো রায়ঃ শত্ৰুদর্শনকাম্যয়া।

সার্কিং শ্রীমন্তভত্যোন চট্টলে চন্দ্রশেখরে ॥

যশোহরাং সমায়াতঃ কালিয়াগ্রামতঃ খলু।

আনোয়ারার আগুগোত্র সেন-বংশের বংশপত্রিকা



তদব্রাতা মাধবরায়ন্তুধৈবান্মুপূরোহিতৈঃ ॥

নারা শ্রীলক্ষ্মীকান্তোহসৌ শ্রায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ ।

যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ ॥*

‘এই শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৪০ শকাব্দ, ফাল্গুন মাসে পঞ্চপ্রবরী বৈদ্য-বংশসম্ভূত যাদব রায় আপন সহোদর ভ্রাতা মাধব রায়, কুলপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত শ্রায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্তরাম ভাণ্ডারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে আর্দ্রম বাসস্থান বশোহর জেলার অন্তঃপাতী “কালিয়া” গ্রাম হইতে তীর্থ পর্যাটনোপলক্ষে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডচন্দ্রশেখরে স্বরত্ননাথ দর্শনে সমাগত হইয়াছিলেন ।*

কথিত আছে, সেই সময়ে দেবগ্রাম (বর্তমান আনোয়ারা) নিবাসী রায় রমণচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবলপ্রতাপশালী ব্যক্তিও সপরিবারে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যাদব ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় সম্ভব হইয়াছিল। যাদব রায়কে বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপে গুণে সর্বোৎকৃষ্ট যোগ্য দেখিয়া রমণচাঁদ চৌধুরী তাঁহাকে আপন কন্যা সম্প্রদান করত গৃহজামাতৃরূপে গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। সেই প্রয়াসের ফলে সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তদীয় কন্যা অলকাসুন্দরীর সহিত উদ্ধাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাদব রায় সম্রাটক দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করেন। এখানে রমণচাঁদের ভবিষ্যৎ পূর্বপাড়ে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়।

তথায় কিছু কাল বাসের পর যাদব ও মাধব রায় জানিতে পারেন যে, রমণচাঁদ চৌধুরী বৈদ্যবংশীয় নহেন, কিন্তু কাশ্মীরগোত্রীয় ‘আইচ দাস’ আখ্যাত কায়স্থবংশীয়। ইহাতে মাধব রায় ক্ষোভে ও রাগে একবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং আপন ভ্রাতৃজামা অলকাসুন্দরীকে বিষপ্রয়োগে বধ করিয়া একলা নিশীথে তথায় হইতে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ যথাসময়ে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া এক দিবসের মধ্যেই বহু লোক নিযুক্ত করত তিনি আপনার নিহতী কন্যার নামে এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলেন। এই পুষ্করিণী অন্যান্য ‘আউচের ঝির (কতোর) পুনী’ নামে আখ্যাত।

* এ স্থলে কবির উক্তির সহিত এ সকল কথা মিল নাই। কবির মতে তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজসদ্বী হইয়া রাত হইতে দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করিয়াছিলেন।

ইহার পর রমণচাঁদ চৌধুরী জামাতা যাদব রায়কে পটীয়া থানার অন্তর্গত ভাটখাইন গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কন্দর্প রায় মজুমদারের কন্যা কনকমঞ্জরীকে বিবাহ করান। এই বিবাহের ফলেই কবির পিতামহ নিধি-রামের জন্ম হয়। ইহার এক বৃহৎ ডিঘী বাড়ীর সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়া আজও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আনোয়ারার বর্তমান সেনবংশ ইহারই বংশসম্ভূত।

নিধিরাম দুই বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি পটীয়া থানার অন্তর্গত বরমা গ্রামবাসী বৈশ্বানর-গোত্রীয় সেনবংশজ বিহারীলাল সেনের ভগ্নীকে এবং পরে পট্টকোড়াস্থিত সালঙ্কারনগোত্রীয় কানুনগো-বংশজ রায় রাজবল্লভ কানুনগোর পিসিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম ৪ জন প্রথমা স্ত্রীর ও শেষোক্ত ২ জন দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত বলিয়া কথিত।

নিধিরামের প্রথম পুত্র মায়ার মের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তাঁহার বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রজ্তা নামী একমাত্র কন্যা ছিল। মায়ারামের নামে এক পুষ্করিণী ও জাঙ্গাল আছে। রজ্তা আপন মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ নিধি-রামের ডিঘীর পশ্চিম দিকে এক ডিঘী খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি “রজ্তার মার ডিঘী” নামে পরিচিত।

নিধিরামের ২য় পুত্র মধুরাম সেন পরম ভক্ত সাধু পুরুষ ছিলেন। একটি পুষ্করিণী আজও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি ভরদ্বাজবংশীয় দয়ারাম দাসের ভ্রাতা মাণিক রায়ের কন্যা সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। কবি মুক্তারামের নিজের উক্তিতেই প্রকট, তিনি (মধুরামের স্ত্রী) সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। এই বিধবী রমণী ব্রহ্মগর্ভা ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারাম জন্মলাভ করেন।

প্রাক্তন গোবিন্দরামের পুত্র মোহনলালের নামে এক তরফ আছে। মোহনলালের বংশধর শ্রীমান নগেন্দ্রচন্দ্র সেন এখন বি এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন।

কবি মুক্তারাম সেনের মধ্যমাগ্রজ ব্রজলাল সেন একজন মহাপিঙ্গ পুরুষ ছিলেন। একদা ঈশ্বরদাসের গভীর নিশীথে শবসাধনা করিতে যাইয়া তিনি জীবন হারাইয়াছিলেন। তদীয় জননী স্বপ্নযোগে পুত্রের অবস্থিৎ অপমৃত্যুর কথা

জানিতে পারিয়া শ্রাশানের জলন্ত চিতানলে ঝপ্প প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ চিতাগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। তাঁহার নামেও এক তরফ আছে। তিনি কবিত্বশক্তিসম্পন্নও ছিলেন। তাঁহার রচিত “চণ্ডীমঙ্গল” নামক গ্রন্থের * কয়েকটি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে।

কবি মুক্তারাম সেন আদ্যাশক্তির বরপুত্র ছিলেন বলিয়া লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। লোকে বলে, আদ্যাশক্তিকে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিলিপ্ত ভাবেই সংসারে অবস্থিতি করিতেন। নানা তীর্থপর্যটন ও সাধু-সেবা করাই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম ছিল। তিনি কামিনী-সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া চির-কৌমাৰ্য্য ব্রত অবলম্বন করায় তাঁহার স্ববংশে বাতি দিবার কেহ বর্তমান নাই। অতঃপর এই ‘সারদামঙ্গল’ মাত্র তাঁহার বিলুপ্ত স্মৃতি জাগরুক করিয়া তুলিবে।

কবির জ্ঞাতিবংশীয়দের মধ্যে অনেক ধান্বিক ও দেব-দ্বিজভক্ত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাবলম্বী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও ধর্মভৌক লোক ছিলেন এবং অনেকের নামেই রাজ-সরকারে তরফ সৃষ্ট হইয়াছিল। রাস্তা-ঘাট নিৰ্ম্মাণ ও ডিবা পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কর্ম করাইয়াও অনেকে প্রসিদ্ধি এবং পুণ্য উভয়ই অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ ইংরেজীতে যাদব রায় দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের এ দেশে আগমন ২৯৮ বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-রাজের শাসনাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, মগসর্দার মটুক (বা মুকুট) রায় আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী-সম্রাটের অধীনতা স্বীকারপূর্বক ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নবাব ইসলাম খাঁ মাসহাদৌর হস্তে চট্টগ্রামের শাসনভার সমর্পণ করেন। তৎপূর্বে মোগলগণ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজশক্তি তখন বহুশুল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

* সংপ্রকাশিত “বাল্লা প্রাচীন পুথির বিবরণে” ১৪১ সংখ্যক পুথিতে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কবি মুক্তারাম বাদব রায় হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। প্রতি পুরুষে গড়ে কবির আবির্ভাব- ৩০ বৎসর ধরিলে কবির পূর্ববর্তী তিন পুরুষে আনুমানিক কাল।

২০ বৎসর হয়। এখন আমরা অনুমান করিতে পারি, ১৫৪০ + ২০ = ১৬৩০ শকাব্দ (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্বে বা পরে মুক্তারাম সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে তিনি ২০৮ বৎসর পূর্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়।

“সারদামঙ্গল”র দুই স্থলে উহার রচনা-কালজ্ঞাপক একটা পদ আছে। সেই পদটি এই,—

গ্রন্থের রচনাকাল। “গ্রন্থ ঋতু কাল শলী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী ॥”

ইহা দ্বারা জানা যায়, ১৬৬২ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে “সারদামঙ্গল” বিরচিত হয়।* গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া কবি দেওয়ান মহাসিংহ চট্টগ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, মহাসিংহ ১৭৪১—৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের দেওয়ান ও ১৭৫৩—৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার নায়ীবৌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা কবির জন্মকাল ১৬৩০ শকাব্দ (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া অনুমান করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বলিতে হইবে, গ্রন্থরচনার সময় কবির বয়স ৩২ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

গ্রন্থের তিন স্থানে নিম্নোক্ত তিনটি ভণিতায় “হরিলাল” নামক অপর এক কবির নাম পাওয়া যাইতেছে,—

- (১) কালীপদ-নথ-চন্দ্র যুগল সমায়ে।
- কবি হরিলাল কে? হরিলাল মুক্তারাম নাম রাখ মায়ে ॥ ৫৭৭ পদ।
- (২) গ্রামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।

* এ স্থলে ‘কাল’ শব্দের মান ৩ বা ৪ ধরিলে ১৩৬২ বা ১৪৬২ শকাব্দ পাওয়া যায় এবং তাহা হইলে গ্রন্থের রচনা-কালও ৪৬২ বা ৩৬২ বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু সেরূপ করিতে গেলে কবির বংশ-তালিকা দৃষ্টে যে সময় অনুমান করা যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া পড়ে। সুতরাং এ স্থলে ‘কাল’ শব্দের ঐ মান নির্দেশ করা যায় না। এ জন্ত উহার মান ৩ ধরিয়া গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৬২ শকাব্দ বলিয়া অবধারণিত করা গেল।

তছু পদধূলি মাগে সেন হরিলালে ॥—৫৯০ পদ ।

(৩) তবে তুচ্ছ আশ্রয় সবেক বিহর বিভাগে ।

ভবে নিত্য চিত্তস্থ হরিলালে গাবে ॥—৬০২ পদ ।

কবির বংশ-তালিকায় হরিলাল নামক কোন ব্যক্তির নাম দেখা যায় না । সুতরাং তাহা দ্বারা মুক্তারাম ও হরিলালের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের উপায় নাই । কবির বংশধরগণের মধ্যেও এ বিষয়ে কেহ কিছু বলিতে পারেন ন্য । মুক্তারামের অপর নাম হরিলাল ছিল বলিয়াও জানা যাইতেছে না । পুথিখানি বরমানিবাসী রাধামোহন সেনের হস্ত-লিখিত । তাঁহা দ্বারা এই নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ করিবারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । অগত্যা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির স্বভাব-স্বলভ এই দুর্ভেদ্য রহস্য-জাল-ভেদে এ স্থলে অক্ষমতা স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না ।

বর্তমান কাল পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে মাধবাচার্য্যের ‘জাগরণ’ (চণ্ডীকাব্য) খুবই প্রচলিত । কবিকঙ্কণ-রচিত চণ্ডীকাব্য এ দেশে একবারে অজ্ঞাত বলিলেও অতুল্য হইবে না । শিক্তি লোকে ভিন্ন অপরে তাহার নামও জানেন কি না, সন্দেহ ।

রচনার ইহাতে মনে হয়, এ দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কখনও হয় নাই । মৌলিকতা । পুষ্কান্তের মাধবাচার্য্যের ‘জাগরণ’-এ প্রতিষ্ঠা কখন হইতে হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব । তা যে কাল হইতেই হউক না কেন, মুক্তারাম সেন তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময় মাধবের বা কবিকঙ্কণের রচিত গ্রন্থের কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ বা নিদর্শন ‘সারদামঙ্গলে’ পাওয়া যায় না । আগেই বলিয়াছি, চণ্ডীর উপাখ্যান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালার প্রচলিত ছিল । সেরূপ কোন আখ্যান অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য ও বলরাম আপনাদের গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের কাব্যগুলি বিস্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ ; পুষ্কান্তের মুক্তারামের গ্রন্থখানি আদিম যুগের রচনার স্থায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে গঠিত । এ জন্য আমাদের মনে হয়, কবি মুক্তারামও তৎকালপ্রচলিত আখ্যানকে মূল করিয়া স্বাধীন ভাবেই তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এই কারণে তিনিও কতকটা মৌলিকত্বের দাবি করিতে স্মরণতঃ অধিকারী ।

“সারদা-মঙ্গল” মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের গ্রন্থের পরবর্ত্তী কালের রচনা।

উক্ত কবিকঙ্কণের গ্রন্থগুলি যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ-সমালোচনা।

চক্ষে ইহার সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইবে কি না, সন্দেহ। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যগুলির কথা বিশ্বত হইয়া ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিবেন, ইহা একেবারে অস্বন্দর নহে।

এই পুথির ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। হুই একটি স্থানের অর্থবোধে কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্তু প্রতিলিপিকারকই প্রধানতঃ দায়ী। ইহাতে বিশেষ প্রাচীন বা অপ্রচলিত গ্রন্থের ভাষা।

দ্রুত শব্দাদির প্রয়োগ বড় বেশী নাই। যে সকল শব্দ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ পরিশিষ্ট-ভাগে তাহাদের অর্থাদি প্রদত্ত হইল। এ স্থলে হুংখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুথিখানি মধ্যে কতকটা খণ্ডিত হইয়া যাওয়ার রসবোধের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

উপসংহারে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি, আমার স্নেহান্দ ছাত্র আনোয়ারা-বাসী শ্রীমান সারদাচরণ চৌধুরী পুথির পাণ্ডুলিপি দুইখানি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার আজ এই পুথি সাধারণ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমি মাননীয় দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” হইতে কতকটা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। কবি মুক্তারামের জ্ঞাতি-বংশীয় শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহাদের বংশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কাগসাগরে নিমজ্জমান এই পুথির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এ জন্ত পরিষৎকে শতযুগে ধন্যবাদ দিতে হয়।

চট্টগ্রাম।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৩।

আবদুল করিম।



সারদা-মঙ্গল

বা.

অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী



এক দস্ত মহাকার যোগাসন সদাএ
চারি ভুজ গজেন্দ্রবদন ।

* *

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ অতিশয় সর্ব রঙ্গ
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে ।

ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে মত্ত হইয়া মধু তরে
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে ॥

ঘটেতে আসিয়া বিদ্র সব নাশিয়া
কৃপা কর নাগকের প্রতি ।

মৃষিক বাহনে জেবা মহিমা জানিবে কেবা
মুক্তারাম সেনের প্রশতি ॥

লাচাড়ি ।

একাগ্ৰ ছিল ক্রিতি না' আছিল দিবারাজি
ইচ্ছা কৈল ব্রহ্মা নিরঞ্জন ।

প্রকৃতি পুরুষ অংশে কৈল করে হই হংসে
এড়ে ডিঘ সুবর্ণবরণ ॥

কারণ্য জলেতে অণু ভাসি হইল তিন খণ্ড
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল রচিয়া ।
 'ভাবি প্রভু সত্ত্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
 নিজ অংশে রাখে নিরমিয়া * ॥
 * * *
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণে ।
 প্রকুর ইঙ্গিত পাইয়া তিন গুণে বিভজিয়া
 সৃষ্টি কর্ম করন্ত আপনে ॥
 রজগুণে সৃজে জখ সত্ত্বগুণে পালে তখ
 তমগুণে সংহারে লীলায়ে ।
 ভরসা ভবানী নাম কহে সেন মুক্তারাম
 জখ ইতি জীখরের ইচ্ছাএ ॥

রাগ মায়ূর ।

ঘটে আইস তুরা গুণ গাই ।
 সকল অভীষ্ট স্থান বেদে কহে পরিমাণ
 কমল আসনে রস পাই ॥
 সনয় হও একবার সঙ্গে সহ পরিবার
 স্বগুণে বিলম্ব না জুরাএ ।
 বরণ কলপ শাখা পল্লব অমিয়া মাখা
 সেবক আসরে সমুদারে ॥
 তুমি আভা নারায়ণী নারায়ণ পরায়ণী
 তুরা অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ ।
 গৌরী জঙ্ঘুতা সতী রাধা লক্ষ্মী সন্নবতী
 সৃষ্টি কর্ম দেখি মাত্র ভিন্ন ॥

অষ্টমঙ্গলার চতুস্ত্রহরী পাঁচালী

করপুটে কহি শুন কেহ পুন নহে উন
কেবল বিমল আরাধনে ।
ধেনে গৌর ধেনে শ্রাম আমন্ত্রিছে মুক্তারাম
মানস-রতন-সিংহাসনে ॥

রাগ সঙ্গীত ভাঙ্গা

ঘোষা ।

তেহি জাতা তা দেবি জয় দেবি দাতা ।^১
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা ॥ ধূয়া ॥
আদি শক্তি দুর্গা ভাবিএ^২ বিষয়ে ।
জার শ্রুণ গাএ বেদ আগম নিগমে ॥
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্শ্বতী ।
জে করে তোমারে পূজা খণ্ডাও দুর্গতি ॥
শুন শুন সর্ব লোক সারদামঙ্গল ।
একচিত্ত হইয়া শুন না হইয় চঞ্চল ॥
অষ্টমঙ্গলার ত্রৈলোক্য কহি আদি সূত্র ।
বর পাইল মঙ্গল নামে অমুরের পুত্র ॥
অমরবিজয়ী হইয়া রাজছত্র ধরে^৩ ।
পত্নী হরে দেবরাজ পরাভব করে^৩ ॥
দেবীগণে কান্দে ইন্দ্র হইয়া ভয়াতুর ।
লীলাএ বধিলা মাতা মঙ্গল অমুর ॥
হেনহি মঙ্গলচণ্ডী খেয়াতি বিস্তার ।
প্রথমে পূজিল ইন্দ্র পাইয়া নিস্তার ॥

১৫

১। তেহি জাতা জাতা দেবি জয়দাতা—২য় পুঁথি ।
২। “ভাবিএ” স্থলে “স্মরিয়ে”— ৩।
৩। মুনিপত্নী হরে দেব পরাভব করে— ৩।

ভগ্নাকুল হইল ইন্দ্র হরি গুরুজারা^১ ।
 দেবীর প্রসাদে পাইল সহস্রাঙ্ক কারা ॥ ২০
 পঞ্চ কন্তা দিয়া পূজে অমৃত অগ্নিরা^২ ।
 আনন্দে রহিলা শত্রু সারদা তর্পিরা ॥
 কংস নদীতটে আশ্র পূজিল রাজাএ ।
 সাক্ষাত হইয়া বর দিলেন মহামাএ ॥
 বন হোতে পশুগণ পালিলা দ্বিতীয়ে^৩ ।
 ধন পাইয়া কালকেতু পালিলা তৃতীয়ে^৪ ॥
 ছাগল হারাইয়া হুংখ পাইয়া প্রচুর ।
 চতুর্থে খুলনাএ পূজি হুংখ গেল দূর ॥
 মকরাএ ভয় পাইয়া সাধু ত্রিযপতি ।
 ত্রাণ পাইয়া পঞ্চমেত পূজে ভগবতী ॥ ২৫
 মশানে ষষ্ঠেত কৈল মানসিক পূজা ।
 রাখিলা জীবন তার দেবী দশভুজা ॥
 রাজাএ দেখিল রক্তে অরবিন্দ বন ।
 পূজা কৈলা সপ্তমে জিয়াইল সৈন্তগণ ॥
 পিরীতি পূর্বকে রাজা কৈল কন্তাদান^৫ ।
 পিতা পুত্র চৌদ্ধ ভিন্না দেশেতে পয়ান ॥
 ব্যাধি খণ্ডাইলা সাধুর অষ্টম অর্চনে ।
 কৈলায়ে করাইলা বাস লইয়া ছয় জনে ॥
 জেই জনে শুনে অষ্টমঙ্গলার গীত ।
 ব্যাধি জনের ব্যাধি খণ্ডে পুরে মনোরিত ॥ ৩০

- ১। ভগ্নাকুল হইল ইন্দ্র হরি গুরুজারা—২য় পুথি ।
 আদর্শ পুথিতে ‘গুরুজারা’ স্থলে ‘ইন্দ্রজারা’ লিখিত আছে ।
 ২। “অগ্নিরা” স্থলে “অচিরা”— ঐ ।
 ৩। ভয় হোতে পশুগণ পালিলা দ্বিতীয়ে— ঐ ।
 ৪। ধন পাইয়া কালকেতু তৃতীয়ে অর্চয়ে—ঐ ।
 ৫। “কৈল কন্তাদান” স্থলে “কন্তা কৈল দান”—ঐ ।

জথা তথা জ্ঞাপ করি খণ্ডাও অজ্ঞান ।
 তুয়া পদে নারকেরে করাও সং জ্ঞান' ॥
 পণ্ড হেতু কালকেতু ধনরাশি লভে ।
 ভাবে যুক্তারামে কবে তাপ নাশ হবে ॥
 গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি ।
 যুক্তারাম সেনে ভ্রমে ভাবিআ ভবানী ॥

ঘোষা ।

অভীষ্ট পুরাও অষ্টমঙ্গলা জননি ।
 তোমার চরণ বন্দোন্ম লোটাইআ অবনী ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ॥
 অতি পূর্বে বন্দোন্ম আদি নিরঞ্জন সার ।
 সম্ব রজ তম তিন স্মরণ জাহার ॥ ৩৫
 গুটাঞ্জলি হইয়া বন্দোন্ম হরিহর দাতা (দাতা ?) ।
 তিন গুণে তিন শক্তি স্মরণ (স্মরণ ?) মোক্ষ দাতা (দাতা ?) ॥
 দশ অবতার বন্দোন্ম ক্রিতির পালনে ।
 মৎস্ত কুর্শ বরাহ দেহ হইলা আপনে ॥
 নারসিংহ বামন জিহদ অবতার' ।
 ক্ষেত্রির নিধনে জমদগ্নির কুমার ॥
 দশানন বধ লাগি রাম দাশরথি ।
 নিবধ যারিআ তুমি ভুসিলা রেবতী ॥
 সংসার মোহিতে বৌদ্ধ কঙ্কি রূপসিয়া (রূপ হৈয়া ?) ।
 গুরুগণ সিদ্ধাগণ পদে প্রণমিয়া ॥ ৪০

প্রণমোহ সাবিত্রী কমলা বিকুজারা ।
 গণেশ-জননী বন্দোন্ম দোমাক্ষিত কাঁজা ॥
 দিক্‌পাল আদি বন্দো বন্দো দিনপতি ।
 ধবল-বরণী বন্দো দেবী সরস্বতী ॥
 মোর কণ্ঠে করহ বসতি অবতার ।
 জড়স্থ নাশিআ পদ করাও সঞ্চার ॥
 সুরেশ্বরী-চরণেত মোর পরিহার ।
 বিকু-প্রেমানন্দ-রসে জনম জাহার ॥
 চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোন্ম পশ্চিমে সাগর ।
 বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর ॥ ৪৫
 এক দণ্ডের (কুণ্ডের ?) জল জ্বলি আছে সমর্পিতে ।
 হ্রুত জনের অঙ্গ-কলুব দহিতে ॥
 তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর ।
 চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥
 অথ অথ তীর্থ তাতে সীমা নাহি আর ।
 তথ তথ একবারে কৈলুম নমস্কার ॥
 মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী ।
 সিংহ সম রণে দ্বিবিগণ প্রতিকারী ॥
 ধার্মিক শরীর হানে অকাতর নাম ।
 তেনমতি প্রতি জৈজ্ঞ (?) লালা নন্দরাম ॥ ৫০
 চাটীগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোন্ম নিজ গ্রাম ।
 বন্দহ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম ॥
 আশু গোকুল আশু সেন তেজজে বিশ্রাম ।
 বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম ॥
 স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাপর ।
 বেদের উত্তর বৈষ্ণব পঞ্চম প্রবর ॥
 আশু অত্রি অর্জুন গার্গব বার্ষ্পত্য ।
 স্বকীয় বিজ্ঞাতে পর উপকারী চিত্ত ॥

অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী

৭

তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া ।
 বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া ॥ ৫৫
 সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব ।
 তান পুত্র নিধিরাম ভাগত পারগ ॥
 পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি ।
 তিন পুত্র লৈয়া কৈল দেআঞ্জে বসতি ॥
 সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম ।
 সদাএ ভবানীপদে মানস বিশ্রাম ॥
 দরারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি ।
 তান জ্যেষ্ঠ জাতমুতা আমার জননী ॥
 পত্নী (পতি ?) সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস ।
 তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস ॥
 রচিতে ভবানীপুণ মনে ছিল আশা ।
 অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশা ॥
 তীর্থ আদি বন্দীয়া গুরুর বন্দন পাএ ।
 জনক-জননী বন্দোন্ম লোটাইয়া ধূলাএ ॥
 দেবীর চরণে মোর সহস্র প্রণতি ।
 রাগভঙ্গ তালভঙ্গ না হইয় সম্প্রতি ॥
 গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুখা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাবে ॥

রাগ ভুড়ি বসন্ত ॥ চৌতালি ।

সুর-নদীধারা বহে হিমাচল পুরে ।
 সেই তটে তপ করে মঙ্গল অশুরে ॥ ৫৬
 কটু কটু সমান পবন মঙ্গলগতি ।
 নিশি দিশি তপ করে নাই অন্তমতি ॥

সারদা-মঙ্গল বা

কঠোর তপস্তা দেখি দাদশ বৎসর ।
 বর দিতে সদাশিব হইলা গোচর ॥
 সেবকবৎসল শিবে বলিলা বচন ।
 সকলি পাইবে কহ নিজ প্রয়োজন ॥
 মঙ্গল অঙ্গুরে বোলে শুন মহাদেবা ।
 ইন্দ্রপদ লাগি তুআ করিতেছি সেবা ॥
 ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিখণ্ডে জগৎ পুরুষ পদ্ধতি ।
 সমরে সামর্থ্য না হউক আমার সংগতি ॥
 এবমস্ত বলি দেব কৈলাসেতে জাএ ।
 শুনিয়া অমরগণে চৌদিগে পলাএ ॥
 স্ত্রীমেক পর্কতে দৈত্য করিলা গমন ।
 অমর নগরে কৈলা দেব আমন্ত্রণ ॥
 গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

৭০

ঘোষা ।

অহে শিব, সত্ত্বরে হয়ে ।
 শিব শিব স্মর মনে জে হয়ে সো হয়ে ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 সাবধান হৈয়া লোক শুন যে বচন ।
 চণ্ডিকা ব্রহ্মের আদি স্ত্রী বিবরণ ॥
 মঙ্গল অঙ্গুরে যদি ইন্দ্র পাইল ।
 যুদ্ধে হারি স্ত্রীপতি সত্ত্বরে খাইল ॥
 ব্রহ্মাকে কহিল ইন্দ্র জগৎ বিবরণ ।

৭৫

শিবপুরে ব্রহ্মা ইন্দ্র করিল গমন ॥
 শিবেরে কহন্তি দেব কাঙ্ক্ষতি করিয়া ।
 অম্বরেরে দিলা রাজ্য আবারে না দিআ ॥
 নানা মতে দুর্গতি করএ দেবতারে ।
 মনিস্তের ভেসে পলাই নামিল সংসারে ॥
 অম্বর বধিআ প্রভু ঘুচাও জঞ্জাল ।
 শিবে বোলেন জাও দেব কৈলাসে তৎকাল ॥ ৮০
 তা শুনিআ দেবগণ চলেন শীঘ্রগতি ।
 দুর্গার চরণে পড়ি করন্তি মিনতি ॥
 অমর স্তবনে দেবী প্রসন্ন হইলা ।
 অম্বর বধিতে দেবী তখনে সাজিলা ॥
 ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আদি কুমারী উরিলা ।
 বারাহী চামুণ্ডা মাতা চৌধকার পুরিলা ॥
 মাহেশ্বরী আদি চলে কিনি কিনি রাও ।
 ভণে মুক্তারাম সেনে রণে রোষে মাও ॥

ঘোষা ।

গীত ধর্ম ছন্দ ।

জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি বাজত হে ।

বলকত অভরণ

চর্মকিত চন্দন

চম্পক উরসে জেত হে ॥

৮৫

আদি শক্তি ইত্যাদি ।

দুর্গার কটক সাজে দাঁনবনিকর ।

বেড়িল অম্বরপুরী স্নেহকলিধর ॥

চোকিআল বাক্য রাজা না ক'রি বিচার ।

সৈন্তগণ লৈআ সাজে বৃদ্ধ করিবার ॥

বিচিত্র বিমানে রাজা করি আরোহণ ।

অস্ত্রে অস্ত্রে ছই সৈন্তে হইল ঘোর রণ ॥

জল হানি ব্রহ্মাণীএ করেন ভস্মকার ।
 নখদন্তে নারসিংহে করন্তি বিদার ॥
 বারাহী দশনে হানে মাহেশ্বরী শূল ।
 চক্র হানি ব্রহ্মাণীএ করন্তি নির্মূল ॥ ২০
 তাহা দেখি মঙ্গল দৈত্য ধাএ ক্রোধমতি ।
 তার সঙ্গে জুঝেন আপনে ভগবতী ॥
 গদাযুদ্ধে আছিল পৃথিবী টলমল ।
 দেবী-খড়্গে মুণ্ড কাটি পড়ে ভূমিতল ॥
 দগুজমঙ্গল পড়ে দেব হরসিত ।
 মঙ্গলচণ্ডিকা নাম হইল ঘোষিত ॥
 দেবী পূজা করে শত্রু নানা উপহারে ।
 প্রসন্ন হইআ মাতা সদয় তাহারে ॥
 যদিবা সঙ্কট দেখে স্মরিত তখন ।
 এ বলিআ কৈলাসেতে তুর্গার গমন ॥ ২৫
 গৌরী-পদনখ-চক্র-সুখা অভিলাষে ॥
 ঢকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

নিশ্চয়ে তুরগানাম শমন-ঔষধি ।
 নিশি দিশি একবার মনে জপ যদি ॥
 আদি শরীতি ততাদি ।
 এক দিন চুঃখ চিন ঘটে দেবরাজে ।
 ঐরাবতে নগরেত ফিরএ বিরাজে ॥
 গুরুজায়া অতিশয়া সুন্দরী যুবতী ।
 মুনিবেশে দেবে আসি ভূঞ্জএ ছুরতি ॥
 ধ্যান করে মুনিবরে জানিলা সত্ত্বর ।
 স্বরমাণে সেইখানে হইলা গোচর ॥ ১০০
 লাজমতি সুরপতি পলাইআ জাএ ।
 কোপে জলে মুনি বোলে ভগ হউক গাএ ॥

দেখি অজ ছাড়ি সজ চলে হুগী আই ।
 কোন মতে ভগ হোতে অব্যাহতি পাই ॥
 বোলে মাএ দেবরাএ না কর ক্রন্দন ।
 মূনির শাপ মহাপাপ না জাএ খণ্ডন ॥
 ভগচিহ্ন হইআ ভিন্ন হউক সহস্রাব্দ ।
 ভগ ঢাকি হএ আখি রহে পুনি সাক্ষি ॥
 দেবী পূজে সুররাজে ভকতি করিআ ।
 ক্রপে ধত্মা পঞ্চ কত্মা দিলেন আনিআ ॥ ১০৫
 কত্মাগণে জোগাএ তানে অমিআ কোটোরা ।
 জপি নাম মুক্তারাম হট (হও) না ভ্রমরা ॥

রাগ বড়ারি । চৌতালি ।

দেবী বোলে পঞ্চ কত্মা সুবতী সুবতী ধত্মা
 বোল রামা পুছি তোমা কাজে ।
 যুক্তি-বাক্য কহ মোতে পূজা লইতে নর হোতে
 কোন মতে ঘটে এই কাজে ॥
 জখ দেখে চরাচর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর
 দেব আদি সৃজন আমার ।
 মর্ত্তে পূজে দেবতারে নহি পূজে আমারে
 বোল ধনি যুকতি তাহার ॥
 আমা পূজে জেই জন যমের নাহি পরোজন
 জেই চাহে সেই বর পাএ ।
 পঞ্চ কত্মা বোলে গো মা কলিঙ্গে পূজিব তোমা
 দেবীপদে মুক্তারামে গাএ ॥

পআর ।

ঘোষা ।

মহামারের মহিমা অপার ।

তুমি সে তোমায়ে জান কে জানিব আর ॥ ধূম্বা ॥ ১১০

আদি শক্তি ইত্যাদি ।

তরাএ বোলেন মাএ বিশ্বকর্মার তরে ।

নদীতটে গঠ মঠ কলিঙ্গ নগরে ॥

কর্মিকগণ লইলা (লইআ ?) সনে বিসাইর গমন ।

কংস নদী কৈল যদি মঠের পত্তন ॥

রূপা আর হীরা দ্বার কাঞ্চনের চাল ।

রত্ন ময় অতিশয় নির্মাইছে ভাল ॥

দেবী স্থানে তুরমাণে কহে বিবরণ ।

কেশরী বিমানে চড়ি দেবীর গমন ॥

মঠে গিয়া আলোকিআ দেবী স্থানে জাএ ।

শিররেত নূপরে ত স্বপ্ন কহে মাএ ॥ ১১৫

দেখি রজী নানা ভঙ্গি মুদিত নআনে ।

* * * *

ক্ষেণে কালী নাচে ভালি বিস্তার রসনা ।

হুঙ্কার এ অতিশয় বিকটদশনা ॥

কন ভাল ক্রিতিপাল তোমায়ে বুঝাই ।

কংসনদী পূজ যদি হইমু বরদাই ॥

গৌরী-পদনথ-চন্দ্র-সুধা অভিলীষে ।

চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাবে ॥

খর্ব্ব চন্দ ।

মাতা ভকতবৎসলা ।

সেবকসদয় মাতা অখিল মণ্ডলা ॥ ধূম্বা ॥ ১২০

আদি শক্তি ইত্যাদি ।

দেখি স্বপ্ন নিত্রা ভজ রাজার আতর ।

টঙ্কী মাঝে মহারাজে করিছে প্রসঙ্গ ॥

শুন শুন পাত্রগণ সর্ব বিবরণ ।

স্বপ্ন কহে মহামাএ করিতে পূজন ॥

পোর জনে দ্বিজগণে বোলে মহারাজ ।

নদীতটে পুঙ্ক মঠে সিদ্ধি হবে কাজ ॥

তদন্তরে নৃপবরে লইআ সম্ভার ।

নদীকূলে নানা কূলে সুগন্ধি অপার ॥

দেবী-পাএ নৃপএ করিয়া ত পূজা ।

দেখি লীলা বর দিলা দেবী দশভুজা ॥ ১২৫

বর লভি বহুতর করিলা প্রণাম ।

নিজ স্থানে দেবী চলে ভণে মুক্তারাম ॥

—:—:—

ঘোষা ।

অএ শিব সমু রে হএ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবভূগী অভেদ নিশ্চএ ॥

আদি শক্তি ইত্যাদি ।

জ্ঞানবৃত্ত ইন্দ্রসুত নীলাধর নাম । • •

আচম্বিত উপস্থিত লোমস আশ্রম ॥

মুনি তরে নীলাধরে পুছিলা উত্তর ।

ত্রিভুবনে মৃত্যু জিনে কে আছে অমর ॥

মুনি বোলে মৃত্যু জিনে যোগবলে হরে ।

ধ্যানময় মৃত্যুঞ্জয় ছেন নাম ধরে ॥ ১৩০

তাহা শুনি যানে উঠি আএ কৈলাসএ ।

• জ্ঞানলাভে শিষ্য ভাবে কল্পে পরিচএ (পরিচয়ে) ॥

শিবের কাজের মাঝে পুষ্প তোলে নিতি ।

এক দিন ছুঃখচিন হইল কুরীতি ॥
 পুষ্প তোলে দোষি ভোলে ব্যাধের মৃগরা ।
 বেলা অতিশয় মতি চঞ্চল সজরা ॥
 পূজাকালে বিবদলে কণ্টক আনিল ।
 কোপমতি নীলা প্রতি শঙ্করে শাপিল ॥
 ব্যাধ লাগি শাপভাগী হইল ছুঃমতি ।
 ব্যাধঘরে মর্ত্যপুরে জাও রে সম্প্রতি ॥ ১৩৫
 গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

জয় পশুপতি মিমতি শুন অতি কাজে ।
 ধরলীতে জনমিয়া তুয়া পদ না ভজিয়া
 অপরে কি হবে জানি শমন-সমাজে ॥ ধূয়া ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 নীলা বোলে দোষ ছলে মোর হইল শাপ ।
 বোল শঙ্কর কথ অন্ধে খণ্ডিবেক পাপ ॥
 শিব উক্ত পাপ মুক্ত দ্বাদশ বরিষে ।
 জানি মর্ষ ভবে জন্ম অগ্নি পুরবেশে ॥
 সঙ্গে কারা দহুজায়া^১ তবে বিসর্জিল ।
 শাপমতি কর্মগতি সংসারে মর্জিল^২ ॥ ১৪০
 দেহ ভঙ্গে অবলম্বে^৩ যথা শশিভানু ।

১। “সঙ্গে কারা দহুজায়া” হলে “সঙ্গে জায়া দহুকারা”—২য় পুথি ।

২। “মর্জিল” হলে “জর্জিল”— ঙ্র ।

৩। “অবলম্বে” হলে “অবিলম্বে”— ঙ্র ।

শস্ত্র জোগে^১ পিতৃভোগে^২ ঠেকে পরমাণু ॥
 যোনিপদ্মে কৰ্ম্মবন্ধে রেত রক্তে কারা ॥
 গৰ্ভ হোতে ভূমি ছুইতে আবরিল মারা ॥
 বন্ধে জেই ছোড়াএ সেই কহে জ্ঞানী জনে^৩ ॥
 মধুরামহুত নাম^৪ মুক্তারামে ভণে ॥

ঘোষা ।

মহামাএর মহিমা অপার ।
 তুমি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥ ধুরা ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 ধৰ্ম্মকেতু ঘরে কালকেতু হইল জন্ম ।
 পশু বধি মাংস বেচে ভোগে নিজ কৰ্ম্ম ॥ ১৪৫
 পুণ্ড্রকেতুর হুঁহিতা ফুল্লরা নাম ধরে ।
 তানে বিহা কৈল কালকেতু বীরবরে^৫ ॥
 সহমৃত্যু হইল^৬ তার জনক জননী ।
 নিত্য নিত্য পশু বনে বধে ব্যাধমণি^৭ ॥
 এই মতে কথ কাল যদি নির্ঝহিল^৮ ॥
 পশুগণে দুর্গা স্থানে কান্দিয়া কহিল^৯ ॥

-
- | | |
|---|------------|
| ১। “শস্ত্র জোগে” হলে “দিব্য জোগে”— | ২য় পুথি । |
| ২। “জ্ঞানী জনে” হলে “জ্ঞানিগণে”— | ঐ । |
| ৩। “মধুরাম হুত নাম” হলে “মধুরাম দেন হুত”— | ঐ । |
| ৪। “বীরবরে” হলে “মহাবীরে”— | ঐ । |
| ৫। “হইল” হলে “গেল”— | ঐ । |
| ৬। “ব্যাধমণি” হলে “বীরমণি”— | ঐ । |
| ৭। “কহিল” হলে “বলিল”— | ঐ । |

ভিত্তিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে ।
 পুত্র দারা এক স্থানে রহিতে নারি ঘরে ॥
 বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন ।
 তোর^১ হেতু কালকেতু লভিবেক ধন ॥ ১৫০
 সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে ।
 তার ঠাই আমি জাই না করিয় ভয়ে ॥
 তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা ।
 অরণ্যের পহু মুখে^২ আশুছি রহিলা ॥
 সেই দিন কালকেতু চলিয়াছে বন ।
 সুবর্ণ গোধিকা পছে হৈল দরশন^৩ ॥
 গোধিকা দক্ষিণে করি কাননেতে জাএ ।
 পর্যাটিকা মুগ না পাএ দেবীর মায়াএ ॥
 দেখিতে দেখিতে মুগ নহি আলোকিল ।
 গণ্ডি শর লৈয়া ঘরে কান্দিয়া চলিল ॥ ১৫৫
 গোধিকা দেখিয়া বীর কহে কোপমনে ।
 'তোমা দেখি পশু এক না পাইলুম কাননে'^৪ ॥
 ভোজন সামগ্রী মোর বিধাতা মিলাএ ।
 এ বলি বন্ধন দিল হাতে আর গলাএ ॥
 বাঙ্কিয়া পেলাইল নিআ ভাঙ্গা ঘরের কোণে ।
 ফুলরাশে ফহে বীর তুরিত^৫ গমনে ॥
 এথাএ মাই বরদাই সুন্দরী হইলা ।
 পদ্মাসনে সুখমনে গৃহেতে রহিলা ॥

১। "তোর" স্থলে "তোয়ার"— ২য় পুথি ।

২। "পহু মুখে" স্থলে "পহু মুখী"— ঐ ।

৩। ... বনে । সুবর্ণ...সনে হইল দরশনে ॥ — ঐ ।

৪। "পাইলুম কাননে" স্থলে "পাইলু বনে"— ঐ ।

৫। "তুরিত" স্থলে "দুরিত"— ঐ ।

পত্নী স্থানে বীরবরে করিছে^১ প্রস্তাপ ।
 শুন শ্রিয়া ঘরে গিয়া রাক্ষ গুহীসাপ ॥ ১৬০
 এখ শুনি রামা পুনি চলে অস্তে বেস্তে ।
 অত্র বাড়ী হোতে নারী বটি লৈয়া হস্তে ॥
 স্বরমাণে দ্বারখান কৈল একু ধারে ।
 দেখে রামা একু রামা গৃহের মাঝারে^২ ॥
 ফুল্লরাএ বোলে^৩ তাহে কি লাগিয়া এথা ।
 বীরের ঠাই অর্থ নাই তুমি আইলা ত্রেথা ॥
 নহো দুঃখী ইন্দুসুখী আমার বচনে ।
 জাও জথা স্তম্ভ তথা দেখ নিজ মনে^৪ ॥
 নহে জান বীরের স্থানে অগ্নে হৈবা ছন্ন ।
 অলঙ্কার ছারখার বিকৃত বিবর্ণ ॥ ১৬৫
 দুঃখ মোর দেখি তোর যদি পাতিয়া এ^৫ ।
 মাংসগন্ধে হেন ছন্দে রহিতে না জুয়াএ ॥
 তদন্তরে জাএ লড়ে ফুল্লরা ব্যাধিনী ।
 তর্জন গর্জন করে জথাএ বীরমণি ॥
 সুবতী সঙ্গতি^৬ বীর গৃহে উপনিতি ।
 দেখি মাত্র বীব গাত্র অতিশয় ভীতি ॥
 গণ্ডি শর লৈয়া বীর পুছে তুমি কে ।
 রাক্ষসী মানুষী কিবা পরিচয় দে ॥
 চিনিবারে দেখাএ তারে নিজ দশ কর ।

১। “করিছে” স্থলে “কহিছে”— ২য় পুথি ।

২। একু ধারে ।

দেখয়ে জে এক রামা গৃহের মাঝার ॥— ঐ ।

৩। “বোলে” “হলে” “পুছে”— ঐ ।

৪। এই চরণটি সম্ভবতঃ “জাও তথা স্তম্ভ জথা দেখ নিজ মনে” এইরূপ হইবে ।

৫। “পাতিয়াএ” স্থলে “প্রতীত জাগ্রে”— ২য় পুথি ।

৬। “সঙ্গতি” স্থলে “সহিতে”— ঐ ।

মনিস্ত শরীর বীর আর পায়ে ডর^১ ॥ ১৭০

ডর নাই মহামায়ে হাসিয়া বলিছে ।

সেই হাসি কথ রসি^২ অমিয়া ঝরিছে ॥

হরজীয়া মহামায়া জানহ আমারে ।

ধন লও স্থির হও বলিএ তোমায়ে ॥

চিনি বীর বুদ্ধি স্থির রোমাঞ্চিত কায় ।

পাএ পড়ি স্তব করে মুক্তারামে গাএ ॥

মালসী ।

রাগ ধানশী ।

মাএ বোল কিসে মরি মা, তুষ্টি হেন দয়াময়ী জবে ।

রূপ হেন সুধাধাম

অকিঞ্চন প্রিয় কাম

জানিবাম কথ দয়া হবে ॥

কর-পদ্মাসুজ ভালে

নথ সারি শশি মনে (১)

অক্ষিত অমিয়া দরবে ।

লভি কেহো লীন পাএ

কেহ বা অমর কার^৩

ইচ্ছেরু বিষয় গরবে ॥

১৭৫

আরতি পুরএ মনে

বিমল চরণ ধনে

যদি সে অদৃশ না করবে ।

তিল আধ ক্রিপা^{১১} দিঠে

শমন দমন মিটে

মরণে না মরি এই তবে ॥

১। "আর পায়ে ডর" স্থলে "তাতে পাইল ডর"—২য় পুথি ।

২। "রসি" স্থলে "রাশি"—

ঐ ।

রসি বা রসী—রসযুক্ত ।

৩। কেহ বা সময় চাহে—

ঐ ।

মায়ের তিনটি নয়ান সেহ কক্ণাভাণ্ডার গেহ
ভকত ভিখারী তাহা লভে ।
নাহি আমার সেই গুণ দয়া ধন নাহি^১ ঊন
মুক্তারাম বঞ্চিত কি হবে ॥

পয়ার ।

আদি শক্তি ইত্যাদি ।
কেতু প্রতি ভগবতী বলিলা বচন ।
আজু হোস্তে হইল তুথে^২ দারিদ্র মোচন ॥
বোলে গৃহ বিরচিয়^৩ নৈম বহুমূল্য ।
লও রত্ন হও যত্ন নাহি তার তুল্য ॥
অল্প ধনে ব্যাধ মনে না পুরিল আশ ।
পদ্মা হেরি মাহেশ্বরী উপজিল হাস ॥ ১৮০
দিল স্বর্ণ ধনপূর্ণ যুগল কলস ।
ধন পাই ব্যাধ ভাই পূর্ণিত মানস ॥
ভূমিগতে শতে শতে করিল প্রণাম ।
গেল কষ্ট মনাভীষ্ট ঘটিলেক কাম ॥
ফুলরায়ে অলঙ্কারে তুষিলা যতনে ।
গুজরাটে বন কাটে মুক্তারামে ভণে ॥

ঘোষা ।

তত্র দেবী জয় জয় হ এ^৪ ।
বিশ্বকর্মা রচে পুরী দেবীর অঙ্গীকারে ।

-
- ১। “নাহি” হলে মূল পুণিতে “সহে” আছে ।
 - ২। “তুথে” হলে “তোক্ষার”— “তুয় পুথি ।
 - ৩। “বোলে গৃহ বিরচিয়” হলে “বনে গৃহ বিচারিয়”—ঐ ।
 - ৪। “তত্র দেবী জয় জয় হ এ” হলে “শিব সন্তু ণ হরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভৈদ নিশ্চয়ে ।

সুবর্ণ কলস দিল নগরে বাজারে ॥
 হাট ঘাট রাজপাট রচি মনোহর ।
 বিশ্বকর্মা চলি গেলা রাজার* গোচর ॥ ১৮৫
 দেবীরে পুজিয়া বীর সিংহাসনে বৈসে ।
 এই মতে কথ কাল বঞ্চএ হরিসে ॥
 সুখে রাজ্য করে ব্যাধ ভবানী সহায়ে ।
 মণ্ডল প্রভৃতি প্রজা সুখে বঞ্চ তাএ ॥
 ভাড়ুদত্ত নামে তথা আছিলেক শঠ ।
 বীরের মন্দ কহে গিয়া কলিঙ্গ নিকট ॥
 গৌরীপদ-নথ-চন্দ্র-সুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তরামে ভাষে ॥

রামক্রিয়া রাগ ।

ভাড়ু বোলে নরাধিপ কর অবগতি ।
 তোমার দেশ ভাঙ্গি কেতু বৈসাএ বসতি ॥ ১৯০
 শুনিয়া কোপিত হইয়া নৃপ দণ্ডধারী ।
 সৈন্ত সেনাপতি পাঠাএ বীরের উন্নয়ি ॥
 কালকেতু সঙ্গে যুদ্ধ আছিল অপার ।
 দেবীরে সৈন্ত টলে পতঙ্গ আকার ॥
 সৈন্তের ভিত্তরে কেতু মহা অস্ত্র মারে ।
 প্রচণ্ড বাতাসে জেন কদলী উফারে ॥
 জয় পাইয়া কালকেতু শূন্য হাতত জাএ ।
 মধ্যপথে বন্দী হৈল দুর্গার লীলাএ ॥
 দুঃখ অন্তে সুখ পূর্ণ জা'নয় নিশ্চয় ।
 ভবানী সহায় জার তার কিবা ভয় ॥ ১৯৫

আদি শক্তি ইত্যাদি—

২য় পুথি ।

* । "রাজার" স্থলে "দেবীর"—

ত্রি ।

ঘোষা ।

হরি হরি বোল রাম রাম ।
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 কোতোয়ালের তরে দুর্গা দিলেন স্মৃতি ।
 কুঞ্জরে চড়াইয়া কেতু ভেটাএ নৃপতি ॥
 রাজাএ বোলে রাধ তারে নিগড়ে বেড়িয়া ।
 সাবধানে রাধ তারে কারাগারে নিয়া ॥
 নৃপ আজ্ঞা কোতোয়ালে রহিতে না পারে ।
 নিগড়ে বেড়িয়া কেতু রাধে কারাগারে ॥
 বন্দীঘরে বীরবরে স্নরে দুর্গা আই ।
 শ্রবএ নয়ানবারি নিবারণ নাই ॥ ২০০
 ভবানীচরণ সার ভরসা আলয় ।
 সেন মুক্তারাম রহ রবিসুত-ভয় ॥

পাহিড়া রাগ ।

নূতন ভাটিয়াল ।

নিগড় জগকেতু দেবী বিনে নাহি হেতু
 কান্দে বীর ধরনীতে গড়ি ।
 দাস হইয়া পদে কহি কথাএ রহিয়াছ সহি
 গুন মাতা অখিল ঈশ্বরী ॥
 কহ সত্য এই মতে নর হোতে পূজা লইতে
 আনি মোরে নাচাহ সঙ্কটে ।
 তিন লোকে ঘোষে তোকে মরিতে না চাহ মোকে
 লজ্জা পাইবা দেবের নিকটে ॥
 তুমি মাতা সুখদাতা স্বয়ম্ভবা নাম খ্যাতা
 মাঝিও গায়ত্রী তুমি শক্তি ।

'ত্রিজগত জীব বধ হও তুমি তথ তথ
 অংশরূপে পাইছ বিভক্তি ॥
 ডাকি তোমা শুন গো মা কারাগার ঘরে আমি
 বান্ধিছ নিগড় গুরু পাশে ।
 শুন মাতা অভয়া এবে হও সদয়া
 কহে মুক্তারাম সেন দাসে ॥ ২০৫

মালশী ।

রাগ ভৈরব ।

দেবি দীনদয়াময়ি উদ্ধার হে ।
 তরিতে না পারি ভয় পাব হে ॥
 ধন জন সম্পদ অসার হে ।
 লুটিব শমন-চোরে পসার হে ॥
 তোমার মহিমা বিস্তার হে ।
 মুক্তারাম সেন দীন নিস্তার হে ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 বন্দীঘরে বীরবরে স্মরণ চণ্ডিকা ।
 পদ্মা স্থানে স্মরণে রহিছেন অধিকা ॥
 সঘন চরণ মোর কর এ স্পন্দন ।
 কিবা মর্ত্যে কোন ভক্তে করিছে স্মরণ ॥ ২১০
 ধীরমতি পদ্মাবতী ভাবিয়া অন্তরে ।
 শুন মাতা হের কথা কহ যুগকরে ॥
 দীনকীর্তি * ব্যাধবৃদ্ধি আছিলেক ভাল ।
 ধন হেতু কালকেতু পড়িছে জ্বাল ॥

শ্রোতে (শ্রুত) মাত্র দেবী পাত্র কোপে প্রজলিত ।
 কেশরী-বিমানে চড়ি চলিলা ত্বরিত ॥
 দেবী প্রতি পদ্মাবতী করে নিবেদন ।
 তোমার কিঙ্কর মাতা কলিঙ্গ রাজন ॥
 তার ঠাই স্বপ্নে জাই করহ গজ্জন ।
 জ্ঞান হউক ছাড়ি দেউক ব্যাধের নন্দন ॥ ২১৫
 শুনি মাএ তথা জাএ নীরদবরণে ।
 ভাবক চাতক চিস্ত (চিন্ত) মুক্তারামে ভণে ॥

রাগ মল্লার ।

ভয়ানক হইয়া মাএ কোপে নৃপ চেষ্টাএ
 তিন চক্ষু অগ্নির আকার ।
 আপনা ভালাই চাহ কালকেতু ছোড়ার
 নতু হইবা সবংশে সংহার ॥
 বিকট দশন মাএ রাজারে থাইতে চাহে
 ঝকঝক করে অসিধার ।
 * * * * *
 ক্ষেণে শামা ক্ষেণে ধাম কহে দেবী নিজ নাম
 শুন পুত্র কলিঙ্গ নৃপতি ।
 তোকে দিলুম সর্ব রাজ্য তারে আন কোন কাজ
 ওহারে বনেতে দিলুম স্থিতি ॥
 না জান ওহার হেতু কলীপুত্র কালকেতু
 এ বোলিয়া কারাগারে জাএ ।
 দেবী দশন তরে • নিগড় খসিয়া পড়ে
 মুক্তারাম সেনে তাহা গাএ ॥ ২২০

ঘোষা ।

আনন্দ ভেল হুঃখ দূরে গেল ।
 দূরের মানস জদি ভবানী মিলাইল ॥
 বন্দীঘরে বীরবরে চিন্তিআ^১ কল্যাণ ।
 বীর সাস্থাইয়া দেবী হৈলা অন্তর্দান ॥
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা কল্পিতে কল্পিতে ।
 কোটোআল ডাকে ঘন কেতুরে আনিতে ॥
 রাজা আজ্ঞাএ কোটোয়ালে^২ করিছে গমন ।
 সভামধ্যে^৩ আনিলেক ব্যাধের নন্দন ॥
 রাজা দেখি বীরবরে না কৈলা প্রণতি ।
 যুগপাণি পাঞ্জে বোলে শুন নরপতি । ২২৫
 কালকৈতু শির দুর্গা না ছাড়ে এখন ।
 শুনি রাজা হস্তী এক আনাইল^৪ তখন ॥
 হস্তী দেখি বীরবরে শির নোয়াইতে ।
 হস্তী শির দুই চির হইল আচম্বিতে ॥
 বীর পরশনে হস্তী সজীব হইল ।
 আপনা নয়ানে রাজা মহিমা^৫ দেখিল ॥
 বীর প্রতি দিলা রাজা অমূল্য প্রসাদ ।
 নিজ রাজ্যে জাএ কেতু ঋণ্ডিল প্রমাদ ॥
 পহু মধ্যে ভাড়ুদত্ত দৃষ্টিতে পড়িল ।
 মহাবীরের আজ্ঞাএ তারে বাকিয়া লইল ॥ ২৩০
 নাপিত ডাকিয়া^৬ ভাড়ুর শির মুড়াইয়া ।

১। “চিন্তিআ” হলে “ভাবিয়া”—২য় পুথি ।

২। রাজ আজ্ঞা পাইয়া কোটয়াল— ঐ ।

৩। “মধ্যে” হলে “মাঝে”— ঐ ।

৪। “আনাইল” হলে “আনয়ে”— ঐ ।

৫। “মহিমা” হলে “মহৎ”— ঐ ।

৬। “ডাকিয়া” হলে “ডাকাইয়া”— ঐ ।

অপমান দিয়া তারে দিল নিকালিয়া ॥
 কত কাল অভ্যস্তরে কালকেতু প্রতি ।
 কৈলাসে চলিতে আজ্ঞা কৈলা ভগবতী ॥
 মণ্ডলের তরে বীর রাজ্য সমর্পণ ।
 মহাযাত্রা করে বীর জয়ধ্বনি হইল ॥
 পন্নী সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে তহু বিসর্জিয়া ।
 হরগৌরী দেখে গিয়া মহানন্দ হইয়া ॥
 হৃদয় আনন্দে করে হরগৌরী ধ্যান ।
 ভণে মুক্তারাম কেতু বড় ভাগ্যবান ॥ ২৩৫

রাগ ভূপালী ।

নীলাশ্বর তরে হর দিলা জ্ঞানতত্ত্ব ।
 সাধ কারা ছাড়ি মারা পাবে অমরত্ব ॥
 এই মতে কৈলাসেতে আছে মনোরমে ।
 খেলে সারি ত্রিপুরারি ভবানীর সঙ্গে ॥
 পাশা-রঙ্গে দেবী সঙ্গে হরের বিবাদ ।
 বুদ্ধি ছর মতি কর্ণ হইল ইসাদ ॥
 মিথ্যা সাক্ষীজোগে আধি নিস্তারিলা মাও ।
 বোলে তারে মর্ত্যপুণ্ড্রে অবিলম্বে জ্ঞাও ॥
 পৃথিবীতে উজানীতে ধনপতি হবে ।
 নিজ কর্মে এক জন্মে এথাএ আসিবে ॥ ২৪০
 হইল শাপ মহাপাপ চলে গর্তক্লেশ ।
 সঙ্গে সখা চন্দ্ররেখা অগ্নির প্রবেশ ॥
 গৌরী-পদ-নখচন্দ্র-সুখা অতিলাবে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাবে ॥

লাচাড়ি ।

দুহাকারের জীউ লইয়া জাএ দুর্গা হুট হইয়া
মর্ত্যপুরে উজানী নগরে ।

রঘুপতির রমণী ঋতুবতী হইছে ধনী
খুইলা দৈর্ঘ্য ওহার জঠরে ॥

আর দৈর্ঘ্য তদন্তরে খুইলা নিধিপতির ঘরে
সকরিয়া দুহার জনম ।

জানে মাতা জীবমর্শ নিয়োজিয়া সেই কশ্ম
গেলা মাতা কৈলাশ আশ্রম ॥

দুহাকার জন্ম তবে পৃথিবীতে হইল জবে
ধনপতি লহনা খেয়াতি ।

এক দিন ইন্দ্রবাড়ী নাচে রূপবতী নারী
রঙ্গ চাহেন ভগবতী ॥ ২৪৫

যাজাইছে মৃদঙ্গ নাটে হইল তালভঙ্গ
শাপে দেবী কোপিত হইয়া ।

আরে বেণী রূপবতী মোরে কৈলি অন্নমতি
জনম লভ উজানীতে গিয়া ॥

দেবী শাপ'অঙ্গীকারে তখনে রহিতে নারে
ঋতুবতী লক্ষপতি জায়া ।

তথাএ দেবী ব্রত আশে ক্রমে ক্রমে দশ মাসে
খুলনা জন্মাইলা মহামায়া ॥

তবে সাধু ধনপতি বিবাহে করিল মতি
লহনারে বিবাহ করিল ।

কোত্তর উড়াইতে জাএ তথা খুলনারে পূএ
হুই পত্নী কামে আচরিল ॥

নব নব অহুরাগে খুলনা কারণে জাগে
 উকর ফাকর ধনপতি ।
 অতিনব যুবতী নহি জানে ছুরতি
 সাধুর মন না হএ বিরথী (বিরতি ?) ॥
 দেবীর চরণ-সিদ্ধ তাহে নৃথ যেন ইন্দু
 উপজিয়া গগনে উঠিছে ।
 মুক্তারাম দুইটি অঁধি চকোর চকোরা পাখী
 সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে ॥ ২৫০

ঘোষা ।

হরি হরি বোল রাম রাম ।
 ভজিলে ও রাঙ্গাপদ অন্তকালের কাম ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 স্বর্গদ্বারে আছিল শ্রীবৎস দণ্ডধর ।
 কমলা সহায় ছিল না পাইল ডর ॥
 কথ দিনে দৈবদশা শনি বিড়ম্বিতে ।
 তাল বেতাল মাত্র আছিল সহিতে ॥
 এহা বহি গেল সব দেশ দেশান্তরে ।
 সাইর শুক দুই মাত্র আছিল গোচরে ॥
 সত্য করি দুই পক্ষী ফিরে নানা দেশে ।
 ব্যাধজালে বন্দী হইল আহার উদ্দেশে ॥ ২৫৫
 ব্যাধে নিরা রাজা স্থানে পক্ষী ভেটাইল ।
 পক্ষীমুখে শ্লোক শুনি সন্তোষ হইল ॥
 ধনপতি সদাগর আনিয়া সস্তর ।
 পক্ষর কারণে পাঠাএ পৌড় নগর ॥

যাত্রা করিতে সাধু গৃহেতে আসিল ।
 লহনার হস্তে সাধু খুলনা স্থাপিল ॥
 সাধু বোলে এহারে পালিবা সাবধানে ।
 অপরে কি হবে শুন মুক্তারামে ভণে ॥

কুলু রাগে ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে ।
 ন জানি কপালে কিবা আছে ॥ ২৬০
 পাইলে যুবতী নব মধু হে ।
 অলি হইয়া রহে কালা পাছে ॥ ধুরা ॥
 রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী—
 ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে ।
 মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে ।
 জল বিনে মীন যেন আছে ॥
 ন জাইয় রাধার প্রাণ বন্ধু হে !
 হারাইলে না পাএ হেন দেখি ।
 মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে !
 ছেনহি কপালে আছে লেখি ॥ ২৬৫

পদ্মার ।

প্রত্যুষ বেহানে সাধু গৌড়তে গমন ।
 লহনাএ যুক্তি করে খুলনা কারণ ॥
 প্রকারে লিখাএ পত্র খুলনার তরে ।
 ছাগল চরাইতে লেখে সাধুর উত্তরে ॥

পত্র দিয়া খুলনারে করএ গঞ্জন ।
 ছেলি লইয়া কেনে বেটি নহি জাগ বন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রামা ছেলি লইয়া জাগ ।
 এই মত প্রতি দিন ছাগল চরাএ ॥
 প্রবল সতিনী যার কি বোলিমু আর ।
 দুর্গা শরণ বিনে না দেখি নিস্তার ॥ ২৭০ ॥
 এক দিন বনমধ্যে ছেলি চরাইতে ।
 সখিয়া ব্রাহ্মণী তান মিলে আচম্বিতে ॥
 কান্দিয়া খুলনা কহে ব্রাহ্মণীর তরে ।
 এই সব দুঃখ কহিয় মায়ের গোচরে ॥
 এখ বলি ব্রাহ্মণীরে বিদায় করিল ।
 লক্ষপতি স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণী কহিল ॥
 কামদেব পাঠাইল ধনপতি পুরে ।
 লহনা ভগিনীরে গঞ্জিয়া গেল ঘরে ॥
 পাপিষ্ঠ লহনা দৃষ্ট তাহা না শুনিয়া ।
 বনে জাইতে খুলনারে ডাকিছে কম্পিয়া ॥ ২৭৫ ॥
 অশ্রুপূর্ণ আধি হইয়া ছাগল চরাএ ।
 এক বৎসর রামা বনেতে বেড়াএ ॥
 আর দিন নারায়ণী গগনে ফিরিতে ।
 খুলনারে দেখিলেন করুণা-দৃষ্টিতে ॥
 বসন্তের বায় রামা তুণ্ডেতে শয়ন ।
 লুকাইলা মহামায়া ছাগলের গণ ॥
 জাগিয়া না দেখে ছেলি চারি দিগে চাহে ।
 একটি ছাগল রামা দেখিতে না পাএ ॥
 কণ্টক বিকট বনে ছাগল-বিচারে ।
 দুর্গা পূজে কন্যাগণে নানা উপহারে ॥ ২৮০ ॥
 সেইখানে উপনীত খুলনা বাস্তানী ।
 কন্যাগণে তান ঠাকি পুছন্ত কাহিনী ॥

গৌরীপদ-নথচক্রস্থধা অভিলাষে ।

চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

— — —

লাচাড়ি ।

কহ ধনী রমণী কিবা তোমার বাঞ্ছনী

কথাএ শ্রব কি নাম তোমার ।

হুঃখ অন্তঃ হইয়া বেড়াও বনেতে রহিয়া

কেনে বাক্য না কর প্রচার ॥

ভাবিয়া অক্ষমা কান্দএ খুলনা রামা

কহে শুন পঞ্চ কন্যাগণ ।

গন্ধ বর্ণিক হই তোমাতে মরম কহি

এখ হুঃখ সতিনী কারণ ॥

ধনপতি সদাগরে বিবাহ করিল মোরে

নৃপ আজ্ঞা বিদেশেতে জাএ ।

অভাগী খুলনা নাম বিধি মোরে হৈছে বাম

ছেবি স্থাখি সতিনী আজ্ঞাএ ॥

২৮৫

আচম্বিত ছেলিগণ কথাকারে গমন

কাপে অঙ্গ সতিনীর ডরে ।

কজা বোলে শুন ধনী পূজ এই নারায়ণী

ছাগলগণ পাইবা গোচরে ॥

দুর্গার মহিমাগুণ একচিত্ত হইয়া শুন

পাইছে জেই বর অভিলাষে ।

স্বরূপ নামে রাজা করিয়া দেবীর পূজা

নানা স্থখে বঞ্চএ কৈলাসে ॥

জয় জয় বিদ্যবতী নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী
 বধিয়া ত মঙ্গল অক্ষর ।
 বিষ্ণু-বর্ণমৈল হোতে মধু কৈটভ জন্মে তাতে
 শক্তি হরি দর্প কৈলা চুর ॥
 মৈবাসুর বধিলা দেবেরে অন্তর দিলা
 জয় নারায়ণী নমস্ত তে ।
 করিয়া বিবিধ দণ্ড কাটিয়া নিশুভ শুভ
 শক্তিরূপা দেবী সর্বভূতে ॥
 দেবীর চরণ-সিন্ধু তাহে নথ যেন ইন্দু
 উপজ্জিয়া গগনে উলিছে ।
 মুক্তারাম হুইট আঁধি চকোরা চকোরা পাখী
 সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে ॥ ২৯০

ঘোষা ।

ভক্ত পিয় রে ভবানীর নাম-মাধুরী হে ।
 জেন পদ্মে ভ্রমরের চাতুরি হে ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি । • •
 খুলনা এথেক শুনি কস্তা-উপদেশ ।
 শুচি হইয়া পূজে মাতা ভক্তিএ বিশেষ ॥
 দেধি পূজা দশভুজা সঙ্গে সখীগণ ।
 সিংহে চড়ি বাহেঘরী দিলা দরশন ॥
 সাধুজায়া নম্রকারা হইয়া তখন ।
 ক্ষতি পড়ি পদে ধরি করএ স্তবন ॥
 তুমি হুই তুমি মোক্ষ তুমি সর্বশক্তি ।
 তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি মূলে ভক্তি ॥ ২৯৫

অশিমা লম্বিমা আদি অষ্টসিদ্ধি ধাতা ।
 বিবম সুসম তুমি তুমি মাতা পিতা ॥
 মনুষ্য অনেক দুষ্য মলমুখধারী ।
 তোমার মহিমাসীমা কি বোলিতে পারি ॥
 শুনি মাতা প্রসন্নতা হইলা সত্তর ।
 উপসন্ন অজাগণ খুলনার গোচর ॥
 হৃৎক জাউক পুত্র হউক বোলেন মহামায় ।
 সর্বদাএ সুধদা হইমু তোমারে সহায় ॥
 তথা হোনে তুরমাণে দুর্গার গমন ।
 লহনাকে স্বপ্নগতে করিল গঞ্জন ॥
 লহনা কহ না কথা পাইছ বড়াই ।
 উচ্চস্বরে খুলনারে অরণ্য পাঠাই ॥
 সুখ মান শীঘ্র আন খুলনা বাতানী ।
 নহি শুন কহি পুন হারাইবা পরানী ॥
 সেই ঠাই মহামাই হইলা অন্তর্দান ।
 স্বপ্নে হেরি সঙ্গে চেড়ি লহনা পদান ॥
 খুলনারে বহুতরে সান্ত্বাইল লহনা ।
 হস্তে ধরি সঙ্গে করি গৃহেতে চলিলা ॥
 নানা কথাএ দুই সত্যএ করিলা ভোজন ।
 কথ কলৈ সুখে ভালো বঞ্চে দুই জন ॥
 হিম গেল আসি ভেল রিতুম বসন্ত ।
 সহিবারে নাহি পারে বিরহ ছরন্ত ॥
 খুলনাএ সদাএ স্বরে মহামাএ ।
 স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেআএ ॥
 দেবী বোলে তুমি ভালো আছ সদাগর ।
 তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অধাস্তর ॥
 পৌরীপদ-নখচক্র-সুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

৩০০

৩০৫

রামক্ৰিয়া রাগ ।

প্রভাতে সহস্রাতে চলে ধনপতি ।
 নিজ রাজ্যে রাজকার্য্যে সম্ভাষে নৃপতি ॥ ৩১০
 উত্তরিয়া দিল নিয়া সুবর্ণ পাঞ্জর ।
 নৃপ রাএ দিল তাহে প্রসাদ বিস্তর ॥
 নিজ পুরে সদাগরে হইয়া উপনীতি ।
 দ্বিজবর অন্তঃপুর পাঠাএ শীঘ্রগতি ॥
 লহনাএ বার্তা পাএ দ্বিজের গমনে ।
 খুলনাতে হিংসা মতে বলিল তখনে ॥
 ভাগ্যবতী তোর পতি আসি আছে ঘরে ।
 ভৃঙ্গবারি হস্তে করি জার (জাও) না সম্বরে ॥
 সেই মত উপগত হইল খুলনী । *
 সাধু কহে এই হএ কাহার রমনী ॥ ৩১৫
 এখ কাল গেল ভাল পরগামী নহি ।
 সেব পতি রসবতি তোমা তরে কহি ॥
 লজ্জা পাইয়া চলে ধাইয়া খুলনা যুবতী ।
 লহনারে তিরস্বারে তোমার যুক্তি ॥
 অতি আশে গেলুম পাশে প্রভু বোলে বড় ।
 শুনিয়া ঘুঘি ব লোকে লজ্জা পাইলুম বড় ॥
 তা শুনিয়া হুঃ হইয়া লহনা ত জাএ ।
 ধনপতি তান প্রতি জিজ্ঞাসে স্বরাএ ॥
 হস্তে ঝারি কার নারী পাঠাইছিল এখা ।
 লহনাএ বোলে প্রভু তোমার বনিতা ॥ ৩২০
 পৌড়ে গেলা সমদিল খুলনারে ঘোরে ।
 ধাবাইয়া শোয়াইয়া প্রভু ঝড়াইলুম ওহারে ॥
 শুনিয়া সম্ভাব হইয়া বোলে সদাগরে ।
 রক্ষন করিতে বোল খুলনার তরে ॥

মন ছুখে ছার মুখে তবে লহনাএ।
 সাধুর উত্তর নিখা জোগাএ খুলনাএ ॥
 তদন্তরে সদাগরে ভোজন করিআ।
 পালঙ্কিতে উপস্থিত তাবুল গ্রহিআ ॥
 দাসী প্রতি ধনপতি খুলনারে ইচ্ছে।
 দেবী নাম মুক্তারাম প্রেমে আগোড়িছে ॥

৩২৫

গীত ।

চল সুবদনী রাধে রাধে ।
 দৈবে কলঙ্কিনী শ্রাম পরিবাদে ॥
 শুনিয়া মুররি মধুর সান ।
 জাই জাই করি ধাইছে প্রাণ ॥
 বুঝি শ্রাম অঙ্গ রসে বিভোর ।
 চল দেখি গিআ নন্দকিশোর ॥
 দ্বিতীর সন্ধানে চলিছে রাই ।
 ভণে মুক্তারামে দেখিবে জাই ॥

ছবলা বোলএ খুলনা রে হের ।
 তোমাতে তলপ সদাগরের ॥
 শুনিআ খুলনা করিছে সাজ ।
 পতি কাছে জাইতে অতিশয় লাজ ॥
 দেখিয়া সাজনি পুছে লহনা ।
 কোথাএ চলিআছ মোতে কহ না ॥
 জানিলুম সাধুর পড়িআছে কান্দে ।
 পশ্চাতে দেখিঁমু যদি ন কান্দে ॥
 লহনা সে জানে নব যুবাকালে ।
 কষ্ট রতি সাধু জানাইছে ভালে ॥

৩৩০

দাসী ছুবা বোলে শুন ঠাকুরাণি ।
 নারীর বোবন জোরারের পানি ॥
 ভোমার গঞ্জনা মনে ন লাগে ।
 ভাটা বহি গেলে কি কাজ গাজে ॥
 খঞ্জন গমন কুঞ্জর গতি ।
 বাসরে দেখিল নিদ্রাএ পতি ॥
 সব্বা * করিছে দাসী ছুবালা ।
 গন্ধ ছিটকাএ পতি জাগাএ অবলা ॥
 জাগিআ যুবতীর অঞ্চল টানি ।
 চিকে ধরিআ বধএ পরাণি ॥
 প্রাণ রাখ ধনি তোরে সেবি ।
 ভণে মুক্তারাম ভাবিআ দেবী ॥

৩৩৫

৩৪০

রাগ গান্ধার ।

শুবদনী খুলনা নাহি তোর তুলনা
 মুখ তোর জিনিছে কমল ।
 দিনমণি উদ্ভিত কেনে পদ্ম মুদিত
 আখিযুগ খঞ্জন চপল ॥
 ভুরুযুগ ধনু তোর পাইআ অনঙ্গ চোর
 প্রাণ হরে বিষম সন্ধানে ।
 তোর আধ নিমেষ দেখি মোর তনু শেষ
 সেই ধনু মনমথ বাণে ॥
 হেমময় কুচ করি রাখিছ কাঞ্চলী বেড়ি
 তাহে মার মানস তুঙ্গর ।
 তাকিরা তাকিরা রহে করি গতি নিধি নহে
 অভিমান প্রাচীর হুকর ॥

পসার সাজাইআছ ক্লেশে কেনে বা মজাবা ক্লেশে
 বিকি কর পাণ্ডি দোকানে ।
 প্রেমধন অতিশয় কর প্রিয় সঞ্চয়
 প্রয়োজন নাহি অভিমানে ॥
 কামে কাতর মতি জখ কহে ধনপতি
 তাহে রামা নাহি অনুমতি ।
 সাত পাচ ভাবি মন আদি অস্ত্র বিবরণ
 নিবেদন করএ যুবতী ॥ ৩৪৫
 দেবীর চরণসিদ্ধ তাহে নথ বেন ইন্দু
 উপজিআ গগনে উলিছে ।
 মুক্তারাম দুইটি আখি চকোর চকোরা পাখী
 সেই সুধা লাগিআ ভুলিছে ॥

পয়ার ।

কল্পণ ।

শুন প্রাণপতি হের নিবেদন করি ।
 দ্বাদশ মর্সিতে দুঃখ তোমাতে গোচরি ॥
 অভাগী খুলনার কোন অপরাধ পাইলা ।
 পত্র লিখি অটবীতে ছাগল রাখাইলা ॥
 ভোকে ভাত তৃষ্ণাএ জল না দিছে সতিনী ।
 স্মরিতে সে সব দুঃখ মরি অভাগিনী ॥
 দুইগাছি শঙ্খ হুস্তে ভয় বস্ত্র পরি ।
 সমস্ত দিবস ভ্রমি অজ্ঞা সঙ্গে করি ॥ ৩৪৬
 তৈল আর সিন্দূর না চিনে মোর অঙ্গে ।
 ঘৃণাএ মনিস্ত কড় নাথ নাএ সঙ্গে ॥

ওহার কারণে প্রভু সতীত্ব রাখিলুম ।
 আর দিন হুঃখদশা অজ্ঞা হারাইলুম ॥
 বিচারিতে অজ্ঞাগণ কটক (কণ্টক ?) অরণ্যে ।
 হেন কালে আচরিতে মেনে পঞ্চ কন্তে ॥
 দুর্গা সহায় হইলেন পাইলুম অজ্ঞাগণ ।
 হুঃখদশা দূরে গেল তোমার গমন ॥
 তোমার চরিত্র প্রভু বদরী কমল ।
 মুখেতে অমিআ বারে হৃদয়ে গরল ॥ ৩৫৫
 হুঃখ নিবেদিতে মাত্র তোমা কৈলুম দেখা ।
 ভণে মুক্তারাম সেনে পূর্বজন্মের লেখা ॥

ধানশী ।

সাঁধু বোলে মিথ্যা নহে পত্রের লিখন ।
 অতএব জখ কিছু দৈব নিবন্ধন ॥
 তিন লোকে হুঃখ শোকে কেহ না এড়াএ ।
 সীতা লালি রাম গোগাঞি অরণ্যে বেড়াএ ॥
 নল রাজা জখ হুঃখ পাইছে অপার ।
 চিত্তে ক্ষেমা দেয় প্রিয়া অনিত্য সংসার ॥
 বাহিরে লহনা শুনি ডাকি কহে পুনি ।
 সে কিরূপে মিথ্যা কহ খুলনা বাণ্যানি ॥ ৩৬০
 সাধু বোলে তার শাস্তি করিমু তোমাএ ।
 এ বলিয়া সদাগর রমণী সাড়াএ ॥
 হৃদয়ে হৃদয়ে লৈয়া মুখে মুখ জড়ে ।
 খুলনা হৃদয়ে কান তখনে সঞ্চারে ॥
 কামকলা ভোগে হুঃখ হইআ উশুন ।
 দেবীপদ-সরোরুহে মুক্তারাম ভূজ ॥

সারদা-মঙ্গল বা
রাগ ভূপালী ।

জেমত নাগর সাধু তেমত যুবতী ।
মন অভিযত দুহে ভুঞ্জএ ছুরতি ॥
সঘন চুষএ কান্তা আলিঙ্গন করি ।
ক্ষুধাএ আকুল ব্যাধ যেন তরবরি ॥
ভুঞ্জলতা-পাশে পতি বান্ধে রতি আশে ।
পূর্ণিমার চক্রে যেন রাহএ গরাসে ॥
ক্রমে ক্রমে দুহ অঙ্গ হএ আমর্দন ।
মেঘ হোতে নিম্বরীষা চক্রেয় কিরণ ॥
হইল অলস চিত্ত ছাড়িল কামিনী ।
মকরন্দ গিএ অলি ত্যাগএ নলিনী ॥
গৌরীপদ-নখ-চক্রে-মুখা অভিলাষে ।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

৩৬৫

ঘোষা ।

অএ শিব শস্ত্র রে হএ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয় ॥
আদি শক্তি ইত্যাদি ।
প্রভাতে শঙ্কর স্মরি জাগে ঘনপতি ।
শুভক্ষণে খুলনা হইছে ঋতুবতী ॥
জানিআ লহনা কৈল মঙ্গল আচার ।
আইগণ আসিলেক বিবিধ প্রকার ॥
তৈল সিন্দূর দিল আইগণ প্রতি ।
বিদায় হইআ সর্ব নিক পুরে গতি ॥
তনুস্তরে আমন্ত্রণ কৈল জ্ঞাতিগণ ।
চৌদ্দ শত (জ্ঞাতি?)* আসি হইল উপাসন ॥

৩৭০

* মূলে 'জ্ঞাতি' হলে 'হাতী' আছে ।

জ্ঞান পাণ নহি লএ বর্ণিকের গণ ।
 রাঘব দত্তে সভামাঝে বলিছে বচন ॥
 যুবক বয়সে রামা রাখিছে ছাগল ।
 পরীক্ষা দেয়াইব কত্কা বর্ণিক সকল ॥
 তা শুনিয়া সদাগরে খলুনারে কহে ।
 পরীক্ষা লইতে তোমার জ্ঞাতিএ বোলএ ॥
 খলনাএ বোলে জ্ঞাতির জেয়ত মানস ।
 পরীক্ষা লইতে আমি করিলুম সাহস ॥
 বর্ণিক সকল গিয়া নূপ আজ্ঞা পাইয়া ।
 পরীক্ষা দেয়াএ কত্কা সভাতে আনিয়া ॥
 গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তরামে ভাষে ॥

৩৭৫

৩৮০

ঘোষা ।

মাতা ভকতবৎসলা ।
 সেবক-সদয়া মাতা অখিল-মঙ্গলা ॥
 ধর্মধার আনি ধরে কত্কা বিজ্ঞমান ।
 চণ্ডিকা স্মরিয়া চড়ে নহে^১ অপজ্ঞান ॥
 প্রথমে পরীক্ষা রামা সভীত জানাইল ।
 দুরন্ত রাঘব দত্তে তাহা না মানিল ॥^২
 পুষ্প সাজি আনি দিল নিশ্চয় করিয়া ।
 জল ভরি খলনাএ আনিল তুলিয়া^৩ ॥
 তদন্তরে সর্পঘটে অঙ্গুরি ভরিছে ।
 ঘটমুখে সর্পগণে পেখন ধরিছে ॥

৩৮৫

১। 'নহে' স্থলে 'নাহি'—

২য় পুথি ।

৩। পুষ্প সাজি আনি দিল কত্কা বিদ্যমান ।

জল ভরি খলনাএ আনে দুরনাথ ॥— ৩।

একচিন্তে খুলনাএ স্নেহে মহাশাএ ।
 অঙ্গুরী তুলিতে কত্না সর্পগণ ধাএ ॥
 রাঘব দন্তে বোলে ইহা যন্ত্রের সাধন ।
 ঘৃত কাঞ্চন এড়াএ কত্না বুঝিব কারণ ॥
 তাম্রকুণ্ডে ভরি ঘৃত অগ্নি সম করি ।
 রাঘব দন্তে বোলে এহা তোলহ অঙ্গুরী ॥
 গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে শেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

ত্রাহি ত্রাহি মাং ত্রাহি আই দেবি মাই ।
 ত্রাহি মাং ত্রাহি ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 সারদা সহায়ে কত্না অঙ্গুরী তুলিল ।
 রাঘব দন্তে জ্যোতির্ময় লইতে বলিল ॥
 জ্যোতির্ময় মধ্যদেশে^১ খুলনারে থুইল ।
 পরশন মাত্র অগ্নি গগন ছুইল^২ ॥
 অগ্নি অভ্যন্তরে কত্না আছএ সচ্ছন্দে ।
 ইষ্ট মিত্র বদ্ধ সব অতিশয় কান্দে ॥
 লোকের সমুখে মাত্র কান্দএ লহনী ।
 মনে মনে মনকলা ধাএ স্নরৌক খুলনী ॥
 কতক্ষণে অগ্নি যদি পাইল নির্ঝাঁপ ।
 খুলনা আসিআ ভেল সভা বিজ্ঞমান ॥

৩৯০

৩৯৫

- ১। 'কত্না' হলে 'সতী'— ২য় পুথি ।
- ২। 'জ্যোতির্ময়' হলে 'অতুর্ময়'— ঐ ।
- ৩। 'মধ্যদেশে' হলে 'মধ্যে নিরা'— ঐ ।
- ৪। 'গগন ছুইল' হলে 'গগনে উঠিল'— ঐ ।

জাতি আঁজা লইয়া সাধু হুঁধা-অৰ্ঘ্য দিল ।
 নানান প্রকারে তথা বাদিত্য বাজিল ॥
 জয় জয় জয়কার দিল নারীগণে ।
 মুক্তারাম সেনে ভণে সারদা স্বপনে ॥

রাগ পটমঞ্জরী ।

করি সাধু পুনর্বিহা দ্বিজেরে দক্ষিণা দিঅ।
 গেলা সাধু গৃহ অভ্যন্তরে।
 জ্ঞাতিগণ সজ্জতি হরিষে পুলকমতি
 ভোজন করিল সদাগরে ॥ •
 ব্যবহার করি ঘরে যার জেই নিজ পুরে
 বিদায় করিলা সর্বজন।
 এই মত সদাগর কত দিন নিজ ঘর
 বঞ্চে সাধু হরসিত মন ॥
 শুন একচিহ্ন হইআ বলিএ চণ্ডিকা লইয়া
 বৈসে দেবী কৈলাশ-শিখর।
 মালাধরে নিত্য (নৃত্য) করে সঙ্গে সহ পরিবারে
 নিত্য করে দেবীর গোচর ॥ • • •
 'ধ্বং ধ্বং' মৃদঙ্গ ঘন বাজে তাল সঙ্গ
 পদগতি ধ্বজন গজিছে।
 থাথাআ থাআ থাআঃ সঙ্গীত শব্দ কৈআ
 দৈবযোগে তাল বিভজিছে* ॥

১। 'ধূজ ধূজ' হলে 'ধিজধিজ'— ২য় পুথি।

২। 'খাখোয়া খোয়া খোয়া' হলে 'খাখোইয়া খাখোইয়া'—এ।

৩৩। 'বিকল্পিত' হলে 'বিবর্তিত'—

তাগ ভঙ্গ হইল তাহে ক্রোধে আবেশ মাএ
 শাপি বোলে মর্ত্যে জাইবার ।
 খুলনা জঠরে জন্ম ভোগ গিয়া নিজ কৰ্ম
 দুই নারী সঙ্গতি তোমার ॥
 তিন জীব তিন ঠাই জন্মাইলা মহামাএ
 উজানীতে সিংহলেতে সীমা ।
 মুক্তারাম সেনে কহে হও যদি সয়সে
 তবে জানি তোমার মহিমা ॥

মালশী ।

এই ভব-সাগরে দুর্গা সার ।
 শঙ্করে না জানে মহিমা অপার ॥
 শমন জিনিতে অভীষ্ট যার ।
 ওই নাম দুর্গা জানি সে তার ॥
 সে জনে না পাএ কলুষ ভার ।
 যেন হংসের গতি জলেতে সাতার ॥
 রোল^১ মুক্তারাম হস্তরে আর ।
 দুর্গা তারিণী বিনে ভরসা কার ॥

৪০৫

ধূয়া ।

আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 দেবীবরে খুলনার গর্ভশঙ্কা ভেল ।
 দিনে দিনে পঞ্চ মাস ওহাতে গইল^২ ॥

১। 'রোল' স্থলে 'বলে'—

২য় পৃথি ।

২। দিনে দিনে পঞ্চ মাস ওহাতে গোলাইল—ঐ ।

প্রথম প্রহতা রামা গর্ভশঙ্কা জানি ।
 তিলে তিলে পলে পলে ভাবএ ভবানী ॥
 হেন কালে নৃপতিএ বোলাএ সদাগর ।
 ভাগুরে বাড়িছে বোলে চন্দন চামর ॥
 সিংহলেতে যাও সাধু আমার আরতি ।
 চামর চন্দন আনি দেঅ ধনপতি ॥
 ভূপতির আজ্ঞা সাধু লজ্জিতে না পাএ ।
 যাত্রা করিতে সাধু নিজ পুরে^১ জাএ ॥
 ডিঙ্গা সব তুলিবারে ডুবাক^২ বোলে ।
 তখনে ডুবাকগণে সপ্ত ডিঙ্গা তোলে ॥
 খুলনারে শুভ ক্ষণে পঞ্চায়ত দিল ।
 দিন মাস পক্ষ এক^৩ পত্রোত্ত লিখিল ॥^{*}
 আপনার পুর লেখে উজানী সহর ।
 লহনা খুলনা নাম লেখে তদন্তর ॥
 এই গর্ভে কন্তা যদি হএত আশ্চর্য ।
 সত্যভামা নাম হেন রাখিবা ওহার^৪ ॥
 পুত্র হইলে নাম তান রাখিবা ত্রীপতি ।
 কঠিনী প্রদান করি পাঠাইঅ অতি ॥
 আমার বিলম্ব যদি পাটনেতে হএ ।
 উদ্দেশে পাঠাইআ দিবা বিলম্ব নিশ্চয়ে ॥^{*}
 এ সব লিখিআ পত্র খুলনারে দিল ।
 তখনে খুলনা রামা কান্দিআ বলিল ॥

৪১০

৪১৫

১। 'পুরে' হলে 'গৃহে'— ২য় পুথি ।

২। 'ডুবাক' হলে 'ডুবাকক'— ৩য় পুথি ।

৩। 'এক' হলে 'তিনি'— ৩য় পুথি ।

৪। সত্যভামা হেন নাম রাখিবা ওহার— ৩য় পুথি ।

তোমার হস্তের দেও অঙ্গুরী নিশান ।
সেই ক্ষণে সদাগরে দিলা তুরমান' ॥
গৌরীপদ নখ-চক্র-সুখা অভিলাষে ।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

৪২০

রাগ—কহু ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে
না জানি কপালে কিবা আছে ।
পাইআ যুবতী নব মধু হে
অলি হইআ রহে কালা কাছে^২ ॥
আদি শক্তি ইত্যাদি ।
তদন্তরে খুলনাএ গুটি হইআ মন ।
ভক্তি করি পূজে রামা দুর্গার^৩ চরণ ॥
লহনা কহিল গিআ সদাগর স্থান ।
খুলনা পূজএ বুঝি তুয়া^৪ অপজান ॥
গুনিয়া কোপিত সাধু বুদ্ধি বিমোহিত ।
ভ্রমমাণে সেইখানে তথা উপস্থিত ॥
ডাইন পদে^৫ ঠেলে ঘট পেলিবার আশে
খুলনাএ সাবুটিআ রাখে একু পাশে ॥

৪২৫

-
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ১। 'তুরমান' স্থলে 'ভ্রমমাণ'— | ২য় পুথি। |
| ২। 'কাছে' স্থলে 'পাশে'— | ঐ। |
| ৩। 'দুর্গার' স্থলে 'চণ্ডিকার'— | ঐ। |
| ৪। 'তুয়া' স্থলে 'তোকা'— | ঐ। |
| ৫। 'পদে' স্থলে 'পায়ে'— | ঐ। |

শাস্ত্রের প্রমাণ রামা সাধুরে বুঝাইআ ।
 পঞ্চগব্যে পুনর্কীর ঘট অভ্যশিআ^১ ॥
 দেবীরে স্তবএ রামা রোদিতে রোদিতে ।
 কহে নিজপতি লাগি প্রাণে না বধিতে ॥
 হাসিয়া বলিলা দেবী ক্ষেমিবারে পারি ।
 কিছু^২ না ভোগিলে কৰ্ম থণ্ডাইতে না পারি ॥ • ৪৩•
 সেইক্ষণে ঘটে জেই আছএ নির্বন্ধ ।
 ডাইন পাও স্থল সাধুর বামচক্ষু অন্ধ ॥
 ভবানী নিন্দক জনের ভঙ্গ হএ মান ।
 সত্য সত্য এই বাক্য মুক্তারামে মান^৩ ॥

ঘোষা । *

অএ ভোলানাথ রে হএ ।
 শিব শিব স্মর মনে জে হএ সে হএ ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 তদন্তরে দৈবজ্ঞ বোলাএ সদাগর ।
 যাত্রা করি চলে সাধু স্মরিআ শঙ্কর ॥
 দক্ষিণ থাকিআ সর্প বাম দিগে স্থিতি ।
 জোগিনী মাগএ ভিক্ষা দেখএ কুল্লীকিত ॥

৪৩৫

১। “ঘট অভ্যশিআ” স্থলে “ঘট জে অর্চিয়া” ২য় পুথি ।

২। ‘কিছু’ স্থলে ‘কিন্তু’— ঐ ।

৩। ‘মান’ স্থলে ‘গান’— ঐ ।

* ইহার অন্তর্গত অংশের পাঠ ২য় পুথিতে একবারে সম্পূর্ণ নুতন দেখা বাইতেছে। উক্ত পুথির পাঠের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব দেখিয়া ২য় পুথির পাঠ এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

জ্যোতিবী আনিয়া সাধু স্তবক্ষণ করি ।

যাত্রা করি চলে সাধু বাহির নগরী ॥

তৈলের পসার দেখে দক্ষিণে(ত) শিবা ।
 এথ অমঙ্গলে কিবা না টলএ জীবা ॥
 শঙ্কর অরিআ সাধু ডিঙ্গাতে চড়িল ।
 পালঙ্গি বিছানি করি রৈষরে বসিল ॥
 একে একে মেলিলেক সপ্ত মধুকর ।
 ভ্রমরা বাহিআ নদী বাহিল বিস্তর ॥
 জথ জথ বাক বাহে কথ দিব লেখা ।
 ত্রিপিণীর ঘাটে গিআ সাধু দিল দেখা ॥

মাও সত মাও বন্দি পাটনে চলিল ।
 নগরের মধ্যে জাইতে কুঞ্জর দেখিল ॥
 সর্প জার শিবা সাধু দেখে বামভাগে ।
 পুষ্পমালা সাধুরে মালীয়ে জোগায় আগে ॥
 বৎস সহিতে গাভী দেখয়ে দক্ষিণে ।
 সদ্য মাংস দধি দুগ্ধ দেখয়ে তখনে ॥
 ডিঙ্গাতে চড়িয়া সাধু রৈষরে বসিল ।
 খুলনা কান্দয়ে দেখি অনেক সাত্বাইল ॥
 ডিঙ্গা মেলিবারে সাধু কাণ্ডারেরে কহে ।
 মধুকর আদি সপ্ত নাওরা মেলয়ে ॥
 দেবী জয় শব্দ করি পাইকের গণ ।
 সারিগাই বাহে ডিঙ্গা হরসিত মন ॥
 ভ্রমরা বাহিয়া হেলে মুনীর ঘাটে গতি ।
 চামরি মঙ্গলকোটা বাহে শ্রীমপতি ॥
 ইন্দ্রাণি সফরি বাহে কুমুদপুরা জায়ে ।
 ললিতপুর নবদীপ বাহিল ড়ায়ে ॥
 ডিঙ্গা ছাপান দিল ত্রিপিণীর ঘাটে ।
 নান দান করে সাধু সেই গঙ্গার তটে ॥
 গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-স্থধা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

গঙ্গার জলে শিব পূজে ভাবে হইআ লোণ ।

উদ্দেশে জাহ্নবী স্মরি মুক্তারামে বোল ॥

৪৪০

রাগ—সুই ।

স্বরধুনী গঙ্গে তিন'শ্রোত রঙ্গে •
 ভাগীরথী সুগতিদায়িনী ।
 হইলে সলিলকায় হরের সঙ্গীত বাহে
 হরিপ্রেম তরঙ্গ জানি ॥
 সুধাধারা তুআ নীর শূন্তেতে হইআ স্থির
 ব্রহ্মবৃদ্ধে ব্রহ্মাণ্ড বিহরে ।
 জীবের নাশিতে মল বক্রগতি মহীতল
 সিন্ধু সঙ্গে কুণ্ডলী কুহরে ॥
 তুআ জল মহৌষধি এক বিন্দু লভে জদি
 কলুষে অশ্বস্তে স্তম্ভ হএ ।
 সেই জন ভাগ্যবান জমরাজ স্তবমান
 তার আউগে (আগে) আজ্ঞাবশ রহে ॥
 শশিধর-শিরবাসী ত্রিপথগমনে আসি
 ভগীরথ তরাইলা সবংশে ।
 ভণে সেন মুক্তারাম তুআ জল মনস্কাম
 রহিছে' মানস রাজহংসে ॥

রাগ—মল্লার । *

কনক অঞ্জলিধন গঙ্গাএ করিআ পণ
 উঠে সাধু ডিঙ্গার উপর ।

১ । 'রহিছে' স্থলে 'সদায়ে'—২য় পুথি ।

* ইহার অন্তর্গত অংশটি ২য় পুথিতে একবারে সম্পূর্ণ নুতন দেখা বাইতেছে । উভয়

অনেক বাহিনী স্রোত বাক বাহে উপগত
 তথা দেবী জানিলা সত্তর ॥ ৪৪৫
 দেবী বোলে মঘবান মেঘ লইয়া তুরমান
 এইক্ষণে মোকরাতে জাও ।
 ধনপতি সদাগর রাখি তার মধুকর
 ছন্ন ডিঙ্গা তরঙ্গে ডুবাও ॥
 আজ্ঞা কৈলা বেদমাএ দ্রোণ আদি মেঘ জাএ
 গগনে আবরে মেঘ ঠাঠ ।
 বায়ু বহে চলাচল চেটে হইল খলাখল •
 ডিঙ্গাএ চলিতে না পাএ বাট ॥
 ক্ষেণে ডিঙ্গা উঠে উভে ক্ষেণে নদী হএ মুড়ে (মুভে ?)
 ঘুমিয়া ঘুমিয়া বহে ঠাঠ (বাএ ?) ।
 প্রাণ শক্তি গাঞিতর দাড়ে করিয়া ভর
 অন্ধকারে উদ্দেশ না পাএ ॥

পুথির পাঠের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব দেখিয়া ২য় পুথির পাঠ এখানে অবিকল উদ্ধৃত
 করিয়া দিলাম,—

পাহি রাগ । (?)

তদন্তরে সদাগর বাহি মহি নগর
 মদন পুর সপ্তমুখি বাহে ।
 জেন মাত্র শ্রীযপতি মোকরায়ে উপনীতি
 কৈলাশে জানিলেন মহান্নায়ে ॥
 ইন্দ্রে বেলিলা আই মোকরার ঘাটে জাই
 মেঘ লৈয়া কর বরিসন ।
 ইন্দ্র আজ্ঞা মেঘ সবে ঘন ঘর ঘর রবে
 অন্ধকার করিল গগন ॥
 বিপরীত ঝড় বা নঙ্গর ছিড়িল না
 ত্রিন (তৃণ) হেন ঘুমায়ে সাগরে ।
 ভরে ভীত হইয়া মন ভাবি মায়ের চরণ
 কান্দে শ্রীযপতি সদাগরে ॥
 রাখ রাখ বলে মাতা * * *

অন্তঃপর ২য় পুথির ২৪—২৭ পত্রগুলি নাই ।

একবারে ঝড়-বায়ু ডিঙ্গা সব টুটে আয়ু
পাছাড়িয়া তরঙ্গে আবয়ে ।

তা দেখিআ সদাগর জাহি জাহি স্বরে হর
 বাহো বোলে থাকি মধকরে ॥

মকরা বাহিনী হবে সঙ্গম ছাড়িয়া তবে
সিদ্ধ বাহি কড়িআদহে জাএ।

কড়ি বন্দী করিয়া। শঙ্খ দহে উত্তরিয়া।
শঙ্খ বন্দী করিল তথাএ ॥

জোগাদহ আদি জুথ বাহি সাধু কথ শ্রোত
উত্তরিল কালীদহের পানি ।

আনিলেক মহামা এ সেন মুক্তারামে গাএ
অবিলম্বে চলিলা ভবানী ॥

রাগ তুড়ি (বসন্ত) ।

ঘোষা ।

কেলি কমলে গো ত্রিপুরা সুন্দরী 'ছোছে' ।

এ কি অল্প ছটা কথ অরুণ ঘটা

শিব জ্যোগীয়া যন মোহে ॥

কালিদহে সৃজে যাতা কমলের বন ।

তছু পৱি মাহেশ্বৰী কুমাৰী বৰণ।’

অবহেলে গজ গিলে হেরিঅ। অবলা ।

ক্ষেণে গিলে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা ॥

কোনখানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি ।

ফণী সঙ্গে ভেক সঙ্গে রহে একু মেলি ॥

ব্যাভ ঠাই যুগে আই পুহএ' কুশল ।

তথাপিও কারে কেহ নহি করে বল ॥

ভিজাপরে সদাগরে কাণ্ডারেরে কহে ।
 কাণ্ডারিয়া না দেখিয়া সাক্ষি নাহি হয়ে ॥
 ডিঙ্গা বাহি সেই ঠাই চলিলা সত্তর ।
 সিংহলেতে উপস্থিত হইল সদাগর ॥
 অতিশয় পরিচয় ভেটয়ে নৃপতি ।
 কৰ্ম্মভোগে দুঃখ জোগে হইল উপনীতি ॥
 ছলমতি ধনপতি রাজার (ঠাই) কহে ।
 পদ্মিনী নলিনী বনে রহে কালিদহে ॥
 নিরন্তর করিবর সংহারে লীলায়ে ।
 আর কথ লীলা জপ কহন না জায়ে ॥
 পাত্রে বলে সেই জন দেখাইতে নার ।
 একচিত্তে কহ সত্যে কোন বস্তু হার ॥
 সাধু বলে যদি নহে ডিঙ্গা সমে নিয় ।
 যদি মিথ্যা হসে কথা কারাগারে দিয় ॥
 কহে রাজা সঙ্গে প্রজা ছত্রদণ্ডধারী ।
 কালিদহে জদি হয়ে কমলে কুমারী ॥
 কর জোড়ে সদাগরে কহিছে তখনে ।
 কর্ণধার সাক্ষি আছে জিজ্ঞাস আপনে ॥
 কমল দেখিল সাধু মুক্তারামে গায়ে ।
 মানস মানস অলি ঘুরয়ে সদায়ে ॥

৪৬০

৪৬৫

রাগ—খর্ব্বচ্ছন্দ ।

কর্ণধার ডাকি রাজা জিজ্ঞাসিলা পুনি ।
 তবে নি পদ্মিনী সত্যে কালিদহের পানি ॥
 কর্ণধারে বলে রাজা মিথ্যা কহি কিবা ।
 নরকে ডুবিতে বল না দেখিছি জেবা ॥

কথায় কমল বন কথায় পদ্মিনী ।
 আক্ষরা না দেখি সাধু সাক্ষি করে পুনি ॥
 রাজ্যে করিল আজ্ঞা কোটয়াল তরে ।
 জিনিলাম সদাগর রাধ কাঁরাগারে ॥ ৪৭০
 গৌরীপদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভার্যে ॥

ঘোষা ।

অএ শিব সন্তুরে হয়ে ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয়ে ॥
 জেন মাত্র দণ্ডধরে কৈল হেন রাও ।
 চমকি উঠিল তখন ধনপতির গাও ॥
 সাধু বোলে মহারাজা কহি ভোক্ষা ঠাই ।
 ধন জন নেয় রাজা ছাড়ি দেয় জাই ॥
 অপরাধ কৈলুম রাজা চিত্ত কর শাস্ত । *
 * * * ৪৭৫
 * * *
 রাজাপদ অন্তকালের কাম ॥
 কাণ্ডার সহিতে আছে সাধুর নন্দন ।
 ক্রোধ করি কতোয়ালে বলিছে তখন ॥
 ছাড়রে যুক্তি বেটা বর্ষিক কুমার । *
 এক কোপে জাইবে কাটা দেখ অসিধার ॥
 তা শুনিয়া শ্রীমন্তে হস্তজোড়ে কহে ।
 তর্পণ করিতে পারি যদি আজ্ঞা (আজ্ঞা) হয়ে ॥
 কাকুতি শুনিয়া কতোয়াল ক্রপাযুক্ত হইল ।
 বন্ধন খশাইয়া সাধু জলেতে নামাইল ॥ ৪৮০

* অন্তঃপর পুথির ২১—২৭ পত্রগুলি না থাকায় এখানে কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া
 যাইতেছে। এই পত্রগুলিতে রাজার সহিত শ্রীমন্তের কথোপকথন, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়া
 কাটিবার আদেশ ও শ্রীমন্তের প্রাণ ভিক্ষা প্রভৃতি ছিল, সন্দেহ নাই।

সাধুর চারি ভিতে পাইক চড়ি তরণীতে ।
 দেখিয় দেখিয় বলি আছে সমাহিতে ॥
 জলেতে নামিয়া স্নান করে সদাগর ।
 দ্বাদশ প্রকারে ফোঁটা কৈল তদন্তর ॥
 তাম্রপাত্রে তিন মোটক জল লৈয়া ।
 নামে নামে তর্পে নিজ গোত্র উচ্চারিয়া ॥
 বিবাদ ভাবিয়া করে পিত্রি তর্পণ ।
 কোন মতে না দেখিলুম তোক্ষার চরণ ॥
 সতিন উদক লও খুলনা জননৌ ।
 তোক্ষার চরণ মাও না দেখিলুম পুনি ॥ ৪৮৫
 স্মরিয়া লহনা আদি তর্পণ করিল ।
 গুরু জনাৰ্দ্দন স্মরি কান্দিয়া কহিল ॥
 জারজ বোলিয়া গুরু গালি দিলা কিসে ।
 তে কারণে চলি আইলুম পিতার উদ্দেশে ॥
 সকলে ছিয়ার দোষ দেখিতে জুয়াএ ।
 কীৰ্ত্ত্যদোষে মোগানেতে পরাণ হারায়ে ॥
 কোতোয়ালে বলে সাধু কত কর ব্যাজ ।
 জলেতে কাটিমু নহে রাখি কোন কাজ ॥
 অহে বেস্বে তর্পণ সকলে সদাগর ।
 কাণ্ডারে জোগায়ে বজ্র হস্তের উপর ॥ ৪৮৬
 বজ্র লৈয়া ঝারে সাধু পরিবারে আশে ।
 হেন কালে অষ্ট দুর্কা পড়ে সাধুর পাশে ॥
 মস্তকে তুলিয়া তাহা বোলে সদাগর ।
 এবে সে জানিয় কাণ্ডার হুংথ গেল দূর ॥
 অষ্ট দুর্কা পাইয়া সাধুর হইল সাহস ।
 ভণে মুক্তারামে মাতা পূরাও মানস ॥

ঘোষা ।

দশভূজা দেবী মহামায়ে ।
 অধম কিঙ্কর জানি রাখ তুয়া পায়ে ॥
 অষ্ট দূর্কা লইয়া করে সাধুর নন্দন ।
 ধ্যান করে যেক (এক) চিত্তে হুর্গার চরণ ॥ ৪৯৫
 ভয়াকুল হইয়া ভাবে অভয়া ভবানী ।
 জটাজুটধারী তপ্তকাঞ্চন বরণী ॥
 কেশরী বাহন তুঙ্গি দেবী দশভূজা ।
 মৈষাসুর বধিয়া ত লৈলা ইন্দ্রপূজা ॥
 ধর্ম শূল চক্র বজ্র নাগপাশ অতি ।
 অকুণ্ঠ কুঠার ধনু খেটক প্রভৃতি ॥
 দশ করে দশ অস্ত্র বিজুলি সঞ্চরে ।
 সিংহে থাকি লাম্প দিছ মৈষ উপরে ॥
 পাটনেতে চলি আইলু আঙ্গায়ে (আঙ্গাএ) ভোক্তার ।
 মোসানেতে প্রাণ হারায় দাসীর কুমার ॥ . ৫০০
 হরস্ত রাজার পাইক বধয়ে জীবন ।
 নিজ সত্য পালি রাখ দাসীর নন্দন ॥
 নমোহ নমোহু হুর্গা নমো মহামায়ে ।
 মধুরাম সেন স্তত যুক্তারামে গায়ে ॥

রাগ—সুহি ।

ঘোষা ।

করে কালী কুল রামা , খএ ধর্ম ধরি বামা
 গয়ে গঙ্গা গিরিজাদি সতী ।
 ঘয়ে ঘোর ঘনশ্রামা , উমে উগ্রতার বামা
 চরে চণ্ডী চিতারে বসতি ॥

ছয়ে ছিন্ন ছন্ন মস্তা জয়ে ভজি কর্ম বস্তা
 ঝয়ে বমকিত অসিধার ।
 নয়ে নির্গতির নীতি টয়ে টুক দিয়া মতি
 ঠয়ে ঠাঠ হুঙ্কে সংহার ॥
 ডয়ে ডগমগ জিন্ন ঢয়ে ঢোকে রক্ত পিয়
 আনয়ে আনল নিস্তারিণী ।
 তয়ে ত্রিপুরারি-জায়া থয়ে স্থিতিরূপে কায়া
 দয়ে দুর্গা দুস্তর তারিণী ॥ ৫০৫
 ধয়ে ধর্ম-পরায়ণী নয়ে নমো নারায়ণী
 পয়ে পরিভ্রাহি তুষ্টি সে ।
 ফয়ে ফণি দহে ঘট বয়ে বন্ধু তুমি বট
 ভবেতে ভবানী ভিন্ন কে ॥
 ময়ে মাতা মহাধাত্রা যয়ে যশোদার কৈষ্ঠা
 রয়ে রবিরজ গুণহতা ।
 লয়ে লক্ষ্মী লজ্জা ধৃতি বয়ে বিষুবক্ষে স্থিতি
 শয়ে শিব সব শক্তিভূতা ॥
 যয়ে বড়াননমাত্রি সয়ে সর্বসিদ্ধি ধাত্রী
 হয়ে হংস জিব খেলা রসে ।
 ক্ষয়ে ক্ষ্যাতি অর্দ্ধশী বর্ণকূলে বিহরসি
 মুক্তারাম সেনের মানসে ॥

ঘোষা ।

অয়ে মাতা ভকতবৎসলা ।
 সেবক সদয়ে মাতা অখিল মঙ্গলা ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 ভয়াকুল হইয়া শ্রীরা দেবোপদ বন্দে ।
 বাম পদ অভয়ায় ঘন ঘন স্পন্দে ॥

পদ্মারে বলিলা মাতা জানহ কারণ ।
কোন সেবকে আমা করিছে স্মরণ ॥
গণিয়া কহিল পদ্মা পাঞ্জিপোতা আনি ।
নির্ণয় জানিয়া পদ্মা কহে যুগপাণি ॥
শুনহ অভয়া কিছু মৈত্ৰ্য (মৰ্ত্য) বিবরণ ।
শ্রীমন্ত নাথে তোঙ্কার দাসীর নন্দন ॥
রাজ-আজ্ঞাএ কাটে তারে দক্ষিণ মোসানে ।
উপায় না দেখে সাধু ভয়-ভীত মনে ॥
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী ।

৫১৫

ধর ধর কাপে অঙ্গ সরক্তলোচনী ॥
সেবক সঙ্কট জানি অখিল ঈশ্বরী ।
সাজ সাজ বোলে মাতা করে অসি ধরি ॥
শ্রুত মাত্র সাজে রথ অঙ্গণকিরণ ।
নানা বর্ণে সাজি চলে দানবের গণ ॥
কেহ কেহ উর্জমুখী কেহ হুচিমুখী ।
বেতাল ভৈরব চলে হইয়া কোতুকী ॥
চৌঘট্য জোপিনী চলে ক্ষেত্রপাল সমে ।
রথভরে নামে মাতা সিংহল আশ্রমে ॥
নররক্ত আশে দানব অবতার ধরে ।

৫২০

যুগপাণি পদ্মা কহে দুর্গার গোচরে ॥ • •
তোঙ্কার ক্রপায়ে রহে সিংহলের রাজত্ব ।
আপনে খণ্ডাইবা কেনে আপনা মহত্ব ॥
মায়াবেশে নারায়ণী সাধুরে খুজিয়া ।
পশ্চাতে করিয় শান্তি চরিত্র বুদ্ধিয়া ॥
তাহা শুনি নারায়ণী মায়াবেশে জ্বারে ।
মধুরাম সেন স্তম্ভ যুক্তারামে গারে ॥

রাগ তুড়ি বসন্ত ।

নিজ বেশ ছাড়ি মাতা ধরে মায়া অঙ্গ ।
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সঙ্গে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
 খেত চামর জিনি শোভে মাধার কেশ ।
 অস্থি বিনে রক্ত মাংস নাহি অবলেস ॥ ৫২৫
 মৈত্রে গলিত দশনে পংক্তি নড়ে ।
 শব্দ প্রকাশিতে ঠেকে অধরে অধরে ॥
 ক্ষেপে চলে ক্ষেপে বৈসে অবশ শরীরে ।
 দণ্ড অবিলম্বে মাতা মোসানেতে ফিরে ॥
 বুদ্ধি (বুড়ি) বোলি ডাকে কোতোয়াল বুদ্ধি বিপরীত ।
 সেন মুক্তারামে ভণে হইয়া বিস্মিত ॥

লাচাড়ি ।

জীব হে কে জানে তোন্ধার পরিচরে ।
 তাহা জানে ভক্ত জন প্রেমে পুলকিত মন
 • তার ঘটে আন্ধার আলয়ে ॥
 আন্ধার করুণা বারে স্বরন্তু রহিতে নায়ে
 জাচে জ্ঞান জানিয়া মরম ।
 ভাবে ভক্ত সহি সহি তার তরে আমি যাই
 পুরাই ওহার মানস করম ॥ ৫৩০
 বাণী কমলা হইয়া • বিফুর বৈকুণ্ঠে রহিয়া
 মৈত্রে (মর্ত্য) গতি তা সবার আশে ।
 কেহ বা সমপ্রতি দিতে কেহ কণ্ঠে বিনম্রশিতে
 অন্তে অন্তে সতি নিষ্ঠাভাবে ॥

অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী

৫৬

তন জীব শিবচক্রে কেলি করে বটচক্রে
 আগমি ম'ধিলে পায়ের সার।
 চিহ্ন যদি হুগুবধু গুরুর বচন মধু
 মুক্তগামে কি বলিব আর ॥

ঘোষা।

দেবী কহে পরিচয় কোতোয়াল গোচর।
 পিতা মোর দ্বিজবর বারাগদী ঘর ॥
 নানা তীর্থে অবলীলায়ে স্মৃতিতে ফিরি।
 পুণ্যস্থানে লীলায়ে চলি ভ্রমি উদয়গিরি ॥
 তার শেষে অতি ক্লেশে কৈলাসেতে গিয়া।
 হরগৌরী-লীলা হেরি আসিলুম চলিয়া ॥ ৫৩৫
 এই ঠাই বড়াই করিতে বাসি লাজ।
 কাম কামাখ্যা আন্ধি গেলুম হিজলাজ ॥
 বদরিকা দ্বারিকা জে হেরিয়ে নিকট।
 হরিদ্বার মথুরার পন্থ সন্নিকট ॥
 সাগরসঙ্গমে জাইতে মনে অভিলাষ।
 অকাল জঞ্জাল শুনি আইলুম তোমার পাশ ॥
 হেন বলি জায়ে চলি দেবী মায়াবতী।
 ধীরে ধীর হইয়া স্থির জথায়ে ত্রীপতি ॥
 মায়াছলে খল খল হাসি বলে মায়ে।
 মোর দাস কোন আশে আসিল রেখারে (এবার) ॥ ৫৪০
 তার মায়ে খুলনায়ে পুজিয়াছে মোরে।
 গুহার স্তম্ভে হুঃখযুত দেখি প্রাণ পোড়ে ॥
 কহি তোরে ভিক্ষা মোরে দেয় ত্রীপতি।
 স্বর্গকুল গতি কর হও স্বর্গগতি ॥

জীবদান ফল জান কি বলিবু আর ।
 নহে বাপ ব্রহ্মশাপ লইবা আশ্রয় ॥
 ছাড় মায়া কতোয়ালিয়া বলে কোপ করি ।
 এই বুড়ি মায়াপুরী লঙ্কা-নিশাচরী ॥
 কহি শুন কথ কণ লোভ না করিয় ।
 মনের আশে রক্তমাংসে উদর ভরাইয় ॥ ৫৪৫
 ভক্ত লাগি কষ্টভাগী হইলা নারায়ণী ।
 পুনর্বার হস্তে তারে ধরিলা আপনি ॥
 হের নেয় শিরে দেয় হস্তের তুলসী ।
 তার জোগে হুংথ ভোগ সুখ না পায়সি ॥
 কতোয়ালিয়া অভাগিয়া কুবুদ্ধি পাইল ।
 গলে ধরি মাহেশ্বরী দূরে খেদাইল ॥
 ওমা ওমা বোলে গো মা কতোয়ালিয়ার ঢেকারে ।
 কাট বা রাখ (বা) সাধু মোর নাহি দায়ে ॥
 তাহা জানি নারায়ণী অদৃশ হইলা ।
 অশুক শব্দ ছিয়ার কর্ণেতে কহিলা ॥ ৫৪৬
 তা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া শ্রীমমন্তে কহে ।
 অএ মাতা থাক য়েথা (এথা) তবে নাহি ভয়ে ॥
 শূন্তে থাকি কর্ণে লাগি দেবী বোলে পুত্র ।
 সর্বত্র কিঙ্কর পুত্র আন্ধি তার স্ত্র ॥
 তোর অঙ্গে অস্ত্র ভঙ্গ হইব ওহার ।
 দোষ অস্ত্রে রাজসৈন্ত হইব সংহার ॥
 সাধু ঠাই বরদাই সিদ্ধজল আনি ।
 মুক্তারামে কেনে বাম ইন্দ্রবরানি ॥

ঘোষা ।

নিশ্চয়ে ছুর্গীর নাম লমন ঔষধি ।
 নিশি দিশি রেকবার (একবার) মনে জপ যদি ॥ ৫৫৫
 ছিয়ারে বোইসারে কতোয়াল কাটিবার আশে ।
 খর্গধার দেখি ছিয়ার মনে ভয় বাসে-॥
 ছুই হাতে কতোয়ালিয়া খর্গ হানে তুণ্ডে ।
 ছিয়ার অঙ্গে লাগি খর্গ হইল খণ্ড খণ্ডে ॥
 লজ্জা পাইয়া কতোয়ালিয়া হাতে খর্গ লইল ।
 সেই খর্গ সাধুর অঙ্গে খণ্ড খণ্ড হইল ॥
 ক্রোধমুখে খর্গ হস্তে হানে ভাগে ভাগে ।
 নিরস্তর ছিয়ার অঙ্গে বনবনি লাগে ॥
 গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥ ৫৬০

ঘোষা ।

ভক্ত পির রে ভবানী নাম মাধুরী হে ।
 জেন পদে ভ্রমরের চাতুরি হে ॥ * *
 বের্ষ হইল খর্গ যদি হস্তী টুকাইছে ।
 ধ্যান মনে শ্রীরা দেবীর পদে আশ্চর্যদ্বিছে ॥
 জে পদ লভিয়া হর যত্নাঙ্কর নাম ।
 কি করিতে পারে হস্তী সে পদ বিপ্রাশ ॥
 সাধুরে দেখিয়া হস্তী চিংকারিয়া ধারে ।
 অক্লুশ হানিয়া মাহত রাখিতে না পারে (পারে ?) ॥
 রাজ অঙ্গীকার কতোয়াল কঁভো নহি ছাড়ে ।
 চতুর্দিকে বেড়ি সৈন্ত বহু অঙ্গ মারে ॥ ৫৬৫

ଓହି ନାମ ଜ୍ଞପି ନାମ ଋଷେ ସଦାଗର । (୧)
 ଅନ୍ତେ କି କରିବ ତାରେ ହୈହେ ଅମର ॥
 ତଥାପି ମନିସାବୁଦ୍ଧି ହିରାରେ ଜାନିଲା ।
 ଅପାଞ୍ଜ ହିନ୍ଦିତେ ଦେବୀ ଯାତ୍ରିକା ପୁରିଲା ॥
 ଦେବୀର ଅପାଞ୍ଜଭଜି ମୁକ୍ତରାମେ ଜାନେ ।
 ଉଠି ସଂହାରଣ ଶିଫ୍ଟ ଅଭିମତ ହାନେ ॥

—

ଯାତା କଟାକ୍ଷି ଜୁହାର ଧ୍ବନି ପୁରନ୍ତି ।
 ମୋଶାନେତେ ଯାତ୍ରିଗଣ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ॥
 ରାଜସେନା ଜେନ ଫେନା ଜୁବେ ମିଥ୍ୟା ଆଶେ ।
 ଗଞ୍ଜୁସେର ଜେନ ଥିର ଯାତ୍ରିଗଣେ ଶ୍ରୀସେ ॥ ୧୧୦
 ଶ୍ରୀଂ ହାୟାସେ ନିଶିରାସେ ସମର ଶବ୍ଦଟେ ।
 ଭଞ୍ଜ ସେନା ବାର୍ତ୍ତା ଜାନାର ନୂପତି ନିକଟେ ॥
 ସମରେ ଅବଳା କିରେ ହୈୟା ଅବତାର ।
 କିତୋରାଣ ଆଜ୍ଞାପାଳ ତୋହାର ସଂହାର ॥
 ବହୁ ବୀର ହୈୟା ସ୍ଥିର ଜୁବେ ଦେବୀର ଆଗେ ।
 ଗୁନି ନୂପେ ସୈନ୍ୟ କୋପେ ପାଠାସେ ଭାଗେ ଭାଗେ ॥
 ଅଧରୋହ ଗଜରୋହ ଜୁବେ ସେନା ନକ୍ଷ ।
 ଜୋଗୀନିୟେନ୍ଦ୍ରକ୍ଷ ପିୟେ ପାହିୟା ବହୁ ଢକ୍ଷ ॥
 ଆପନେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଆଦି ଅଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରେ ।
 ହାନ ହାନ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ସନ ସନ ରାସେ ॥ ୧୧୧
 ହସ୍ତେ ଅସି ରଣେ ପଶି ଜୁବାସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ।
 ଯାଆବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଗିଲେ ଭୟାନକତୁଣ୍ଡା ॥
 କାଳୀପଦନଧଞ୍ଜୁ-ସୁଗଳ ସଦାସେ ।
 ହରିଲାଲ ମୁକ୍ତାରାମ ନାମ ରାଧ ଯାସେ ॥

—

গীত পিঙ্গল ।

ভালি নাচে রে চামুণ্ডা উগ্র তুণ্ডাই ।
 তর্জ্জে গর্জ্জে রণে সজ্জে গলে নরমুণ্ডাই ॥
 ঘোর রব পুরে নব কাদম্বিনী কালী হে ।
 গলিত চিকুর মিত (সিত ?) আউলুইয়া চিকুর হে ॥
 কপালে অলকামালা বালকে সিন্দূর হে ।
 গম্ভীর অস্থির হাসি রিপুকুল শোভ হে ॥ ৫৮০
 রক্তধারাময় ঘোরা অঙ্গ রঙ্গ সোভরে ।
 শিরে ইন্দু ষষ্ঠ্যবিন্দু মেঘ আড়ে চাঁদ হে ॥
 দৃষ্টমুখী সদায়ে সুখী অধর সুছন্দ হে ।
 নাসা পরে নৃত্য করে বেসরমগুল হে ॥
 কি মহিমা স্তম্ভজিমা কার্পাসাঘর হে ?
 নিতম্ব সঘন কম্প লম্বা লম্বা উরু হে ॥
 পদাঙ্গুলে রবি উলে ধূর্জ্জটিরজিমা হে ।
 নৃপুংরে স্তন্যতান পুরে ধূর্জ্জটিরজিমা হে ॥
 সোপঞ্জনি (?) কথ মণি মুকুতা জড়ন হে ।
 তজ্জ্য (তজ্জ ?) তালে নাচে ভালে মুক্তারাম মন হে ॥ ৫৮৫

বাঙ্গালী বসন্ত ।

আনন্দে বিহরে কালী জোগিনী সমাজে ।
 ভৈরবী ভৈরবী নাচে শিবাকুল সাজে ॥
 মলয়জ সমীর সহায় ঋতুরাজে ।
 নবরঙ্গে বটে মায়ে কেলিরস কাজে ॥
 কোকিলে কুহরে কুহু বিঘূর্ণিত অলি ।
 অশ্রু-রুধিরে স্লামা করে রসকেলি ॥

ক্ষেপে নটবর বেশ ক্ষেপে বটে রামা ।
 ক্ষেপে ক্ষেপে সুধাপানে ফাণ্ড খেলে শ্রামা ॥
 শ্রামা অঙ্গে শোভে ফাণ্ড রক্ত মিশালে ।
 তছু পদধূলি মাগে সেন হরিলালে ॥

৫২০

রণস্থলে তোলবোল রক্তে পরিপূর্ণ ।
 ক্ষেপেক মধ্যে হইল সত্ত্ব নৃপদল চূর্ণ ॥
 কোনখানে মাজিগণে শব-নৌকায়ে চড়ি ।
 রক্তস্রোতে নরমুণ্ডে কেরুয়াল ধরি ॥
 শোণিত অমৃত প্রায় কেহ কেহ খায়ে ।
 মুখ ভরি রক্ত ধরি হেকায়ে উড়ায় ॥
 নর খান্ধে নৌকা বাহে কেহ কেহ নাচে ।
 খাবরে কুধির পূর্ণ কেহ কায়ে জাচে ॥
 মারাছলে অরবিন্দে কুমারী হইয়াছে ।
 নিস্তারিয়া কেহ কেহ রাজাতে কহিছে ॥

৫২৫

ঈত মাত্র শোকে আব্ব (আর্ত ?) রাজা বিমরিসে ।
 লীলাগতি ভগবতী আন্ধি রহি কিসে ॥
 আপনে মোশানে রাজা করিলা গমন ।
 দেখিয়াত ভয় পাইয়া হরিলেক জ্ঞান ॥
 কতক্ষেপে চেতনে স্তবন নরপতি ।
 মুক্তারাম-মনস্কাম পুরাও ভগবতি ॥

রাগ গোলক ভৈরব ।

সব ঘটে আত্ম (আত্ম) রূপ হরবধু মাই ।
 বড় ভাগ্যে তুরা চরণ দরশন পাই ॥
 দশ নাড়ী সমতুল কুলনাড়ী হইয়া ।
 দেহ-গেহ আছে চিত্ত পঞ্চ সখী নইয়া ॥

৬২১

কাহারে খাইছ তুষ্কি ভব অহুয়োগে ।
 কাহারে প্রসন্ন তুষ্কি তাহা সেই জাগে ॥
 ভবে তুষ্কি আন্ত (আত্ম) সবেব বিহর বিভাগে
 ভবে নিত্য চিত্তস্থ হরিলালে গাবে ॥

পয়ার ।

মোহ ছাড়ি জ্ঞান লভে সিংহল অধিপে ।
 বহুবিধ স্তুতি করে দেবীর সমীপে ॥
 ব্রহ্মা হরিহরে তোম্বা নহি জানে মায়া ।
 কিল্পে জানিব আন্ধি নরাধম কারা ॥
 তুষ্কি আত্ম তুষ্কি সাধ্যা জিজগতভর্তা ।
 তুষ্কি স্থখ তুষ্কি দুঃখ জিজগতভর্তা ॥
 জে বোল বোলাও তুষ্কি সেই বোল বলি ।
 জেখানে চালাও তুষ্কি সেইখানে চলি ॥
 জগতজননী দোষ ক্ষেমিতে উচিত ।
 জগত বাহিরে আন্ধি নহি কদাচিত ॥
 সদয় হইয়া তারে বলে ভগবতী ।
 জিয়াইয়া দিতে পারি সৈন্ত সেনাপতি ॥
 যদি তোম্বার কস্তা দেয় শ্রীমন্তের ঠাই ।
 অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তারে করহ জামাই ॥
 কালিদহে না দেখিলা পদ্মিনী নলিনী ।
 কুধির উপরে দেখে সেই কমলিনী ॥
 দেখি ধন্ত বোলে রাজা শ্রীমন্তের তরে ।
 কস্তা দিতে বাক্য দান কৈল নৃপবরে ॥
 সন্ত সৈন্ত চাহে দেবী অনন্ত-নয়ানে ।
 বস্ত্রিরা উঠরে জেন আছিল শয়নে ॥

৬০৫

৬১০

অমৃত নয়ানে দিষ্টি কি বলিয়ু আর ।
 কাটা অঙ্গে জোড়া লাগে হাজারে হাজার ॥
 সজীব হইয়া কতোয়াল ধায়ে চারি ভিতে ।
 বেষ্ট হইয়া ডাকে তবে সাধুরে কাটিতে ॥
 তা শুনিয়া নারায়ণী সন্মিত বদন ।
 আপনে রাজা কতোয়ালে করে নিবারণ ॥ ৬১৫
 সৈন্তগণ জিয়া উঠে রাজায়ে দেখিয়া ।
 মোশানেতে চণ্ডী পূজে লক্ষ বলি দিয়া ॥
 রাজা ঠাই পূজা লইয়া বিবিধ বিধানে ।
 কৈলাসেতে জাইতে মাতা কৈল সাধু স্থানে ॥
 ছিরা বলে কহ আউগে (আগে) পিতার সন্ধান ।
 দেবী বলে পিতা তোর নাহি জীবমান ॥
 শ্রীমন্তে বোলে আন্ধি জানি তোন্ধা তব্ধে ।
 কষ্ট ভোগ ভোগাইছ না মারিছ সত্যে ॥
 হাসিয়া বলিলা মাতা শ্রীমন্তের ঠাই ।
 তোর পিতা দেখ গিয়া কারাগারে জাই ॥ ৬২০
 এ বলিয়া নারায়ণী কৈলাসে চলিলা ।
 কারাগার গৃহ সাধু রাজাতে মাগিলা ॥
 রাজা বলে জখ দেখ সম্প্রতি আন্ধার ।
 আন্ধি হোহত ধন জন অর্ধেক তোন্ধার ॥
 তথা হোন্তে শ্রীমন্তে কারাগারে জায়ে ।
 একে একে লক্ষ দার বন্ধন ছোড়ায়ে ॥
 মায়ের বচনে সাধু পিতারে দেখিল ।
 পরিচয় দেয় বলি ছিরায়ে কহিল ॥
 তা শুনিয়া পরিচয় দেখি সদাগর ।
 ধনপতি নার মোর উজানিতে বর ॥ ৬২৫
 লহনা খুলনা ধোর বরে তুই শ্রিয়া ।
 পঞ্চ মাস গর্ভশঙ্কা খুলনা রাখিয়া ॥

রাজার আজ্ঞায় হইল সিংহলে গমন ।
 পদ্মিনী নলিনী বনে দৈবে দরশন ॥
 মর্ষ না জানিয়া মুই জানাইলুম ভূপতি ।
 কর্ণধারে সাক্ষি না দেয় য়েথেক (এথেক) দুর্গতি ॥
 ষাদশ বরিষ হইল আক্ষার গমন ।
 অবিরত দহে হিন্মা খুলনা কারণ ॥
 পত্যয় (প্রত্যয়) হইল তার নাহি কোন সন্দেহ ।
 তথাপি পিতার পদে মনে মনে স্পন্দে ॥ ৬৩০
 জননীর পত্রখানি দিল পিতার তরে ।
 ধনপতি পঠে তাহা অক্ষরে অক্ষরে ॥
 পত্রপাঠে অশ্রুপাত হইল আখির জলে ।
 শ্রীমন্তের তরে সাধু গদ গদ বোলে ॥
 গৌরীপদনথচক্র-সুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারাম ভাষে ॥

করুণ দোপদী ।

প্রবঞ্চনা না করিয় রাজার জামাতা ।
 কেমনে পাইলা পত্র কহ সত্য কথা ॥
 প্রাণের খুলনা পঞ্চ মাস গর্ভবতী ।
 এই পত্র তানে দিয়া এখা মোর গতি ॥ ৬৩৫
 কালিদহে আসি দেখম্ অপরাধ সাজ ।
 পদ্মিনী নলিনী বনে গিলে গজরাজ ॥
 সাক্ষী না পাইল রাজা কাণ্ডারেরু ঠাই ।
 তেজোবলে কারাগারে মনস্তাপ পাই ॥
 বাপ ভাই নাই মোর জাতি কুল রাখে ।
 সবে মাত্র দুই ভাব্যা গৃহমধ্যে থাকে ॥

নিশ্চয় চিনিয়া পিতা শ্রীমন্তে কহে ।
 স্তন পিতা আন্ধি তোন্ধার স্ত্রজ (স্ত্রজ ?) তনয় ॥
 হেন হে কহিল জদি বালক ছিরাই ।
 চাতক আনন্দ জেন বরষণ পাই ॥ ৬৪০
 পুত্র কোলে লৈল সাধু হরসিত মনে ।
 ভণে মুক্তারামে ভাবি দেবীর চরণে ॥

পয়ার ।

আনন্দ ভেল হুঃখ দূরে গেল ।
 দূরের মানস জদি ভবানী মিলাইল ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 পিতা পুত্র সদাগর হরিস অপার ।
 ধনপতি বোলে দেশের কহ সমাচার ॥
 শ্রীমন্ত বোলে দেশের সর্বত্র কুশল ।
 স্নান পূজা কর তুমি খণ্ডউক অমঙ্গল ॥
 গঙ্গার জলে স্নান করি পূজে মহেশ্বর ।
 হরিসে ভোজন হুঃহে করে তদন্তর ॥ ৬৪৫
 ছিরা বোলে মোশানে কহিছেন মহামায়ে ।
 রাজকন্যা বিহা আন্ধি করিতে স্নেথায় (এথায়) ॥
 সাধু বোলে পাছে জানি প্রমাদ ঠেকাইব ।
 শ্রীমন্তে বোলে সত্য এথা না রহিব ॥
 বিধাতা নিবন্ধ কর্ম কে বাধিত গতি ।
 হেন কালে দিব্য দোলা পাঠায় ভূপতি ॥
 গৌরীপদনখচক্রসুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

মহামারের মহিমা অপার ।

ভূঙ্গি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥ ৬৫০

রাজপুরে গেল হুহে চৌদলে চড়িয়া ।

জামাতা বরিল রাজ্য পাণ্ড অর্থ দিয়া ॥

সুশীলারে সাজাইলা বিবিধ বিচিত্রে ।

জয় জয় হলাহলি মঙ্গল-বাদিত্রে ॥

অর্দ্ধ রাজ্য সমে রাজ্য অনেক জতুকে ।

কত্না দান দিলা রাজ্য পরম কতুকে ॥

রাজভোগ পরিচ্ছদে হুঃখ পাসরিল ।

এই মতে কথ দিন সিংহলে রহিল ॥

রাজকত্না সুখভোগ ঘটায় বিধাতা ।

মনেহ না স্মরে সাধু জননী বিমাতা ॥ ৬৫৫

স্বপ্নে কহে নারায়ণী খুলনার বেশ ।

রাজ্যে সর্বস্ব নিল দেখ আসি দেশে ॥

দারাসুত-স্নেহে জীব পাসরে ঈশ্বর ।

কহে দেন মুক্তারামে ভবানীকঙ্কর ॥*

গীত ।

আজু শুভ দিনে রে ভবানী কর ভাবনা ।

জীবত না ঘটে রে বিষম যমযজ্ঞণা ॥

ভবানী ভাবিতে মন না করহ ছলনা ।

করমগঠিত দেহ নহি জান আপনা ॥

* এই ভণিতার পর পুথিতে আবার নিম্নোক্ত ভণিতাটি দেখা যায় ;—

দেবী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুখ-অভিলাষে ।

চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাবে ॥

সম্ভবতঃ নকলনবিশের দোষে এ স্থলে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

ভবানী-চরণধাম করহ মাননা ।
 শমন তরিয়া হইবা পারি সাত যোজনা ॥ ৬৬০
 মনরসে প্রেমবশে জে করে ভাবনা ।
 সে জনের তুলনা দিতে যুক্তারামে জানে না ॥

ঘোষা ।

হরি হরি বোল রাম রাম ।
 ভজিলে ওই রাজা পদ অন্তকালের কাম ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 স্বপ্ন দেখি শ্রীমন্ত নিশ্চয়ে রহিল ।
 স্নানার্থে সন্ধ্যোধ্যা সকলি কহিল ॥
 প্রভাতে জাইমু দেশে রাজ্যে কহিবা ।
 তুঙ্গিহ জাইবা কি না যেখানে (এখানে) রহিবা ॥
 স্নানার্থে বোলে প্রভু নিবেদন মোর ।
 নিশ্চিন্তি ছাড়ি কোথায় রহিছে চকোর ॥ ৬৬৫
 বিরহ-সাগরে প্রভু তুঙ্গি মাত্র কুল ।
 তুঙ্গি বিনে মনোভব-তরঙ্গ বহল ॥
 কথোপকথনে হইল পত্ন (প্রত্যাধ) বেহান ।
 স্নানার্থে কহিল গিয়া মাও বিজয়ান ॥
 রাজা রাণী হুহে সাধু জন্ম করি চাহে ।
 রাণিবারে হুহে সাধুর সম্ভ্রতি (সম্ভ্রতি) নী পায় ॥
 ধন জন হস্তী ঘোড়া অর্দ্ধ ভাগ করি ।
 সেই ক্ষণে দিল রাজা অষ্ট ডিঙ্গা ভরি ॥
 পিতা পুত্রে রাজ্যস্থানে বিদায় হইয়া ।
 ডিঙ্গী মেল বোলে শ্রীরা পত্নী কোলে লইয়া ॥ ৬৭০
 অষ্ট মালুমে বাহে বাদিত্য নগরে ।
 গগনেতে শুভিরাছে পক্ষী বাক্য উড়ে ॥

রত্নমালার ঘাট হোস্বে চলিছে তরণী ।
 কালীদহ আদি বাহে কথ দিব গণি ॥
 উপস্থিত মোকরামে অষ্ট মধুকর ।
 ধনপতি বোলে বাপু গুনহ উত্তর ॥
 আচম্বিত ঝড় বাহে হইয়া বিকল ।
 মোর ছয় ডিঙ্গা বাপু এইখানে তল ॥
 তা শুনিয়া কুলে উঠি সাধু শ্রীরপতি ।
 ভক্তি করি পূজা করে দেবী ভগবতী ॥ ৬৭৫
 দেবীর অঙ্গীকারে তথা গগনপতি জাই ।
 ছয় ডিঙ্গা তোলে প্রভু গুণেত চড়াই ॥
 পাইক সহিতে জদি ছয় ডিঙ্গা ভাসে ।
 চৌদ ডিঙ্গা বাহে প্রভু মনের হরিষে ॥
 জিপিণী বাহিয়া পায়ে ভ্রমরার ঘাট ।
 রৈষরে বসিয়া সাধু দেখে নিঃপাট ॥
 কুশল জানায়ে কাণ্ডার খুলনাতে জাই ।
 সেন মুক্তারামে ভণে মনে ভাবি আই ॥

করুণ ছন্দঃ ।

কাণ্ডার দেখিয়া তবে খুলনা জিজ্ঞাসে তবে
 কথায় মোর বালক ছিরাই ।
 কর্ণধারে বোলে বাণী শুন শুন সাউধানি
 সেই ছিরা রাজার জামাই ॥ ৬৭৬
 আদি অন্ত সমাচার শুনিয়া মুখেত তার
 প্রসাদ দিলেক বহুতর ।
 বাড়িয়া আনতে পতি আইগণ সঙ্গতি
 দুই সতা চলিলা সত্তর ॥

অশ্রুপূর্ণ আখি তথা দেখি ছিরা ছই সতা

কূলে উঠি বন্দিলা চরণ ।

ছই হাতে সাবুটিয়া কপালেতে চুষ দিয়া

কোলে লৈলা আপনা নন্দন ॥

ছই সতা প্রেমানন্দে পতির চরণ বন্দে

সাধু কহে খুলনার তরে ।

মঙ্গল আচার করি সঙ্গে সহ (শত) সতচেরি (সহচরী ?)

নিজ বধু লৈয়া জাও ঘরে ॥

তদন্তরে ধনপতি আপনা ভাঙার প্রতি

ভরে সাধু চৌদ্ধ ডিঙ্গার ধন ।

রাজযোগ্য আভরণ বাছি বহুমূল্য ধন

লৈয়া সাধু চলিল তখন ॥

পিতাপুত্রে ধনবান চলিলা রাজার স্থান

আগে বার্তা জানায়ে কাণ্ডারে ।

সেন মুক্তারামে ভণে দেবীর চরণ ধনে

পূর্ণ কর হৃদয়-ভাঙারে ॥

৬৮৫

পয়ার—রামক্ৰিশ্ণা রাগ ।

ধনপতি দেখি রাজা জিজ্ঞাসে আপনে ।

যেথ (এথ) দিন কেনে ভাই বিলম্ব পাটনে ॥

সাধু বোলে কালিদহে পত্নিনী হেরিয়া ।

মনস্তাপ পাইলুম কথা রাজাতে কহিয়া ॥

দ্বাদশ বৎসর ছিলাম কারাগারে বন্দী ।

শ্রীমন্তে ছোড়ায় গিয়া সদয় হইলেন চণ্ডী ॥

সিংহল-নৃপতি ভাঁনে কত্যা দিল দান ।

পিতাপুত্রে চৌদ্ধ ডিঙ্গা দেশেতে পয়ান ॥

দেবীর মহিমা শুনি বিক্রমকেশরী ।
 দেবী-পুত্র হেন ছিরা অনুমান করি ॥ ৬৯০
 পাত্র মিত্র আনি রাজা সম্ভ্রুতি (সম্মতি ?) লইয়া ।
 শুভ লগ্নে কালী নামে কত্যা দিলা বিহা ॥
 দেবীপদনখ চন্দ্রসুখা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

মাতা ভকতবৎসল ।
 সেবক-সদয় মাতা অখিলমঙ্গল ॥
 নিজ গৃহে বঞ্চে সাধু স্নেহের নাহি গুর ।
 খুলনা দেবার্চনা করে হইয়া হস্ত জোড় ॥
 প্রতাক্ষ হইয়া চণ্ডী পুছে প্রয়োজন ।
 কত্যা বোলে সাধুর বাধি করহ মোচন ॥ ৬৯৫
 সাধুর অঙ্গে দেহি কর অরবিন্দদল ।
 চক্ষু পদ বাধি সাধুর খণ্ডিল সকল ॥
 দেবী-কর-ওষধি জে সুগন্ধি সঞ্চারে ।
 সেই ক্ষণে হইল সাধু গন্ধর্ব্ব আকারে ॥
 তবে সাধু মেঘ মৈষ অজা বলিদানে ।
 মজ্জে আমন্ত্রিয়া পূজে তন্ত্বের বিধানে ॥
 তদন্তরে উজ্জানীতে সাধু ধনপতি ।
 কথ কাল স্নেহে সাধু করিলা বসতি ॥
 নিত্য থাকে খুলনার দেবীগত মন ।
 কৈলাসে জাইতে তুর্গা বলিলা বচন ॥ ৭০০
 একের তপস্ত্রাযোগে ছয় জন তরে ।
 মুক্তারামে ভণে সাধু মহাযাত্রা করে ॥

ঘোষা ।

নিশ্চয়ে ছরুগানাম শমন ঔষধি ।
 নিশি দিশি যেক (এক) বার মনে জপ জদি ॥
 আদি শক্তি দুর্গা স্মরিয়ে বিসমে ।
 জার গুল গায়ে বেদ আগম নিগমে ॥
 বিচিত্র বিমানে দেবী লইয়া ছয় জন ।
 জমপুর দিয়া রথ করয়ে গমন ॥
 দূতের মুখেত বার্তা পাইয়া অন্তক ।
 যুদ্ধসাজে চলে মূঢ় হরস্ত পাবক ॥ ৭০৫
 আশুছিয়া রাখে রথ হইয়া অগ্রগতি ।
 আর জম শ্রিজে (সজ্জে) দুর্গা হইয়া ক্রোধমতি ॥
 সমনে সমনে যুদ্ধ আছিল অপার ।
 মায়াজমের বায়ে তার দর্প ছারখার ॥
 মহৌষধি খায়ে জেন অসুস্থ বিরথি ।
 যুদ্ধ হারি জমরাজা অন্তরীক্ষ গতি ॥
 মহিষ ছাড়িয়া জম উঠিয়া পলায়ে ।
 কান্দি (য়া) চলিল বস্ত্র বান্দিয়া গলায়ে ॥
 বিরিক্ষিসদনে গিয়া কহিল সকল ।
 ব্রহ্মা বোলে ওরে জম এথা হোতে চল ॥ ৭১০
 তে কারণে দোষভাগী হইমু মিথ্যা আশে ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেবীর লোমকূপে ভাসে ॥
 তা শুনিআ ভীত হইয়া চলিলা সমন ।
 কৈলাসে দুর্গারে গিয়া করিলা স্তবন ॥
 প্রসন্ন হইয়া মাতা অভয় আশাসে ।
 সেন যুক্তারামশ্রাথ সমন তরাসে ॥

ঘোষা ।

দুর্গানাম মোক্ষধাম রে হয়ে ।
 ধনপতি মোক্ষগতি সঙ্গে দুই নারী ।
 জ্ঞান পাইয়া শিষ্য হইয়া সেবে ত্রিপুরারি ॥
 দুই পত্নী সঙ্গে রক্ষ সাধু শ্রীমমন্ত ।
 দেবীপাদপদ্ম সেবে স্তবের নাহি অন্ত ॥
 পার্শ্ব দেশে রহিয়া জে দেবীর বাম পাশে ।
 সেন মুক্তারামে ভণে দাস হইতে আশে ॥

৭১৫

ঘোষা ।

অভীষ্ট পুরাও অষ্টমঙ্গলা জননি ।
 তোমার চরণ বন্দম্ লোটাইয়া ধরণী ॥
 শ্রীকৃষ্ণ জনমতিথি নিদ্রাগতে তল্ল ।
 স্বপ্ন অনুভব বহু জানাইলা জল্ল ॥
 সে (ফল) প্রকাশ করে লোক বিভ্রমান ।
 আর কিছু কহি মাত্র আজ্ঞা পরমাণ ॥
 শুভ তিথি অহরাত্রি মঙ্গল দেবী বৈসে ।
 অর্চন করিয়া গাইতে আনন্দ মানসে ॥
 নতুবা শরতকালে দেবীর বাসরে ।
 অষ্টমী নবমী এই জেই স্তব পড়ে ॥
 গাও বা শুন বা এই মহিমা বাখান ।
 অভিমত ফল পাইবা দেবীর বাক্য জ্ঞান ॥
 জেই মতে স্বপ্নে মোরে জন্মাইলা ভাব ।
 সেই মতে শুন যদি ঘুচাও মনস্তাপ ॥
 জিয়নে মরণে মোর এই মাত্র খেদ ।
 তোম্বা গুণ নিন্দে জনের হইব শিরশ্ছেদ ॥

৭২০

সবা জখ জন আর গান বান জন ।

সদয় হইয়া কর অভীষ্ট পূরণ ॥

শুনহ পণ্ডিত ভাই ভকত প্রবোধ । ৭২৫

দেবীর মহিমা পাইতে না হইয় বিরোধ ॥

দেবীনাম ইক্ষুখণ্ড সংক্ষেপ পয়ার ।

শক্ৰভাবে দোষ পুনি ন লইবা আক্ষার ॥

সৰ্প হেন বক্র বুদ্ধি দোষ বা জদি সে ।

দেবীনাম ধনস্তুরি কি করিব বিষে ॥

গ্রহ রিত (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি ।

মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥ ৭২৯

ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী সমাপ্ত । ইতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ
১০ ভাদ্র রোজ সোমবার শ্রীরাধামোহন সেন দাষ সাং বরনা (থানা পটিয়া,
জেলা চট্টগ্রাম) দোয়ক্ষরমিদং । *

* দুইখানি পুথির সাহায্যে ইহার সম্পাদন কার্য শেষ করা গিয়াছে : উভয় পুথিই
খণ্ডিত । প্রথম পুথিখানির শেষাংশ নাই । দোভাঁজ-করা কাগজ । এক পৃষ্ঠে লেখা ;
কাগজের আকার ১৮×৭ অঙ্গুলি পরিমাণ । লেখকের নামধাম নাই । ১ম পত্রের ২য় ফর্দ
ও ২য় পত্র নাই । ৩—২৮ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ।

দ্বিতীয় পুথিখানির ২, ৭—৮, ১৩, ১৭, —১৮, ২০, ২৩ এবং ২৮—৩৮ পত্রগুলি মাত্র
বিদ্যমান । ৩৮ পত্রেই গ্রন্থ শেষ । উভয় পৃষ্ঠে লেখা । কাগজের আকার ১ম পুথির কাগজের
মত । লেখক রাধামোহন সেন দাস ।

পরিশিষ্ট—(ক)

‘সারদা-মঙ্গলে’ ব্যবহৃত ছুরুহ ও প্রাচীন শব্দাদির অর্থ

কবি মুক্তারাম সেন যেমন সুকবি ছিলেন, তেমনই সুশিক্ষিত ছিলেন। এ সমস্ত পুথির ভাষা প্রায় বিগত। গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাচীন, অপ্রচলিত ও গ্রাম্য শব্দাদির ব্যবহার বিরল। তথাপি প্রাচীনকাল-স্থলত বিভক্ত্যাদির ব্যবহার ইহাতে যে একবারে নাই, এমন নহে। ইহার ভাষায় আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিয়াছি,—

১। আমি, তুমি, আমরা, তোমরা প্রভৃতি সর্বনামগুলি আকি, তুন্নি, আন্না, তোন্না রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। য ও শএর ব্যবহার নাই বলিলেই হয়।

৩। উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া ও কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত প্রাচীন পুথির মত ইহাতেও বিরল নহে।

৪। ড ও রএর মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই।

৫। দ্বিতীয়া বিভক্তির ‘কে’ স্থলে ‘ক’ প্রয়োগ; যথা,—‘ডিন্না সব তুলিবারে ডুবারুক বোলে।’ ৪৩ পৃঃ।

৬। যতিভঙ্গ-দোষ পরিহারার্থ শব্দবিশেষের মধ্যে বা শেষে অক্ষরবিশেষের সন্নিবেশ; যথা,—আউগে (আগে), শ্রীমন্ত (শ্রীমন্ত), শ্রীমপতি (শ্রীপতি), রিতুঅ (রিতু = ঋতু)।

৭। মধ্যম পুরুষে ‘পায়সি’ প্রভৃতির মত ক্রিয়া ব্যবহার; যথা—‘তার জোগে দুঃখ ভোগ সুখ না পায়সি।’ ৫৮ পৃঃ।

৮। নাম পুরুষে পুঙ্খ, পুরন্তি, করন্তি, কহন্তি প্রভৃতির মত এবং উত্তম পুরুষে বন্দোম, বন্দো প্রভৃতির মত ক্রিয়া-প্রয়োগ। ‘বন্দো’ প্রভৃতি স্থলে কোন কোন পুথিতে ‘বন্দো’ প্রভৃতি দেখিয়াছি। যতিভঙ্গ-দোষপরিহারার্থ একপ ক্রিয়ার অন্তে আবার ‘হ’ যোগ হইতেও দেখা যায়, যথা—‘বন্দহ জনমভূমিদেবগ্রাম নাম’।

৯। পদ মিলাইবার সুবিধার্থ সপ্তমী বিভক্তির একার যোগ না করিয়া

ব্যবহার ; যথা—“তাহা গুনি যানে উঠি জাএ কৈলাসএ।” ১৩পৃঃ। ক্রিয়াগুলির সম্ভ্রাসারণও এই কারণেই ঘটিত ; যথা—শ্রবএ, করএ ইত্যাদি।

১০। ইহা, ইহার, উহার প্রভৃতি সৰ্বনামগুলি এহা, এহার, ওহার রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যে সকল শব্দ কিছু দুর্বোধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এখন আমরা তাহাদের অর্থাদি প্রদান করিতেছি ;—

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১	৪	এড়ে	ত্যাগ করে
২	৫	কারণ্য	কারণস্বরূপ
৩	৬	বিভজ্জিয়া	বিভাগ করিয়া
৪	৯	জুয়াএ	যুক্ত হয়
৫	২৮	পয়ান	প্রয়াণ
৬	৩০	মনোরিত	মনোরথ
৭	৩৯	নিবধ	নিবাত
৮	৪০	রূপসিয়া	রূপ হইয়া
৯	৫০	প্রতিজ্ঞ	(সম্ভবতঃ) প্রতিযোগী
১০	৫১	বন্দহ	বন্দনা করি
১১	৫৭	দেআঙ্গ	‘দেবগ্রাম’ শব্দের অপভ্রংশ
১২	৭০	ত্রিখণ্ডে	ত্রিভুবনে
১৩	৮৩	সংগতি	সংহতি, সঙ্গে
১৪	৮৩	উরিলা	উপস্থিত হইলা
১৫	৮৭	চৌকিআল	চৌকিদার, পীহারীওয়ারী
১৬	৮৯	ভস্মকার	ভস্মাকৃতি
১৭	৯১	জুঝেন	যুদ্ধ করেন
১৮	৯৮	চিন	চিহ্ন
১৯	৯৯	ছুরতি	স্মৃতি
২০	১০৬	অমিত্রা	অমৃত
২১	১১২	বিসাই	বিশ্বকর্মা

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১২	১১৪	তুরমাণে	শীঘ্র সে কালে অনেক স্থলে ব-ফলা দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য করা হইত। অজ্ঞ লেখকেরা বুঝিতে না পারিয়া 'তুরমাণ' শব্দকেই 'তুরমান' করিয়া ফেলিয়াছেন। এই পুথিতেই স্থানা- ন্তরে 'তুরমাণ' প্রয়োগ দেখা যায়।
„	১১৭	ভালি	ভাল তরল পয়সারে পূর্ববর্তী শব্দের সহিত মিল রাখিবার জন্ত এরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—'ক্ষেণে কালী নাচে ভালি বিস্তার রসনা।'
„	১১৮	বরদাই	বরদাত্রী
১৩	১২২	জিনে	জয় করে
১৪	১৩১	বরিষে	বর্ষে, বৎসরে
১৬	১৫২	আগুছি	আগুলিয়া
„	১৫৮	পেলাইল	ফেলাইল
		তুরিত	স্বরিত, শীঘ্র 'তুরমাণ' শব্দের উৎপত্তি যে ভাবে, ইহার উৎপত্তিও ঠিক সেই ভাবে হইয়াছে।
১৭	১৬০	প্রস্তাপ	প্রস্তাব
„	১৬২	একু	এক
„	১৬৩	ব্রেখা	বৃথা
„	১৬৬	পাতিয়া এ	প্রত্যয় হয়
„	১৬৭	লড়ে	দৌড়ে
১৮	১৭১	রসি = রসী	রসযুক্ত
১৯	১৭৮	তুখে	তোমাতে, তোমার

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
২০	১৯১	উয়ারি	বাড়ী
			এই শব্দটির মূল কি? চট্টগ্রামে মহিষের খোঁয়াড় বা গৃহকে 'উরা' বলে। কোন কোন পুথিতে 'উয়ারি' শব্দের সহিত 'মেহারি' শব্দের একত্র ব্যবহার দেখিয়াছি। ঐরূপ স্থলে 'ঘর বাড়ী' অর্থ করা যায়।
২১	১৯৬	ভেটাএ	ভেট দেয় বা দর্শন করায়
২২	২১১	কহ=কহম্ বা কহৌ	কহি
২৩	২১৭	চেরাএ	চেতন করে, জাগায়
		• ছোড়ায়	ছাড়িয়া দেও
২৫	২৩১	নিকালিয়া	বাহির করিয়া
২৬	২৩৭	সারি	পাশা খেলা
২৭	২৪৮	কৌতর	কবুতর
২৮	২৪৯	উকর ফাফর	ছট্‌ফট্‌, ব্যাকুল
৩০	২৮৩	বাহুনী	বাহু, ইচ্ছা
৩১	২৮৮	কর্ণমৈল	কর্ণমল
৩২	২৯৮	উপসন্ন	উপাসন্ন, উপস্থিত
৩৩	৩০০	• হোনে	হইতে
৩৪	৩০৫	সতা	সতিনী
৩৫	৩০৬	রিভুঅ	ঋতু
৩৬	৩০৮	অথাস্তর	অজ্ঞান
৩৭	৩১২	সাজনি	সজ্জা, সাজ
৩৮	৩১৮	সুবা	সন্ধ্যা, পরামর্শ
৩৯	৩২৯	চিকে	চিবুকে

সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে শব্দটি
'চিকে' লিখিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৫৬	৩৪৪	বিকি	বিক্রয়
„	৩৪৯	ভোকে	ক্ষুধায়
৩৭	৩৫৩	মিলে	মিলে
„	৩৬৩	উশৃঙ্গ	উন্নত
৩৮	৩৬৫	তরবারি	তাড়াতাড়ি
„	৩৭২	আইগণ	সখীগণ
৩৯	৩৮২	অপজ্ঞান	অমঙ্গল
৪০	৩৯১	জ্যোতিষ্ময়	পাঠান্তরে 'জতুময়' দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'জতুময় গৃহ' অর্থে ব্যবহৃত।
৪১	৩৯৬	বাদিত্য	বাদিক্ত, বাজনা
৪২	৪০৮	গইল	গঞিল, গত হইল
৪৩	৪১০	বাড়িছে	ফুরাইয়া গিয়াছে। ফুরাইয়া বা কমিয়া যাওয়া কথাটা অমঙ্গলসূচক। তাই বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাহার প্রকাশ। এক্ষণে প্রয়োগ আজও আছে।
„	৪১৩	ডুবাক্ক	ডুবুরিকে
„	৪১৭	কঠিনী	(হাতে) খড়ি
		পঠাইঅ	পড়াইও
৪৪	৪২৫	অপজ্ঞান	অমঙ্গল
„	৪২৭	পেলিবার	ফেলিবার
		সাবুটিআ	দৃঢ়রূপে জড়াইয়া
৪৫	৪২৮	অভ্যশিআ	অভ্যক্তিয়া, অর্চনা করিয়া
৪৬	৪৩৭	রৈ ঘর	রৈ = ধন ; সুতরাং ধনাগার
„	পাদটীকা	নাওরা	নৌকার বহর
৪৭	৪৪০	লোল	বিহ্বল
„	৪৪৩	আউগে	আগে
৪৮	৪৪৮	গাঞিতর	দাঁড়ী মাঝি

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৪৯	৪৫৩	তছু	তাহার
৫২	৪৮৪	পিত্রির	পিতার
৫৩	৪৯৯	লাম্প	লম্ফ
৫৯	৫৬২	আশ্চাদিছে	আশ্রয় চাহিতেছে (?)
৬০	৫৬৯	জুঙ্কার	যোদ্ধার
„	৫৭৪	অখারোহ	অখারুট, অখারোহী
		গজরোহ	গজারুট, গজারোহী
৬২	৫৯১	তোলবোল	সিক্ত
„	৫৯২	কেরবাল	কেরবাল, নৌকার দাঁড়
„	৫৯৬	বিমরিসে	চিন্তা করে
„	৬০০	ফুলনাড়ী	কুলকুণ্ডলিনী
৬৩	৬১২	বতিয়া	বাঁচিয়া
৬৫	৬৩০	পত্যয়	প্রত্যয়
		সন্দে	সন্দেহ
৬৭	৬৫৩	জতুকে	যৌতুকে
৬৮	৬৬৭	পত্নুস	প্রত্নাষ
„	৬৬৮	সম্প্রতি	সম্মতি। লিপিকরপ্রমাদে 'সম্প্রতি' হইয়াছে।
৬৯	৬৭৪	বাহে	বায়ে, বাতাসে
„	৬৮০	সাউধানি	সাধুর স্ত্রী, সওদাগর-পত্নী।

পাঠোদ্ধার করিতে বাইয়া আমরা প্রায়ই প্রাচীন বর্ণবিজ্ঞানসম্পন্ন অমুসরণ করিয়াছি। তজ্জন্ত অনেক সুবোধ্য স্থলেও টাকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন হইয়াছে। কায়, কৃপা, নমুয়া, এক, একবার, এথায়, সৃজে, দ্রব্য, বেশে ইত্যাদি শব্দগুলি কাআ, ক্রিণা, মনিসা, য়েক, য়েকবার, য়েথাএ, শ্রিজে, দৈর্ক, ভেমে রূপে লিখিত হইয়াছে। 'কোথা' স্থলে সর্বত্রই 'কথা' লিখিত দেখা যায়। প্রাচীন কালে শব্দটি 'কথা' রূপেই প্রচলিত ছিল। তৎস্থলে 'কোথা' কতকটা আধুনিক সংস্করণ।

• আবহুল করিম

পরিশিষ্ট—(খ)

“সারদা-মঙ্গলের” ভূমিকা ও প্রাচীন শব্দ-তালিকা লেখা শেষ হওয়ার পর কবি মুক্তারাম সেনের জাতি-বংশীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়ের চেষ্টায় উহার সম্পূর্ণ একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিলিপির সাহায্যে এখন পূর্ব-পুথিখানির ঋণিত অংশটি পূরণ করিয়া এ স্থলে পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ করা গেল।

যেখানে অর্থবোধের ব্যাঘাত বা যতিভঙ্গ-দোষ ঘটিতে পারে, এই পুথি হইতে সরূপ করেকটি বিশেষ স্থলের পাঠান্তরও প্রদান করিলাম।

হরিলাল সেন কে, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে ভূমিকায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার ভণিতায়ুক্ত আরও দুইটি অংশ এই প্রতিলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন আমাদের বিশ্বাস, হরিলাল সম্ভবতঃ কবি মুক্তারামের দ্বিতীয় নাম ছিল।

পুথির আরম্ভে নিম্নোক্ত অংশটি বেলী আছে,—

১৭ নমো অষ্টমঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।

নমো গণেশায় নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ ।

রাগ—সিন্ধুরা ।

বন্দো তেজমঅ রবি রজ শক্তি বল ।

তিন গুণ যুক্ত গুরু অখণ্ড মণ্ডল ॥

সৃষ্টি কর্মে জানি তোক্ষা কল্প প সন্ততি ।

সুভাগুত কর্ম সাক্ষী জগতের পতি ॥

অরুণ সারথি যুক্ত সপ্ত অখ রথে ।

অমেরু কটিতে প্রভু ফির জিজগতে ॥

সহস্র কিরণ প্রভু মহিমা অপার ।

জপ স্তপ পূজা আউগে অর্চন জাহার ॥

বিঘ্নবিনাশক বন্দম দেব গণপতি ।
 নব গ্রহগণ বন্দম রাশিচক্রে গতি ॥
 নায়কের হর প্রভু রোগ শোক জখ ।
 সেন মুক্তারাম হউক দেবীপদে নত ॥

রাগ—মল্লার ।

গণেশ বিঘ্ন শেষ জোগেন্দ্রেস ধ্যানাবেস
 সমাধি রচিত পূত (প্রীত) মন ।
 একদন্ত মহাকায় জোগাসন সদাএ
 চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন ॥
 সিন্দূরে শোভিত রঙ্গ অতিশয় ধ্বংস
 কুসুম সুগন্ধিমালা সাজে । ইত্যাদি ।

১ পৃষ্ঠা—৩য় পদের পাঠান্তর—
 মুখিবাহন দেবা মহিমা জানয়ে কেবা

২ পৃষ্ঠা—৫ম পদের পর—
 দেবী হইলা বিভক্তি ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণে ।
 প্রভুর ইজিতে গিয়া.....ইত্যাদি ।

২ পৃষ্ঠা—৭ম পদের পর—

মালসী রাগ ।

মা বলিআ ডাঁকি মাহেখরি মা ।
 মা হইআ মোকে চাহ না ॥
 মামতি মুঢ় মনে নেহ মা তব বোধ কি মাও না (১) ।
 ন-আবলম্বিত ললন লাঘব নন্দন লহরি লোভিতা ।
 লক্ষিতে লাঘণ্য লীলা লতা লাখে লঘু লভি ক্ষোভিতা ॥

শিশু কি জানে সীমা সেবা মম রণ শিরসি সরসিজ সাজিতা ।
 সেচঅ নীতল স্তন রস সিতরাজসুতরাজিতা ॥
 রাগে সরস থির বাঞ্ছে হরিলাল কীণ খুধাতুর রোদনে ।
 গণেশ-জননী অনাদরে মরি গো বালক অনোদনে ॥

২ পৃষ্ঠা—৮ম পদের পাঠান্তর—

... .. বেদে কহে পরমাণ
 কমল-আসনে রূপ পাই ॥ ধূজা ।

৪ পৃষ্ঠা—২৩ পদের পাঠান্তর—

ভয় হোতে পশুগণ পালিলা দ্বিতীয়ে ।
 ধন পাইয়া কালকেতু অর্চুএ তৃতীয়ে ॥

৪ পৃষ্ঠা—৩০ পদে—‘মনোরিত’ স্থলে ‘মনোনীত’—পাঠান্তর ।

৬ পৃষ্ঠা—৪৬ পদে—‘দেগুর’ স্থলে ‘কুণ্ডে’ এবং ‘সমপিতে’ স্থলে ‘সম-
 শ্রিতে,’ (প্রীতে=প্রীতিতে ?)—পাঠান্তর ।

৬ পৃষ্ঠা—৫২ পদে—‘তেজ জে’ স্থলে ‘ভেসজে’ (ভেষজে)—পাঠান্তর ।

৬ পৃষ্ঠা—৫৩ পদে—‘স্বদেশেতে’ স্থলে ‘সে দেশেতে’—ঐ

৭ পৃষ্ঠা—৬০ পদে—‘উল্লাস’ স্থলে ‘উদাস’— ঐ

৮ পৃষ্ঠা—৭২ পদে—‘আমজ্ঞণ’ স্থলে ‘আমদ্বন্দ’—ঐ

৯ পৃষ্ঠা—৭৮ পদে—‘না দিআ’ স্থলে ‘বক্ষিয়া’—ঐ

৯ পৃষ্ঠা—৮৫ পদের পাঠান্তর—... .. চমকত চন্দন
 চম্পক-চূড়া সাজিত হে ॥

৯ পৃষ্ঠা—৮৮ পদের পাঠান্তর—

উপস্থিত হইল গিয়া জথ দেবগণ ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে... .. ॥

১১ পৃষ্ঠা—১০৮ পদের পাঠান্তর—

নহি পূজে দেবতারে নহি জানে আন্ধারে
 বোল ধনি যুক্তি তাহার ॥

১২ পৃষ্ঠা—১১৫ পদে—‘দেবী স্থানে’ স্থলে ‘নৃপ স্থানে’—পাঠান্তর।

উক্ত পদের পর—

জেন মেঘে অতি বেগে বিজুলী খেলাএ ।

হাসে কালী মুণ্ডমাগী মুক্তারামে গাএ ॥

রাগ—ভূপালী ।

স্বপ্ন কহে মহামাএ রে ভূপতি সন্মানে ।

দেখে রঞ্জী... .. ইত্যাদি ॥

১৩ পৃষ্ঠা—১২২ পদে—‘সর্ব বিবরণ’ স্থলে ‘সত্য সভাজন’—পাঠান্তর।

১৩ পৃষ্ঠা—১২৫ পদে—‘নৃপএ’ স্থলে ‘নৃপরায়’ ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১২৬ পদে—‘বহুতর’ স্থলে ‘বহু স্তবি’ ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১৩১ পদে—

‘তাহা শুনি যানে উঠি’ স্থলে ‘তা শুনিয়া নেউটিয়া’ ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১৩২ পদে—‘কাজের মাঝে’ স্থলে ‘কাজে বনমাঝে’ ঐ

১৫ পৃষ্ঠা—১৪১ পদে—‘শস্ত্র জোগে’ স্থলে ‘সত্য জোগে’ (যুগে) ঐ

১৫ পৃষ্ঠা—১৪২ পদে—‘যোনি পয়ে’ স্থলে ‘যোনি পথে’ ঐ

১৭ পৃষ্ঠা—১৬০ পদে—‘পত্নী স্থানে’ স্থলে ‘পত্নী তরে’ ঐ

১৮ পৃষ্ঠা—১৭১ পদের পাঠান্তর—

ভয় নাই মহামাই হাসিয়া বলিছে ।

সেই হাসি কথ রাশি অমিয়া অবিছে ॥

১৮ পৃষ্ঠা—১৭৫ পদে—

‘শশি মনে (?)’ স্থলে ‘শশি মালে’ এবং ‘অক্ষিত’ স্থলে ‘অবিমত’

(অভিমত ?) পাঠান্তর।

১৯ পৃষ্ঠা—১৮১ পদে পাঠান্তর—

দিলা তূর্ণ ধন পূর্ণ যুগল কলস ।

ধন পাইয়া ব্যাধ ভাইয়া পূর্ণিত মানস ॥

২১ পৃষ্ঠা—১২৭ পদের পাঠান্তর—

কোতোআল তরে হুর্গা দিলা শুভমতি ।

কুঞ্জরে চড়াইয়া ইত্যাদি ॥

২১ পৃষ্ঠা—২০২ পদে—

‘নিগড় জয় কেতু’ স্থলে ‘নিগড় জয়গা কেতু’—পাঠান্তর

২১ পৃষ্ঠা—২০৩ পদে—‘মরিতে’ স্থলে ‘মারিতে’ ঐ

২২ পৃষ্ঠা—২০৬ পদে—‘ভয় পাব হে’ স্থলে ‘ভব অপার হে’ ঐ

২২ পৃষ্ঠা—২০৯ পদে—‘রহিছেন’ স্থলে ‘বলিছেন’ ঐ

২৩ পৃষ্ঠা—২১৩ পদে—‘দেবী পাএ’ স্থলে ‘দেবী গাএ’ ঐ

২৩ পৃষ্ঠা—২১৬ পদে—‘চিস্ত’ স্থলে ‘চিত্তে’ ঐ

২৩ পৃষ্ঠা—২১৭ পদের—ঐ

* * * *

তিন চক্ষু অগ্নির ফুলিঙ্গ ।

দস্ত করি করমর কহে দেবী সিমর

শুন বেটা অবুধ (অবোধ) কলিঙ্গ ॥

২৩ পৃষ্ঠা—২১৯ পদে—

‘ক্ষেণে শামা ক্ষেণে ধাম’ স্থলে ‘ক্ষেণে শ্রাম ক্ষেণে দাম’ ঐ

২৪ পৃষ্ঠা—২২১ পদের ঐ

আমায়ে নাকি এমন দিন হইল ।

দূরের মানস ইত্যাদি ॥

২৪ পৃষ্ঠা—২২২ পদে—‘বীরবরে’ স্থলে ‘বীর তরে’ ঐ

২৫ পৃষ্ঠা—২৩২ পদের—ঐ

সদয় হইয়া বোলে কালকৈতু প্রতি ।

কৈলাসে আইতে ইত্যাদি ।

২৫ পৃষ্ঠা—২৩৮ পদের—ঐ

* * * *

ছন্নমতি ধন পতি রে হইল ইসাদ ॥ (৭)

২৮ পৃষ্ঠা ২৫৮ পদের পাঠান্তর—

জাজ্ঞা করিয়া সাধু বাহির হইলা ।

লহনার হস্তে ইত্যাদি ।

২৮ পৃষ্ঠা—২৬৬ পদে—‘লহনা এ যুক্তি’ স্থলে ‘লহনা কুযুক্তি’ ঐ

২৯ পৃষ্ঠা—২৭৫ পদে—

‘শুনিয়া’ স্থলে ‘মানিয়া’ এবং ‘কম্পিয়া’ স্থলে ‘কোপিয়া’ ঐ

২৯ পৃষ্ঠা—২৭৯ পদের—ঐ

জাগিয়া খুলনা রামা চারিদিকে চাহে ।

একটি ছাগল ইত্যাদি ।

৩২ পৃষ্ঠা—৩০১ পদের—ঐ

লহনা কহনা বড়াই ।

ভুইছ ঘরে খুলনারে অরণ্যে পাঠাই ॥

৩৪ পৃষ্ঠার গীতটি ‘কোড়া রাগে’ গেম ।

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৩৮ পদে—‘সল্লা’ স্থলে ‘সন্ধান’ ঐ

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৩৯ পদে—‘চিকে’ স্থলে ‘চিবুকে’ ঐ

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৪৩ পদে—‘ভাকিয়া’ স্থলে ‘থাকিয়া’ ঐ

৩৬ পৃষ্ঠা—৩৫১ পদে—‘কভু’ স্থলে ‘জন্ত’ ঐ

৩৭ পৃষ্ঠা—৩৬০ পদে—‘পুনি’ স্থলে ‘বাণী’ ঐ

৩৭ পৃষ্ঠা—৩৬৩ পদে—‘ভোগে’ স্থলে ‘রসে’ ঐ

৩৮ পৃষ্ঠা—৩৬৭ পদে—‘চন্দ্ৰের কিরণ’ স্থলে ‘চন্দ্ৰের গমন’ ঐ

৪০ পৃষ্ঠার ‘ঘোষা’র পাঠান্তর ।

তাহি ত্রাহি মাং ত্রাহি ।

দুধের বালক হনে তেজ প্রপঞ্চাই ॥

৪২ পৃষ্ঠা ৪০৪ পদে—‘মহিমা অপার’ স্থলে ‘মহিমা পার’ পাঠান্তর—

৪২ পৃষ্ঠা—৪০৭ পদে—‘তারিণী’ স্থলে ‘তরলী’ ঐ

৪৬ পৃষ্ঠা—৪৩৬ পদের ঐ

তৈলের পসার শিবা ।

এধ অমঙ্গলে দুঃখ না ঘটএ কিবা ॥

- ৪৭ পৃষ্ঠা—৪৪২ পদে—‘ব্রহ্মরন্ধ্রে’ স্থলে ‘ব্রহ্মরন্ধ্রে’—পাঠান্তর
 ৪৭ পৃষ্ঠার ‘রাগ মল্লার’ স্থলে ‘রাগ ‘মেঘ মল্লার’ ঐ
 ৫০ পৃষ্ঠা—৪৬০ পদে—‘ছলমতি’ স্থলে ‘ছন্নমতি’ ঐ
 ৫০ পৃষ্ঠা—৪৬৬ পদে—‘মানস মানস’ স্থলে ‘লালস মানস’ ঐ
 ৫০ পৃষ্ঠার ‘রাগ’ স্থলে ‘শ্রীরাগ’ ঐ
 ৫০ পৃষ্ঠা—৪৬৭ পদে—‘পুনি’ স্থলে ‘বাণী’ ঐ
 ৫০ পৃষ্ঠা—৪৭৫ পদে—“অপরাধ কৈলুম রাজা চিত্তকর শাস্ত” এই চরণের পর—

দেবীর কপটে সাধু না পাএ সিদ্ধান্ত ॥

অব্যর্থ রাজার আশ্রা নাহিক খণ্ডন ।

কারাগারে সাধু নিজা করিল বন্ধন ॥

শিব শিব জপ সাধু মুক্তারামে গাএ ।

বন্দন মোচন পুনি সদয় হইলেন মাএ ॥

ইতি মঙ্গলবার বেহান পালা সমাপ্তঃ : প্রথম পূর্ব গণেশ

বন্দনাদি ক্রমে গায়ন করিয়া দেবীর প্রস্তাপ আরম্ভিব ।

ঘোষা ।

মাতা ভক্তবৎসলা ।

সেবক সদয় মাতা অখিল মঙ্গলা ॥

আদি শক্তি ইত্যাদি ।

উজানীতে খুলনার গুন বিবরণ ।

দশ মাস গর্ভ রামা হইল পূরণ ॥

ভোজন করিয়া রামা শুইআছে ঘরে ।

হেন কালে গর্ভ বেথা আসিআ সঙ্করে ॥

কৈলাসেতে নারায়ণী জানি সহসাএ ।

প্রসব সঙ্কটে মাতা হইলা সহায় ॥

সাক্ষী-মঙ্গলের

স্তম্ভরূপে খুলনার কুমার জন্মিল ।
 নারীগণে উলু উলু জয়কার দিল ॥
 নানাবিধ মহোৎসবে আছে সর্বজন ।
 ষষ্টীরূপ ধরে চণ্ডী বুকিবারে মন ॥
 গৌরীপদ নখচন্দ্র সূধা অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

মহামা এর মহিমা অপার ।
 তুমি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥ ধূয়া ।
 পালঙ্কির তলে দুর্গা ছিরারে রাখিলা ।
 খুলনারে স্বপ্ন কহিতে সিঅরে বসিলা ॥
 সর্বদা পূজএ চণ্ডী না পূজ আমারে ।
 ছিরারে খাইমু অখন কহিল তোমারে ॥
 চৈতন্ত পাইয়া রামা না দেখে শ্রীঅমন্ত ।
 জথেক কান্দএ রামা তাহা নাহি অন্ত ॥
 তা দেখিআ নারায়ণী মায়া সম্বরিলে ।
 ওহঁ ওহঁ করি শিশু তখনে কান্দিছে ॥
 ভক্তের চরিত্র দেবী বুজে নানা মতে ।
 ভণে কৌণমতি মুক্তারাম অমুগতে ॥

ঘোষা ।

গোপাল আমার নদীর পোতলি ।
 অভাগী জসোদা ডাকে আইস আইস বলি ॥
 রোদ্রে উনাইয়া জাহ্ন আইসে চলি চলি ।
 দেখিআ অভাগীর আখি কুটি পড়ে জালি ॥ ধূয়া ।

আদি শক্তি তৈয়াদি ।
 পুত্র পাইয়া খুলনার সানন্দিত মন ।
 ছয় দিনে পূজে বসী দেবতা চরণ ॥
 ত্রীঅমন্ত রূপ কিছু কহন না জ্ঞাএ ।
 জুবন মোহন ছিরা বাড়িতে সে জ্ঞাএ ॥
 ক্রমে ক্রমে হইল পঞ্চ বরিসক বেলা ।
 ছাণ্ডআল না রাটে বনে খেলাইতে খেলা ॥
 কর্ণভেদ (বেধ) আদি কৈল কঠিনী প্রদান ।
 পঠিবারে দিল তারে গুরু বিজ্ঞান ॥
 শাস্ত্রেত পারগ হইল দ্বাদশ বরিসে ।
 আর দিন শিশু সঙ্গে খেলে হাস্যরসে ॥
 গুরুএ বলিল কোপে কর্কশ বচন ।
 তবে নি জানহ জারজ পিতা কোন জন ॥
 তা শুনিয়া ত্রীঅমন্ত লজ্জা পাইয়া রহে ।
 শয়নমন্দিরে গিয়া নিদ্রা ছলে শোএ ॥
 খুলনা না জানে ঘরে আসিছে ত্রীঅমন্ত ।
 নগরে বাজারে ধোজে নাহি পাএ অস্ত ॥
 নগরে খুলনা রামা কান্দে উচ্চ স্বরে ।
 লহনাএ বোলে ছিরা মৈল কথাকারে ॥
 তা শুনিয়া ত্রীঅমন্ত বাহিরে গমন ॥
 লজ্জা পাইয়া লহনাএ ডাকিছে খুলনা ॥
 পুনর্বার ত্রীঅমন্ত গৃহমধ্যে গুইল ।
 খুলনা আসিয়া তথা পুত্র কোলে লৈল ॥
 খুলনাএ বোধে কেনে মনে ভাব তাপ ।
 ত্রীঅমন্তে বোলে মাও কোথাএ মোর বাপ ॥
 খুলনা আনিয়া দিল ওই পত্রখান ।
 ত্রীঅমন্তে পঠে তাহা হইয়া সাবধান ॥
 পঠিআপাইল ছিরা পিতার নির্গর ।

বিলম্ব হইলে জাইতে পাটনে নিশ্চয় ॥
 ত্রীঅমন্তে বোলে মাও আরা না জানাই ।
 নিশ্চিন্তে রহিছ স্বামীর উদ্দেশ না লই ॥
 পুত্র হইলে বাপ আজ্ঞা জে করে লভন ।
 হেন পুত্র পৃথিবীতে বিফল জীবন ॥
 পাটনে জাইমু মাও স্তনহ বচন ।
 তা স্তনআ খুলনাএ যুড়িল ক্রন্দন ॥
 হৃথের ছাওআলে মোরে হেন কথা কহে ।
 পিতার উদ্দেশে মুই জাইমু নিশ্চয়ে ॥
 এথাকার যুক্তি দেবী তখনে জানিয়া ।
 বিশ্বকর্মা স্থানে কহে ডিঙ্গা সাজাও গিয়া ॥
 গোরী-পদ্ম-নখ-চন্দ্র-সুখা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

লাচাড়ি—পটমঞ্জরী রাগ ।

দেবীর আজ্ঞাএ বিসাই ভ্রমরার ষাঠে জাই
 — সপ্ত ডিঙ্গা রচিল স্তনর ।
 আচরিত দেখি নাও ত্রীরা ডাকে মাও মাও
 কার সপ্ত নাওরা আসিছে ।
 কুমারে ডাকিছে-জবে খুলনা আসিআ তবে
 পতি আশে নাও নিরক্ষিছে ॥
 গগনেত দেবী কহে সাধুর নাওরা নহে
 এই নোকা বিসাইর গঠন ।
 মনেত না কর ভয় আমি আছি সদয়
 ত্রীঅমন্ত জাউক পাটন ॥

শ্রীরা রহিয়া গুনি জনম সাফল গুণি
 নৃপস্থানে তখনে চলিল ।
 মাএত বিদায় হইয়া ধনরত্ন বহু লইয়া
 বহু বস্তু ডিঙ্গাতে তুলিল ॥
 এথাএ খুলনা রামা পুত্র নিরাপদ কামা
 চণ্ডিকা পুত্রএ বহু ভক্তি ।
 তবে খুলনার তরে অষ্ট দুর্কা লইয়া করে
 সাক্ষাতে বলিলা আদি শক্তি ॥
 হের অষ্ট দুর্কা নেয় শ্রীঅমন্তের তরে দেঅ
 বিপদেতে স্মরিতে আশ্রাএ ।
 চিন্তি সাধুর কল্যাণ হইলা মাতা অন্তধান (অন্তর্ধান)
 পদাশুভে মুক্ত অলি ধাএ ॥

খর্ব চন্দ ।

খুলনাএ বোলে ছিরা জাইবা রে ছাড়িয়া ।
 বিপদে স্মরিঅ চণ্ডী অষ্ট দুর্কা লইয়া ॥
 প্রথম স্তনহ পুত্র ভেটিঅ নৃপতি ।
 পাত্র মিত্র সস্তাসিঅ করিঅ পিরীতি
 পদ্মিনী আসিবো তোমা বুজিবারে আশা ।
 মাত্রি বুদ্ধি তা সবারে করিষ সস্তাস ॥
 বাম পাণ্ড সুল সাধুর ডাইন চক্ষু হানি ।
 নাম গ্রাম জিজ্ঞাসিঅ দিঅ পত্রখানি ॥
 শিশু বুদ্ধি না চিনিঅ বাপ বোল কারে ।
 চন্দ্রাদিত্য সম খোটা রাখিবা আকারে ॥
 পৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুখা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ইঞ্জেরে বলিলা আই মকরার ঘাটে জাই
 মেঘ গৈয়া কর বরিসন ।
 ইঞ্জ আঁজাএ মেঘ সবে ঘন ঘন ঘন রবে
 অন্ধকার করিল গগন ॥
 বিপরীত ঝড় বা লঙ্গর ছিড়িল না
 তৃণ হেন ঘুমাএ সাগরে ।
 ভয়ে ভীত হইয়া মন ভাবি মাএর চরণ
 কান্দে শ্রীঅপতি সদাগরে ॥
 রাখ রাখ বোলে মাতা ভকত কলপলতা
 গগনেত হইল প্রকাশ ।
 কহে মুক্তারাম সেনে এ ভব সাগর হনে
 উদ্ধার করহ নিজ দাস ॥

মালসী ।

দেখি দীনদরামরি উদ্ধার হে ।
 তরিতে না পারি ভব অপার হে ॥
 আদি শক্তি ইত্যাদি ।
 মকরা বাহিআ নদী সঙ্গমে উত্তরে ।
 কড়িআ দৈহ-চড়ি বন্দী কৈলা সদাগরে ॥
 শঙ্খ বন্দী করে সাধু শঙ্খদহে গিআ ।
 জোগাদহ সীমাদহ প্রকারে ছাড়িআ ॥
 কাথরা দেখিআ সাধু মনে ভয় পাএ ।
 হৃথ ছাগল দিআ তরণী ছোড়াএ ॥
 অনেক বাহিআ নদী কালীদহে গতি ।
 ডিঙ্গাএ চড়িআ সাধু তথাএ উপনীতি ॥
 গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুখা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

রাগ—ভুরি ।

কেলি-কমলে গো ত্রিপুরসুন্দরী ছোহে ।

একি অরুণ ছটা কথ অরুণ ঘটা

শিব যোগীরা মন মোহে ॥

পীযুষ সাগরে শিব আসন পরে

সুর বিটপী চারি ভিতে ।

কুসুম ধনু শর এই ভবিৎ (?)

পাশ অকুশ কর

ভকত মানস স্থিতে ॥

শলিত তিন আখি ভোলিত পতি রাখি

অস্তর মন ভবরসে ।

কি শোভা পতি সঙ্গে রঞ্জে পৈতৃক (প্রত্যাক ?) অঞ্জে

বিলসদহ প্রেম রসে ॥

জেন অরুণ শলী এক মণ্ডলে মিসি

উকীত প্রেম রসালে ।

সে পদ পঙ্করুহে মন মধুপ মছে (মোহে)

স্মোরএ সেন করিলালে ॥

আদি শক্তি দুর্গা স্মরিয়া বিসমে ।

জার গুণ গাএ বেদ আগমে নিগমে ॥

ত্রিলোক্য মোহিনী রামা হৈল্য নারায়ণী ।

কালীদেহের অল মধ্যে বিহরে নলিনী ॥

কমলের আভরণ কমলের মন্দির ।

মকরন্দ আশে অলি সদায়ে অস্থির ॥

নবীন বোবনী রামা সঙ্গে সহচরী ।

কুঞ্জর ধরিয়া খায়ে মায়া অবতরি ॥

কথ লীলা করে দেবী সাধুর দৃষ্টিতে ।
 মৃগরাজে রাজ্য করে নলিনী বনেতে ॥
 বুদ্ধিমন্ত শিবা তান মন্ত্রী সহচর ।
 সেনাপতি অগ্রবর্তী মন্ত করিবর ॥
 শৃঙ্গধারী বীর সব মহিষের গমন (গণ ?) ।
 একে একে তিন বাসী মুগেন্দ্র সদন ॥
 বাঘ পদাতি পতি রাজ অগ্রগণ্য ।
 কুরঙ্গ শূকর আদি লইয়া নিজ সৈন্ত ॥
 ক্ষত্র শিবাএ নিজ শব্দে বাদিত্য বাজাএ ।
 শশক মার্জ্জার অজা রঞ্জে নাচে গাএ ॥
 পণ্ডিত হইয়া ভেক বসিছে সভাএ ।
 নাগ ফণাএ ছত্র ধরে রাজার মাথাএ ॥
 রাজার শাসনা রাজ্যে দেবী অঙ্গীকারে ।
 অজ্ঞায় করিতে কারে কেহো নাহি পারে ॥
 ডিঙ্গাএ থাকিয়া তাহা দেখি শ্রীঅপতি ॥
 কর্ণধার তরে কহে হইয়া ভীত মতি ॥
 কর্ণধারে বোলে বাপু আন্ধার' নহি দেখি ।
 জদি বা রাজ্যতে কহ আন্ধার' নহি সাক্ষী ॥
 ডিঙ্গা সব তথা হনে ডরাএ বাহিল ।
 নাগরাজে ক্রাণি দিয়া সিংহলে লাগাইল ॥
 বাজনা শুনিয়া রাজা শুণে পরমাদ ।
 দ্বারেত কপাট দিয়া মাগাএ সম্বাদ ॥
 বাঘাই আসিয়া সাধুর লইয়া পরিচয়ে ।
 সাধুর শিরত্ৰাণ নিয়া রাজার তরে কহে ॥
 রাজা নচে সাধুপুত্র নাগরা বাজাএ ।
 শুণে মুক্তারাম শূনি হরিস রাজাএ ॥

রামক্ৰিয়া—রাগ ।

ডিকা ছাফাইয়া সাধু নগরে উঠিল ।
 সিংহল পদ্মিনী বহু সাধু পরীক্ষিল ॥
 নিজ অঙ্গ নিরাক্ষর্য্য রাজপুরে গতি ।
 রাজ ভেট নানা বস্তু লইয়া সজ্জিত ॥
 রাজসভা দেখে সাধু কি তার উপাম ।
 প্রথমে রাজারে গিয়া করিল প্রণাম ॥
 সম্ভাসদ দ্বিজগণ পাক্র মিত্রগণ ।
 সম্ভাসএ শ্রীঅপতি প্রতি জনে জন ॥
 বসিবারে আজ্ঞা কৈলা কটাক্ষে স্বাক্ষার ।
 কর জোরে আগু হৈল সাধুর কুমার ॥
 বহু মূল্য রত্ন নিখা রাখে দৃষ্টি গতি ।
 পরিচয় জিজ্ঞাসিলা আপনে ভূপতি ॥
 শ্রীঅমন্ত রূপে রাজা পড়ি গেল ভোলে ।
 মনুষ্য না হয়ে সাধু ভণে হরিলালে ॥

রাগ—সুহি ।

সাধু পরিচয় কহে উজানী বসতি হএ
 পিতা মোর ধনপতি নাম ।
 মম নাম শ্রীঅপতি গন্ধ বণিক জাতি
 অগর চন্দন কুলাই রাজ্য কাম ॥
 বিক্রমকেশরী রাজে চামর চন্দন কাজে
 পাঠাইছেন তোমার পাটন ।
 রাজা বোলে ধন সাধু বচনে রচিলা মধু
 বাসা কর সাধুর নন্দন ॥

* * *
এই মতে সত্য করি চলে সবে নৌকাএ চড়ি
উপস্থিত কালীদেহের পানি ।

* * *
নিরক্ষিআ সবে চাহে তরঙ্গ দেখিতে পাএ
এহা বহি না দেখে কমল ।

* * *
রাজা মল মুক্ত সঙ্গ সে নি দেখে দেবী অঙ্গ
কোপ আখি সাধুরে চাহিল ।

ছিন্নাএ বলিল পাছে জোআরে ডুবিয়া আছে
তা শুনিআ নৌকা ছাপাইল ॥

ভাটা বহি গেল যদি সকলে নিরঞ্জে নদী
না দেখিআ কোপে নরপতি ।

জিনিলাম সদাগর বাক্সি লজ্জা সত্তর
শুনিআ জ্বাসিত শ্রীঅপতি ॥

রাজ আজ্ঞাএ কোতোআলে সাধুর নাএ উঠে কালে *
হস্তে গলে সাধুরে বাক্সিল ।

সেন মুক্তারামে পাএ ভাবিয়া অভয়া পাএ
দাড়ি মাঝি অনেক কান্দিল ॥

রাগ—কহু ।

নাথহে কি লাগি ডুবিলুম ভবে আসি ।

অপরে কি হবে জানি নাথ হে ।

মিছা যারা আবরিয়া নাম নৌকা না ধরিয়া

হেলাএ হারাইলাম ধন রাশি ॥ (ধুআ ।)

নিবর্তিআ দণ্ডধর সিংহলে চলিল ।
 রত্নময় সিংহাসনে হরিসে বসিল ॥
 যুগপাণি কোতোয়ালে করে নিবেদন ।
 কোথাএ রাখিমু প্রভু সাধুর নন্দন ॥
 রাজা বোলে দক্ষিণ মোসানে বলি দেঅ ।
 রাখি তায়ে কার্য্য নাই এই ক্ষণে নেয় ॥
 গুনিয়া সাধুর ছালিআ * করে জোর হাত ।
 বিধাতা পাসণ্ড মোরে ক্ষেম নরনাথ ॥
 কিঙ্কর করিআ মোরে রাখ মহারাজ ।
 শরণাগতেরে বধ যুক্ত নহে কাজ ॥
 দশনেত জিন (তৃণ) লই খাও দেখি চোয়ার ।
 তবে সে প্রতিজ্ঞা দোষ ক্ষেমিএ তোক্ষার ॥
 ক্রীষ্মমন্তে বোলে মিথ্যা কেমনে কহিমু ।
 অন্ন জীঅন লগি নরকে পচিমু ॥
 দেবতা চরিত্র ছিরা মিথ্যা নহি জানে ।
 দেবী উদ্ধারিবো হেন মুক্তারামে মানে ॥

রাজা পদ্মিনী নলিনী দলে সত্য সত্য বাণী ।
 অথনে আছিল কত্যা কথাএ গেল জানি ॥
 সেই কমলিনীরূপ অথনেহ সোঅরি (স্মরি) ।
 উড়ে পড়ে কথ্য শত ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
 মুই ত ন জানম সেই ঠেকাইবো প্রমাদ ।
 পতায় হইআ রাজা ক্ষেম নরনাথ ॥
 রাজা বোলে এই বেটা সদাগর নহে ।
 প্রপঞ্চনা (প্রবঞ্চনা) পাতিয়া ত সত্য হেন কহে ॥

বাক্সিআ এহারে কোতোআল নের সাবধানে ।
 বিলম্ব না জুআ এ কার্য্য কাট নি মোসানে ॥
 শ্রীঅমন্তে বোলে রাজা দেবে সে মরণ ।
 শুন কহি জাই রাজা নিশির স্বপন ॥
 অরুণ উদয় কালে স্বপ্ন দেখিলুম ।
 মহামাংস খাই মুই উদর ভরিলুম ॥
 কুঞ্জুর শুণ্ডেতে চড়ি পিষ্টেত চড়ীএ ।
 খেনেকে ঘোটকে চড়ি ক্ষেপে চড়ি নাএ ॥
 দ্বিজবর অশ্ব দেখি লক্ষণা যুবতী ।
 মুখ বিস্তারিআ থায় * সব বসুমতী ॥
 অপরাধ ক্ষেম রাজা জানি তার মর্শ্ব ।
 বিনি দোষে মার জদি হইবো অধর্ম্ম ॥
 অতি ক্রোধে নরপতি কোতোআলেত কহে ।
 মদানেত কাট তারে হইআ নির্দয়ে ॥
 তা শুনিআ কোতোআলে নিআছে ঠেকাএ ।
 সিংহলের লোকে দেখি শোকে মুচ্ছা পাএ ॥
 ছিরা দেখি চাহাকার করে পূরবতী ।
 কেমন নিষ্টুর হিআ হএ নরপতি ॥
 মোসান ভূমিতে কোতোআল ছিরারে রহাএ ।
 সেই স্থল দেখি ছিরা মনে ভয় পাএ ॥
 দিবসেতে তমোময় নাহিক প্রকাশ ।
 কিনি কিনি শব্দ করি ডাকএ পিশাচ ॥
 নরমুণ্ড থাএ ছিড়া শব্দ ঠনঠনি ।
 চীৎকার শব্দে দানব করে হানাহানি ॥
 সজীব শরীরে সাধুর মৃত্যু সমভুল ।
 মনে আর্ন্তনাদ করে নাহি পাএ কুল ॥

* শব্দটি 'বাস বা শুসে' (শোবে) ও পড়া যায় ।

কাণ্ডার ডাকএ সাধু ইঙ্গিত করিআ ।
 গলাগলি হইআ কান্দে মাধে হাত দিআ ॥
 গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে ।
 চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

করণ ।

নিজ দেশে জাণ্ড কাণ্ডার এথা না রহিঅ ।
 অভাগিআর নিবেদন মাঁয়েরে কহিঅ ॥
 ললাট লিখন মোর বিদেশে মরণ ।
 থণ্ডাইতে না পারে হরি হর খাতা জন ॥
 কন্দ ভোগ ভোগে শক্র ভগ হইআ গাএ ।
 জার জেই কন্দ বন্ধ ভোগিলে সে জাএ ॥
 *মাএরে কহিঅ জেন শোক ক্ষেমা দিআ ।
 গআতে দেআইতে পিণ্ড আমার লাগিআ ॥
 কান্দিআ কাণ্ডারে কহে রাখিঅ জে বাগী ।
 স্নান কালে দিঅ তুমি তর্পণের পানি ॥
 ভণ্ডেশ্বরাম সেনে সুচ সঙ্গার ।
 অখনেহ মাণ্ড বাপ ইষ্ট দেব স্মর ॥

ঘোষা ।

হরি হরি বোল রাম রাম ।
 ভজিলেহ রাজা পদে অন্তকালের কাম ॥
 কাণ্ডার সহিতে আছে সাধুর নন্দন—ইত্যাদি ।

৫৩ পৃষ্ঠা—৪৯৪ পদের পাঠান্তর—

মা মোরে কুপা কর—

দশভুজা দেবী মহামাএ।

অধম কিঙ্কর.....ইত্যাদি।

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৪ পদে—‘কর্ম্য বস্তা’ স্থলে ‘জন্মাবস্থা’—পাঠান্তর।

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৫ পদে—‘নিস্তারিণী’ স্থলে ‘বিস্তারিণী’ ঐ*

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৬ পদে—‘ফণিদহে’ স্থলে ‘ফণাদায়ী’ ঐ

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৭ পদে—‘গুণহতা’ স্থলে ‘গুণযুতা’ ঐ

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৮ পদে—‘সিদ্ধিদাত্রী’ স্থলে ‘সিদ্ধিদাত্রী’ ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৪ পদে— ঐ

‘ত্রাঙ্কণী সঞ্জে’ স্থলে ‘ত্রাঙ্কণী বেশে’ ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৬ পদে—‘মধ্যে’ স্থলে ‘মধ্যে মধ্যে’— ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৭ পদে—‘অবলম্ব’ স্থলে ‘অবলম্ব’ ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৯ পদে—

‘তোক্ষার পরিচয়ে’ স্থলে ‘আক্ষার পরিচয়ে’ ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫৩০ পদে—‘তার তরে’ স্থলে ‘ভাব তরে’ ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫৩১ পদে—

‘সতি নিষ্ঠাভাবে’ স্থলে ‘সতিনী স্বভাবে’ ঐ

৫৭ পৃষ্ঠা—৫৩৪ পদের পাঠান্তর— ঐ

নানা তীর্থে স্নান চিত্তে অবলীলাক্রিয়।

পুণ্য স্থলে নীলাচলে ভ্রমি উদয় গিরি—॥

৫৭ পৃষ্ঠা—৫৪১ পদে—‘পূজিয়াছে’ স্থলে ‘নিত্য পূজে’—পাঠান্তর।

৫৮ পৃষ্ঠা—৫৪৪ পদে—‘ছাড় মায়া’ স্থলে ‘ছারকপালিআ’ ঐ

৫৮ পৃষ্ঠা—৫৫০ পদে—

‘অমুক লজ্জ’ স্থলে ‘আপনার নাম’ ঐ

৫৫৮ পৃষ্ঠা—৫৫৪ পদে—

‘সিদ্ধজল আনি’ * স্থলে ‘সিদ্ধজবয়ানী’ ঐ

এবং ‘ইন্দ্রজবয়ানী’ স্থলে ‘ইন্দ্রজনয়ানী’— ঐ

* ‘সিদ্ধ জল আনি’ স্থলে ‘সিদ্ধজনআনি’ হওয়া উচিত ছিল।

৬০ পৃষ্ঠা—৫৬৬ পদের পাঠান্তর—

ওই নাম অমিমা পান করে সদাগর ।

কি করিব অস্ত্র তারে হইছে অমর ॥

৬০ পৃষ্ঠা—৫৬৯ পদের পাঠান্তর—

মাতা কটাক্ষে হকার ধ্বনি পুরন্তি ।

মশানেতে নাক্রিগণ উরন্তি ॥

৬০ পৃষ্ঠা—৫৭৫ পদে—‘বুদ্ধ মনে’ স্থলে ‘বুদ্ধ মান’—পাঠান্তর ।

৬০ পৃষ্ঠা—৫৭৭ পদে—‘নাম রাখ’ স্থলে ‘পদে রাখ’ ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮০ পদে—‘শোভ হে’ স্থলে ‘ধোভই হে’ ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮৩ পদে—

‘কার্পাসাধর হে’ স্থলে ‘কল্প শাখা ভুরু হে’

এবং ‘লম্বা লম্বা’ স্থলে ‘লম্প’ ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮৫ পদে—

‘সোপঞ্জনি’ স্থলে ‘মোভঞ্জনি’ এবং

‘তজ্য’ স্থলে ‘তছু’ ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৫৯৩ পদে—‘হকারে’ স্থলে ‘কেহ বা’ ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৫৯৩ পদে—‘আন্তরূপ’ স্থলে ‘আত্মরূপ’— ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৬০০ পদে—‘চিত্ত’ স্থলে ‘নিত্য’ ঐ

৬৩ পৃষ্ঠা ৬০১ পদের পাঠান্তর—

কাহাকে সহায় তুমি ভব অমুরাগে ।

কাহাকে প্রসন্ন ... ইত্যাদি ।

৬৩ পৃষ্ঠা ৬০২ পদের পাঠান্তর—

জবে তুমি আত্মা সবে বিহর বিভাগে ।

ভবে নিত্য চিত্ত হুখ মুক্তারাম মাগে ॥

৬৬ পৃষ্ঠা—৬৪৮ পদে—‘কে বাধিত’ স্থলে ‘অবাধিত’—পাঠান্তর ।

৬৭ পৃষ্ঠা—৬৫৮ পদে—‘ভাবনা’—স্থলে ‘ভজনা’— পাঠান্তর

৬৯ পৃষ্ঠা—৬৮০ পদে—‘দেখিয়া তবে’ স্থলে ‘দেখিয়া জবে’— ঐ

৭২ পৃষ্ঠা—৭০৮ পদে—‘বিরথি’ স্থলে ‘বিরতি’— ঐ

৭৩ পৃষ্ঠা—৭১৬ পদের পাঠান্তর—নিকটেতে রহিলেক দেবীর বাম পাশে।

সেন মুক্তারামে ভণে ইত্যাদি।

৭৩ পৃষ্ঠা—৭১৯ পদে—‘সে(ফল)’ স্থলে ‘সে জন’—পাঠান্তর।

৭৪ পৃষ্ঠা—৭২৬ পদে—‘পাইতে’ স্থলে ‘গাইতে’— ঐ।

“ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুঃপহরি পাঞ্চালি সমাপ্তঃ—ইতি সন ১১৮৩ মঘী
তাং ৮ ভাদ্র বেহান বেলা পুস্তিকা লিখনং সমাপ্তঃ শ্রীভোলানাথ সেন॥”
পত্রসংখ্যা ৩৬। পত্রাক নাই। ১৪×২ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের বহির
আকার। দুই পিঠে লেখা। ইহার কতকটা শ্রীরামকঙ্কর আইচ দাসের
লেখা ; আর কতকটা লেখক “শ্রীদর্পনারায়ণ গীং মুক্তারাম কাং (কাছুনগো)
সাং কানগোই পাড়া।” পুথির অধিকাংশই প্রাপ্তকৃত ভোলানাথ সেনের হস্ত-
লিখিত।

চট্টগ্রাম।

১২ই ভাদ্র, ১৩২৩ সন।

আবদুল করিম



বিদ্বারিত দিনের পরিচয় গত্র

পরিগ্রহণ সংখ্যা.....

নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন
২-৭-২০১২			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দ্ধারিত দিনে তাহার পূর্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহারে নিঃসৃত হইতে পারে।

